Jackie Collins

টাট্টু ঘোড়া

অনুবাদঃ শুভ্রদেব চক্রবর্তী



টাট্টু ঘোড়া

(The Stud)

জ্যাকি কলিন্স

মধ্যরাতের নাইট ক্লাব—হোবোতে স্নিগ্ধ আলোয় শিরায় শিরায় কাম জাগানো, হৃদয় উদ্বেল করা যৌনোত্তেজক জাজের ঝঙ্কার, পপ সঙ্গীতের মূর্ছনায় শরীরে শরীর মিলিয়ে শ্যাম্পেনের ফেনিল ফোয়ারার স্রোতে যুবক-যুবতীদের কামজোয়ারে ভেসে যাওয়ার মদির কাহিনী।

মহিলা হ্যারল্ড রবিন্স জ্যাকি কলিন্সের নিজস্ব শৈলীর তীব্র যৌনতায় ভরপুর দেহজ প্রেমের বলিষ্ঠ উপন্যাস।

এক

টনি

সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ব্যাপারটা এতই উত্তেজনাপূর্ণ আর রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে যে ভাষায় তার বর্ণনা করা যায় না। আমার নিজের সন্ধ্যা কিভাবে শুরু হয়, এখানে আমি সেকথাই বলছি। তা ধরে নিন, আমার সন্ধ্যা যখন নেমে আসে, তখন ঘড়িতে বাজে রাত দশটা কি এগারোটা। 'হোবো'তে একদিন পায়ের ধুলো দিন, দেখবেন, মনে হবে যেন সেখানে কোন পার্টি বসেছে—রীতিমত উৎসব বলা চলে। হ্যাঁ, রাতের বেলা 'হোবো' মানেই এক পার্টির পরিবেশ—এক বিরাট পার্টি যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে তো বটেই, উপরন্তু পছন্দও করে।

খদ্দেরদের ভিড়টা খুব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। প্রথমে সেই শ্রেণীর খদ্দেররা, যারা একটা ভাল টেবিল পাবার জন্য আগেভাগেই এসে পড়ে। এদের ঠিক পরেই যারা আসে তারা হল বিভিন্ন শো আর প্রোগ্রাম দেখনেওয়ালার দল। সাধারণতঃ এদের গোটা দলটা প্রায় গাদাগাদি করে ঘরের একদিকে প্রায় কোণ ঠাসাঠাসি হয়ে বেখাপ্পা জায়গায় বসে, আবার কখনো একদম পেছনে পড়ে যায়। আমাদের মেম্বারশিপের ব্যাপারটার মধ্যে একটু কড়াকড়ি আছে বটে, তবু তার ভেতর অল্প কয়েকজন ঠিক ম্যানেজ করে ঢুকে পড়ে। তারপর রাত সাড়ে বারোটা কি একটা নাগাদ আসতে থাকে সেইসব খদ্দের যাদের দেখলে রীতিমত ভির্মি খেতে হয়। বিভিন্ন বয়সের স্বর্ণকেশী সেই সুন্দরীদের কারো পরণে থাকে কাউবয় স্যুট, কারো বা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভারতীয় পোশাক, কেউবা আবার বগলকাটা পেটকাটা থেকে শুরু করে ব্যাকলেস, টপলেস, স্কার্টলেসের স্বল্প আবরণে এমনভাবে নিজেদের আবৃত করে রাখেন যে এক এক সময় মনে হয় সত্যিই তাঁদের গায়ে কোন পোশাক নেই, স্যাদা কথায় বলা যায় উদোম ন্যাংটো। যে যত বেশী নিজের বুক, পিঠ, পেট আর গোপন অঙ্গগুলো দেখাতে পারবে, তার জাঁক তত বেশী। যার যত বেশী জংলী সাজ, সবার চোখে সে তত বেশী সুন্দরী। এই রকম আরকি। আর এদের সঙ্গী হয়ে যেসব ছেলেরা আসে, তাদের মধ্যে রক গ্রুপের লম্বা লোটানোটা চুলওয়ালা ছোঁড়া থেকে শুরু করে একদম হালফিল নতুন উঠতি অভিনেতারাও থাকে। আবার সোসাইটির শিরোমণি এমন বয়স্ক ধনী আর মানীগুণীরাও আসেন। আসে নারীলোলুপ ধনকুবের বুড়ো আরব শেখেরা। সেইসঙ্গে বহু বিতর্কিত এম. পি বা সেনেটর, এঁরাও বাদ যায় না। শহরে নামডাক আছে এমন যে কেউ, তা সে তরুণ লেখক থেকে শুরু করে পোশাকের নকশা আঁকিয়ে, ফটোগ্রাফার, মডেল সবাই। এরা যে শুধু মদ গিলে বিভিন্ন নাচের শো দেখতেই আসে, তা নয়, পাঁচটা বাইরের লোক এদের দেখবে, এরাও সেই ফাঁকে যার যার কর্মক্ষেত্রের ব্যবসায়ী মহাজনদের সঙ্গে আলাপ করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে পারবে—এখানে এদের ভীড় জমাবার পেছনে এটাও একটা বড় কারণ। সব মিলেমিশে এক দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, আর রাত দুটো নাগাদ তা চরমে ওঠে যখন ভেতরে খদ্দেরের ভীড়ে এত জ্যাম হয়ে যায় যে ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা এবং মিক জ্যাগারের মত বিখ্যাত ব্যক্তিদের ঘাড়া আপনি হাজার চেষ্টা করেও আর কাউকে ভেতরে ঢোকাতে পারবেন না।

অথচ দেখুন, আমার হাতে কিছু বখশিস গুঁজে দেয়া এবং তারপর রাস্তায় মুখোমুখি পড়ে গেলেও চিনতে না পারার ভান করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া, দু'মাস আগের এই ধরনের কিছু ঘটনার কথা মনে পড়লে এখন আমার নিজেরই হাসি পায়। আর এখন? রাস্তায় দেখা হলে ওরাই তখন আমায় জড়িয়ে ধরে, আমার মুখের একটা কথা শোনার জন্য ওরা এত উদগ্রীব হয়ে থাকে—যা বলার নয়—"ডালিং, তোমায় একটা, দুটো, তিনটে চুমু খাব সোনা—তুমি শুধু একবার বল আজ রাতে 'হোবো'তে কারা কারা আসছে?"

এই হল আলাপের নমুনা। বয়ফ্রেণ্ড কিংবা স্বামী হয়ত অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, সেই ফাঁকে কোন সুন্দরী হয়ত ঝপ্ করে আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরে ন্যাকা ন্যাকা আদুরে গলায় বলে বসল "আগের বারের মত একটা বাজে টেবিল দেবেন না যেন"—বলেই যেন কতকালের পুরনো প্রেমিকের সঙ্গে দেখা হয়েছে এইভাবে আমার হাতদুটো একটু কায়দা করে টিপে দিল, আমি যেন কত কাছের লোক এইভাবে বড় বড় চোখ মেলে আমায় কাৎ করবার জন্য ছেড়ে দিল একখানা দৃষ্টিবাণ। আর জায়গায়টা যদি 'হোবো' হয় তাহলে ত কথাই নেই। তখন স্বামী বা বয়ফ্রেন্ড সঙ্গে যেই থাকুক, সে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের মত করমর্দন করবে, ইয়ারদোস্তের মত কিছু প্রাণের কথা বলবে (যদিও আমি জানি এসবের পেছনে উদ্দেশ্য একটাই, তাহল একটা ভাল টেবিল ম্যানেজ করা)। তারপর আমি তাদের চালান করে দেব হেড ওয়েটার ফ্রাঙ্কোর হাতে, সে অবস্থা বুঝে যে টেবিল দরকার, সে-টেবিলে ঝটপট তাদের বসিয়ে দেবে। ঘরের একদিকে বসে তারা যারা শুধু দেখতেই আসে, আর দেখার সঙ্গে বন্ধু বা বান্ধবীদের দেহের নানা জায়গায় যারা হাত-টাত দেয়, তারা এবং 'হোবো'র শোয়ে যারা অংশ নেয়, তারা বসে আর একদিকে। আমাদের গোটা ব্যাপারটাই খুব পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে। বলতে ভুলে গেছি, যারা জোড়ায় জোড়ায় শুধু খেতে আসে, সেইসব পেটুকদের একদম ঘরের পেছনদিকে এক জায়গায় ঠেসে বসিয়ে দেওয়া হয়।

হ্যাঁ, একথা মানতে হবে যে এখন আমি খুব জনপ্রিয় হয়েছি, সবাই আমার সঙ্গে একটু কথা বলার সুযোগ পেতে মুখিয়ে থাকে। সত্যিই, এক একসময় আমি নিজেই ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই যে আমি সেই আদি ও অকৃত্রিম টনি, যার গলার স্বরের কোন পরিবর্তন ঘটেনি, যে আগের মত এখনও একই রকম সুরে কথা বলে, একই রকম ভাবনা ভাবে, হাসে, গায়, নাচন-কোঁদন করে, একই রকম স্বপ্ন দেখে, একই রকম জামা-কাপড় পরে, (অবশ্য আগের চাইতে এখনকার জামা-কাপড় একটু দামী, এই যা তফাৎ) হঠাৎ এমনকি ঘটল যার ফলে তার মধ্যে এতখানি পরিবর্তন ঘটতে পারে? চুপি চুপি আপনাদের আরো একটা কথা জানিয়ে রাখি, বিশ্বাস করা না করা আপনাদের ওপর, তাহল, এই, যে রূপবতী ধনবতী, মহিলাদের অনেকেই এখন আমার কাছ থেকে একটু শরীরের সুখ পাবার জন্য নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি লড়াইয়ে পর্যন্ত নামতে রাজী। শুনে আপনাদের নিশ্চয় মনে হচ্ছে যে ঐভাবে আমি তাঁদের উদ্ধার করে দিচ্ছি। তা ঘটনার স্রোত এখন যে খাতে বইছে, তাতে আমি তাঁদের উদ্ধার করে দিচ্ছি বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না।

কি হল? নিশ্চয়ই মনে ভাবছেন যে টনি শোয়ার্তসবার্গ নামে আমার মত এক হরিদাস পাল যার বাপ-দাদার কোন নাম নেই, সে কি করে রাতারাতি টনি ব্রেক বনে গেল—যে এই শহরের একজন মান্যগণ্য লোক, চিত্র-তারকাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সেরা ডিসকোথেক 'হোবো'র পরিচালক? তাহলে একদম গোড়া থেকে শুরু করা যাক।

আমার যারা প্রতিবেশী, তাদের ছেলেদের মতই একদিন আমার জীবনও ছিল রুক্ষ আর উদ্দেশ্যবিহীন। আমিও তাদের মতই এক বখাটে ছেলে তৈরি হয়েছিলাম—সরু গলির ভেতর বেপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করে, অল্পবয়সী মেয়েদের দেহের গোপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে হাত দিয়ে আর বাড়িতে টিভিতে মারপিটের ওয়েস্টার্ণ ছবি দেখতে দেখতে আমি একদম বয়ে যাচ্ছিলাম। আমি জাতে ইহুদী, আমার বাবার নাম স্যাম, মার নাম স্যাডি। আমার মা বাবা একজন আর একজনকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না, দিনরাত তাঁদের মধ্যে খিটিমিটি আর ঝগড়া লেগেই থাকত। আমার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারে আমার বাবার কোনরকম মাথাব্যথা ছিল না, এ ব্যাপারে আমার মা শুধু মাঝে মাঝে একগাদা জ্ঞান দিয়ে আমার কানের পোকা বের করতেন।

আমার বয়স যখন মাত্র তেরো, সেই সময় একটি মেয়ের সঙ্গে আমার যৌন সংসর্গ ঘটে। আমি তার সঙ্গে সঙ্গম করেছিলাম। মেয়েটি আমার চাইতে কয়েক বছরের বড় ছিল, এবং ব্যাপারটাতে আমরা দু'জনেই খুব মজা পেয়েছিলাম, কিন্তু মুশকিল বাঁধল এক জায়গায়। তার গোপন অঙ্গে যে কিছু নোংরা উকুনজাতীয় পোকা বাসা বেঁধেছিল, তা আমার জানা ছিল না, এবং সঙ্গম করার ফলে ঐ পোকাগুলো এসে আমার শরীরে আশ্রয় নেয়। পোকাগুলোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে আমি পরের দু'মাস বহু মেয়ের সঙ্গে সঙ্গম করলাম এবং তাদের প্রত্যেকের শরীরে সেগুলো চালান করতে লাগলাম। কিন্তু এত করেও ঐ পোকার উপদ্রবের হাত থেকে আমার মুক্তি মিলল না। এইভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় একদিন আর একটা মেয়ে আমার খপ্পরে পড়ল, তাকে কাৎ করে ফেলতেও আমার বেশী সময় লাগল না। মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গম করার পর তার বাড়ির লোকেরা হঠাৎ ব্যাপারটা জেনে ফেলল এবং আমার মা বাবার কানেও খবরটা তাড়াতাড়ি পাচার হয়ে গেল। সব শুনে মার তো ফিট হবার যোগাড়। কিন্তু বাবা নির্বিকার। তিনি হেসে আমার পিঠ চাপড়ে বাহবা দিলেন, তারপর একটা মলম কিনে এনে আমায় লাগাতে বললেন।

ষোল বছর বয়সে পা দিয়ে এক ভদ্রলোকের গাড়ি থেকে পেট্রল চুরি করতে গিয়ে আমি পুলিশের হাতে ধরা পড়ি। কারবারটা খারাপ ছিল না। গাড়ির মালিক বা ড্রাইভারের অসাক্ষাতে পাইপ দিয়ে গাড়ির অনেকটা পেট্রল টেনে বের করে একটা টিনে ভরতাম, তারপর কোন গ্যারাজ বা পেট্রল পাম্পে সেটা বেচে দিতাম। হয়ত গাড়ির মালিক সেই পাম্প থেকেই কিছুক্ষণ আগে পেট্রলটুকু কিনে থাকবে। ধরা পড়ার ফলে রোজগারের রাস্তাটা বন্ধ তো হলই, উপরন্তু পুলিশ আমায় আদালতে পাঠালো, আদালত আবার আমায় কিশোর অপরাধীদের সংশোধনাগারে পাঠিয়ে দিল। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে ছাড়া পাবার পর আর কোন অপরাধ আমি করিনি।

হরেক রকমের কাজ আমি করেছি, যার মধ্যে বাড়ি বাড়ি ঘুরে খবরের কাগজ বিক্রী থেকে শুরু করে কারখানা ঝাঁট দেওয়া মায় পাড়ার কাছাকাছি এক সিনেমা হলের টিকিট চেক করা সব আছে। ঐ সিনেমা হলে একটা মেয়েও টিকেট চেকারের কাজ করত, আমারই সম বয়সী ছিল সে। একদিন সময় সুযোগ বুঝে মেয়েটাকে বাগালাম। তারপর হলের আলো নেভার পর একদম শেষ সারির শেষ সীটে বসে সেখানেই তার সঙ্গে অপকর্ম শুরু করে দিলাম। এদিকে হলের ম্যানেজারেরও ছিল আমার মতই বদ অভ্যাস, মেয়ে দেখলেই সে ব্যাটা আর চুপ করে থাকতে পারত না। শো আরম্ভ হবার পর চেকার মেয়েটাকে ডেকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে সেও নষ্টামি করত। সেদিন সিনেমা শুরু হবার পর মেয়েটিকে খুঁজে না পেয়ে তার মেজাজ ভীষণ চড়ে গেছে, শেষকালে খুঁজতে খুঁজতে একতলায় এসে টর্চ ফেলে দেখতে পেল তার প্রাণেশ্বরীর ওপর আমি এক বেমক্কা পজিশনে চড়ে বসেছি। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে আমার চাকরী খতম। অবশ্য আমি তাকে সেজন্য খুব দোষ দিই না, নিজের শিকার আর একজন বসে বসে খাচ্ছে এটা দেখলে কার পক্ষেই বা মাথা ঠিক রাখা সম্ভব।

আমি কাজ ছেড়ে চলে এলাম বটে, কিন্তু যে কাণ্ড করেছিলাম, তার জের সহজে মিটল না। কিছুদিন পরেই মেয়েটির শরীরে আমার অপকীর্তির লক্ষণ প্রকাশ পেতে তার বাড়িতে বইল অশান্তির ঝড়। সিনেমার ম্যানেজারের গায়েও লেগেছিল সেই ঝড়ের ছোঁয়াচ। মেয়েটিকে সে ছাড়তে চাইছিল না। প্রথমতঃ টিকিট চেকিংয়ের কাজে ভাল মেয়ে সচরাচর পাওয়া যায় না, এবং দ্বিতীয়তঃ মেয়েটির ওপর থেকে লোভ তার তখনও যায়নি। শেষকালে সেই হতভাগা ম্যানেজারই টাকাপয়সা খরচ করে মেয়েটিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে মাল খালাস করে তাকে বাঁচায়। সব ঝড় থেমে গেল, মেয়েটাও তার পুরনো পার্টিকে ফিরে পেয়ে আরো মন দিয়ে টিকিট চেকিংয়ের কাজ করতে লাগল।

ততদিনে আমার বাপ-মাও আমার ওপর তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন,অবশ্য এজন্য আমি তাঁদের দোষ দিই না। খোঁয়াড়ে দুষ্টু গোরু থাকলে তার জন্য সবারই চিন্তা হয়, দিনেরাতে কেউই দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না। এমন সময় হঠাৎ বার্নিমামুর কথা আমার মার মাথায় এল।

আমার মামাবাড়ির দিক থেকে বার্নিমামু ছিল সোনার চাঁদ ছেলে। যেভাবেই হোক, খেটেখুটে আর একে তাকে টুপি পরিয়ে এখন সে দুটো রেস্তোরাঁর মালিক। আর হাতে কাঁচাপয়সা আসার পর যা হয়, বার্নিমামুও তারপর থেকে নিজের জাতভাইদের সঙ্গে পারতপক্ষে খুব একটা মেলামেশা করে না। আমার মা ভাবলেন যেহেতু বার্নিমামুর তিনি একমাত্র বোন, সেই কারণে তাঁর কিছু অধিকার আছে, আর নিছক সেই অধিকারের দাবীতেই একদিন আমায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর ভাইয়ের গ্রেট পোর্টল্যান্ড স্ট্রীটের বাড়িতে, সেখানে তাঁর ভাইকে ধরে বসলেন যাতে তিনি আমায় একটা চাকরী যোগাড় করে দেন। বোঝাই গেল যে মামু আমায় দেখে আদৌ খুশী হননি, কিন্তু মায়ের নাছোড়বান্দা ভাব দেখে শেষকালে তাঁরই একটা রেস্তোরাঁয় আমায় চাকরী করে দেবেন বলে কথা দিলেন। দিলেনও। আমিও কোমর বেঁধে কাজ করতে লেগে গেলাম। কিন্তু আবার সেই পুরনো স্বভাব গোল বাঁধল—মেয়েমানুষ। মামুর একটিই মেয়ে, নাম মুরিয়েল। বেশ শক্তসমর্থ জবরদস্ত চেহারার মেয়ে ছিল সে, দেখতে শুনতে ভালই বলতে হয়। একবার দেখলে যেকোন পুরুষ মানুষের মন চনমন করে ওঠে, এমনি তার চেহারা। নাক-চোখমুখ, হাঁটাচলা সেক্সি তো বটেই, সেইসঙ্গে তার স্তন দুটিও ছিল বেশ বড়সড়, নাকখানাও টিয়াপাখির ঠোঁটের মত পাতলা বাঁকানো। মুরিয়েলের শরীরের বৈশিষ্ট্য ছিল আর এক জায়গায়। তার সারা গায়ে ছিল ভীষণ কালো কালো ঘন চুল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত, এমনকি যেকোন বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম করুন, আমি বলব হ্যাঁ, মুরিয়েলের দেহের সেই জায়গাতেও ঘন কালো চুলের কমতি ছিল না।

মুরিয়েল ছিল আমার মামতো বোন, তার সঙ্গে কোন বেয়াদপি করা আমার পক্ষে অনুচিত ছিল জানি, কিন্তু সুযোগ যদি একবার আসে, তবে বোকারা ছাড়া আর কেউ কি তা প্রত্যাখ্যান করে? করতে যাবই বা কেন? অতএব সুযোগ মত মুরিয়েলকে একা পেয়ে একদিন আমি তার ওপর বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বার্নিমামু অবশ্য ব্যাপারটা যেভাবেই হোক জেনে ফেললেন এবং তাঁর রেস্তোরাঁয় আমার চাকরী জীবনের সেখানেই ইতি ঘটল।

কিন্তু আমার মানসিকতারও ততদিনে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। মনে মনে ভাবলাম আর একটু এগিয়েই দেখা যাক না। নিজেই তদ্বির করে স্যাভয় রেস্তোরাঁয় কাপ-ডিশ ধোয়া বয়ের একটা কাজ জুটিয়ে নিলাম। ক্যামডেন টাউনে একটা ঘরও পেয়ে গেলাম অনায়াসেই। আমি তখন সবে কুড়িতে পা দিয়েছি, দেখলাম জীবন কি সুন্দর, কি বিচিত্র।

কিছুদিন পর ইভি নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হল। ইভির মাথায় ছিল একরাশ কোঁকড়া সোনালী চুল, গায়ের রংও ছিল টকটকে। একটা ক্রিপ জয়েন্টে হোস্টেসের কাজ করত সে। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ইভি আমায় একটা ওয়েটারের কাজ পাইয়ে দিল। আমিও দেখলাম চারদিকে মেলাই বখশিস, শুধু তা আদায় করে নিতে জানতে হবে। ইভি আমায় মানুষের চরিত্র চালচলন, মেজাজ সম্পর্কে অনেক ট্রেনিং দিল, শেখাল কিভাবে একজন কঞ্জুষ মাতালের কাছ থেকে এক পাউণ্ড বখশিস আদায় করে নিতে হয়। তখন আমার রোজগার প্রতি সপ্তাহে আশী পাউন্ডে এসে ঠেকেছে। আমার পোশাকেও বেশ বড় রকম পরিবর্তন ঘটেছে। এখন আমি স্ট্রাইপ দেওয়া ইটালিয়ান স্যুট পরি, পায়ে ছুঁচোলো ইটালিয়ান জুতো। যেসব মেয়েদের নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই তারাও বিভিন্ন ধরনের রোজগারের পথে আছে। কেউ হেয়ারড্রেসার, কেউ শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট, এই রকম। নিজেকে এখন আমার রাজার

মত মনে হয়। প্রতি রোববার মার সঙ্গে দেখা করতে যাই, ফিরে আসার আগে একখানা পাঁচ পাউণ্ডের নোট গুঁজে দিই তাঁর হাতে। মা কিন্তু টাকাটা একদিনও নেন না, আমায় ফিরিয়ে দেন, তারপর কাছে বসিয়ে কিভাবে টাকা জমাতে হবে, কি রকম মেয়ে বিয়ে করা উচিত, কি রকম উদ্যোগী পুরুষ হওয়া উচিত, তাই নিয়ে একগাদা জ্ঞান দেন।

ক্লিপ জয়েণ্ট ছেড়ে এবার একটা বেশ বড়সড় রেস্তোরাঁয় বাসবয়ের চাকরীতে ঢুকলাম। মাইনে এখানে খুব বেশী নয় বটে, কিন্তু ভাল ভাল অনেক কিছু পাবার একটা পথ দেখলাম সেখানে আছে। আর ভাল ভাল জিনিস আমার চারপাশে এসে ভীড় করতেও বেশী দেরী হল না। নানাবয়সী সুন্দরী মেয়েদের হাটের ভেতর আমি ঘোরাফেরা করি, দামী ফারের পোশাক, হীরে জহরত আর দামী সেন্টের গন্ধে আমার চারদিক ম-ম করে ওঠে। আড়ে আড়ে আকর্ষণী নয়নবাণ হানে তারা আমার চোখের দিকে চেয়ে। আমার তখন মনে হয় এরই নাম স্বর্গ।

সেখান থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে ভিড়লাম। এটাও উচ্চশ্রেণীর রেস্তোরাঁ। এখানে এসেই আমি পেনীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। পেনী এই রেস্তোরাঁর মালিকের মেয়ে। দেখতে ছোটখাটো, পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার দেহের সবকিছুই ছিল সুন্দর, মাথায় ছিল একরাশ লাল চুল। আমার মনে হয় আমি পেনীর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। এখন আরও বুঝতে পারি যে যৌন অনুভূতি বলতে যা বোঝায়, পেনীর মধ্যে তা ছিল অনেক কম, কিন্তু তখন এই ব্যাপারটা আমার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পেনীই আমার জীবনে প্রথম মেয়ে যাকে চেয়েও আমি পাইনি।

আমি দেখতে কিরকম তা জানবার জন্য কৌতূহলী হচ্ছেন? বেশ, আমি আত্মগর্বে গর্বিত না হয়ে বলব টনি কার্টিস যদি আর একটু লম্বা হত, আর তার মুখের সঙ্গে মাইকেল কেইন আর ক্রিস ক্রিস্টোফারসেনের সাদৃশ্য থাকত, তবে সে হলাম আমি।

থাকগে, মোদ্দাকথা হল পেনী আর আমি দুজনেই তখন বিয়ে করবার জন্য রীতিমত ক্ষেপে উঠেছি। ওর বাবা যখন জানতে পারলেন যে পাত্র আমি ছাড়া আর কেউ নয়, তখন তিনি রেগে একেবারে যাকে বলে খেপচুরিয়াস হয়ে গেলেন। কিন্তু পেনী তাঁর একমাত্র বাপ ন্যাওটা কন্যা, ভুলিয়ে ভালিয়ে তাঁকে সে ঠিক কাৎ করে ফেলল, আর শুধু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই ভদ্রলোক আমার জন্য ডিলাক্স হেড ওয়েটার নামে একটা নতুন পদ তৈরী করলেন, এবং যথারীতি সেই পোস্টে আমার প্রোমোশন হল।

আমার জীবনের শুরু সেখানেই। একদিন ফন্টেন নামে এক ধনী ভদ্রমহিলাকে সেই রেস্তোরাঁয় দেখলাম।

ফন্টেন খালেদের নাম ততদিনে কারও জানতে বাকি নেই নিজের রূপ, শরীর, আর রূপো এ তিনটি জিনিসের বিনিময়ে যে কোন পুরুষকে ভুলিয়ে তাদের দেহকে উপভোগ করতে তার তখন জুড়ি মেলা ভার। আমার মনে হয় মেয়েদের ছেলে ভোলানো বিদ্যে শেখাতে তার তখন একটা ইস্কুল খোলার যোগ্যতা আর ক্ষমতা তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

ফন্টেনকে দেখতে খুব হট্ চেহারার অভিজাত ইংরেজ মহিলার মত। বয়স? তা প্রথম যেদিন দেখেছিলাম সেদিন মনে হয়েছিল পঁয়ত্রিশের বেশী নয়, তারপর থেকে মনে হয় তাঁর বয়স আর এক দিনের জন্যও না বেড়ে সেই পঁয়ত্রিশেই থেমে আছে। সত্যি কথা বলতে কি, এতদিন হয়ে গেল, তবু তাঁর আসল বয়স যে কত, তা আজো আমার অজানা। তার নাক, মুখ, চোখ থেকে শুরু করে গলা, বুক, কোমর, নিতম্ব সব যেন ছুরি দিয়ে কেটে কেটে যেখানে যেমন দরকার তেমন ভাবে বসানো ছিল। ফন্টেনের দেহের চামড়াও ছিল খুব পাতলা, আর হাড়গুলোও মাপমত সেট করা। অপূর্ব দেহসৌষ্ঠবের অধিকারিণী হবার ফলেই ফন্টেনকে যে কোন ফ্যাশী পোশাক পরলেই মানাত। তার মাথার চুলের রং ছিল সোনালী, লম্বা একঢাল সেই চুল খুব টেনে বেঁধে পিঠের ওপর ফেলে দিত সে।

স্বীকার করতে বাধা নেই, প্রথম দিন ওঁকে দেখেই আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। দু'চোখ ছানাবড়া করে তাঁর দিকে তাকিয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে আমার মনে হয়েছিল হ্যাঁ, নির্ভেজাল খাঁটি মেয়েমানুষের শরীর একেই বলে। ফণ্টেন এককালে ছিল বিজ্ঞাপন জগতের নামজাদা মডেল, সে সব পাট শিকেয় তুলে শেষকালে গাঁটছড়া বাঁধল বেঞ্জামিন আল-খালেদ নামে এক কোটিপতি বুড়ো আরবের সঙ্গে। এতদিন বাদে মাইরি বলছি, আমার এক এক সময়ে মনে হয় যে মেয়েমানুষের মন আর থার্মোমিটারের পারা, দুটোই এক বস্তু, কখন উঠবে, কখন নামবে, কিছুই আগে থেকে টের পাওয়া যায় না।

তা ফণ্টেনের খসম সেই বুড়ো আরবী শেখ তার এই বিলাইতি জরুকে হারেমের চার দেয়ালের ভেতর বন্দী করে বেগমসাহেবা বানাতে পারেনি বিজ্ঞাপনের মডেলিং ছেড়ে দিলে কি হবে, ব্যবসার খাতিরে বেঞ্জামিনকে প্রায়ই হিল্লী দিল্লী প্লেনে চেপে ঘুরে বেড়াতে হত, ফণ্টেনও বুড়ো বরের টাকে, দাড়িতে হাত বুলিয়ে দিব্যি তার সঙ্গে দুনিয়া দেখে বেড়াতে লাগল, আর সেই সুবাদে খবরের কাগজের পাতায় বেঞ্জামিনের সঙ্গে তার ছবিও আগের মতই ছাপা হতে লাগল। কাগজে ছাপা সেই সব ছবিতেই দেখেছি ফণ্টেনের আকাপুলকোয় বাড়ি আছে, স্পেনে আছে একখানা পুরনো দুর্গ, লণ্ডনে শহরতলীতে বাগানবাড়ি আর নিউ ইয়র্কে একখানা বাংলো।

আমি বরাবরই মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ি। আমার যা কাজ তাতে কে কি জন্য বিখ্যাত তা জেনে রাখা ভাল। আগে কাগজে ছবি দেখেছি বলেই ফণ্টেনকে দেখামাত্র আমি চিনতে পারলাম। তার সঙ্গে তিনজন ব্যাটাছেলে আর দু'জন মেয়েমানুষ ছিল। জামা-কাপড়ে সবাই কেতাদুরস্ত হলেও আমার মনে হয়েছিল এরা ঠিক ফণ্টেনের সমগোত্রীয় নয়। আমি নিজে এগিয়ে গিয়ে তাদের সবাইকে একটা ভাল টেবিলে বসালাম, ফণ্টেনকে মিসেস খালেদ বলে উল্লেখও করলাম, কিন্তু সে একবারের জন্যও আমায় পাত্তা দিল না, আরো লক্ষ্য করলাম তার কর্তা বেঞ্জামিন আল-খালেদ সেদিন তার সঙ্গে নেই।

বিনা প্রয়োজনেই তাদের টেবিলের কাছে ঘোরাঘুরি করে এটা সেটা করার ছলে আড়ি পাতলাম, উদ্দেশ্য , কি বিষয়ে কথা বলে এরা তাই শোনা। "সেণ্ট মরিজ দিন দিন একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, কি বোর, কি বোর," "অ্যাই, তুমি শুনেছো, জ্যামি তিব্বতে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙ্গেছে?" কিংবা "এ বছর সেণ্ট লরেণ্টের ওপর ভরসা করা যাবে?" এই রকম টুকরোটুকরো কিছু কথা আমার কানে এল, যার একটি শব্দও আমার মাথায় ঢুকল না।

খেয়েদেয়ে ওরা টেবিল ছেড়ে চলে গেল, যে ব্যাটা বিল মেটাল সে একটা পেনি টিপ পর্যন্ত দিল না।

দিন দুই বাদে একদিন রাতের বেলা ফণ্টেন আবার সেই রেস্তোরাঁয় এল। এবার তার বর সেই বুড়ো আরব শেখ তার সঙ্গে তো ছিলই, তাছাড়াও ছিল একজন বুড়োটে চেহারার লোক। এদিন ফণ্টেন আমায় দেখে মুচকি হাসল, আমিও বর্তে গেলাম। তারপর থেকে বেঞ্জামিন আল-খালেদকে নিয়ে ফণ্টেন আরো বেশ ক'বার এল।

এদিকে মুশকিল হল পেনীকে নিয়ে। হাজার হোক, ওর বাবা আমায় প্রোমোশন দিয়ে হেড ওয়েটার বানিয়েছে, আর সেই সুবাদে খদ্দেরদের একটা বড় গ্রুপ আমায় চেনে। খদ্দেররা আমায় পছন্দ করে, আমি তাদের অনেকের নাম মনে রাখি, ভাল তাজা হাতেগরম খাবার সার্ভ করি, একটু আধটু ইয়ার্কি ফাজলামিও মারি তাদের সঙ্গে। দোকানের সুনাম যেটুকু বেড়েছে, তার পেছনে আমার হাতযশ কম আছে বলে মনে করি না। দেখেছি আমি কাছে না থাকলে খদ্দেররা অনেকে রেগে যায়। আমি যে আসুন মিঃ বা মিসেস অমুক বলে তাদের ডাকি, এতে তারা আপ্যায়িত বোধ করে।

পেনীর বাবা বুজতে পারলেন যে আমি তাঁর কারবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছি। আর আমি বুঝলাম যে পেনীর মত মেয়েকে দিয়ে আমার চলবে না। ওকে পাত্তা দিচ্ছি না এটা বুঝতে পেরে পেনী দিন দিন হিংসুটে হয়ে উঠতে লাগল। আমার মন ভোলানোর জন্য সাজগোজেও চটক আনতে লাগল। কিন্তু আনলে কি হবে, ওকে দিয়ে আমি কোনরকম সুখ পাই না, আসলে মেয়েটার সেক্স একদম ছিল না। গতিক সুবিধের নয় বুঝে আমি এডগোয়ারে রোডে একটা এক কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া করে সটকে পড়লাম, কিন্তু হারামজাদী সেখানেও আমার পিছু ধাওয়া করল। একদিন জুয়ার টেবিলে ঘুঁটি এগিয়ে দেয় এমন একটা লালচলো মেয়েকে আমার নতুন ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে সবে শুয়েছি, এমন সময় পেনী গোয়েন্দা কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে সেখানে গিয়ে হাজির! কি বিশ্রী অবস্থা ভাবুন ত! লালচুলো মেয়েটা ত তাকে দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে গেল, আর নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে পেনী জামাকাপড় খুলে বিছানায় ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়ল। মেয়েটার বদলে আমি তাকে দিয়েই আমার শরীরের সাধ মেটাই, এটাই তার বক্তব্য। কিন্তু পেনীর ওপর সত্যি কথা বলতে কি, তখন আর আমার এক ফোঁটা টান ছিল না, কাজেই ওর প্রস্তাবে আমি রাজী নই একথাটা বুঝিয়ে দিয়ে আমি মানে মানে তাকে বিদেয় করলাম।

এই ঘটনার পর, বলাই বাহুল্য পেনীর বাবার রেস্তোরাঁ থেকে আমার অন্ন উঠল। কিন্তু তার আগেই একদিন ফণ্টেনের কৃপাদৃষ্টি পড়ল আমার ওপর। চাকরী ছাড়ার জন্য আমি তখন ক্ষেপে উঠেছি। ওয়েটার হিসেবে তখন আমার দারুণ সুনাম, কিন্তু ঠিক গোলামী করতে তখন আমার মন আর একদম চাইছে না। এদিকে নিজে কিছু কারবার করতে গেলে পুঁজির প্রশ্ন আছে, সেইসঙ্গে দু'বেলা দু'টুকরো রুটি জোগাড়ের মত সংস্থান, যে দু'টোর একটাও আমার তখন ছিল না।

আমার যখন ঐরকম মনের হাল, সেইসময় একদিন রাতে ফণ্টেন রেস্তোরাঁয় এল। সামনাসামনি পড়তে সোজা চোখ তুলে তাকাল সে আমার দিকে। নীল সাগরের মত অতলস্পর্শী সেই দু'চোখ আমার ঘন কালো দু'চোখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল (অনেক পাগলীর মুখেই শুনেছি যে আমার ঘন কালো দু'চোখ নাকি বড্ড মুড়ি, সেদিকে একবার তাকালে যেকোন মেয়ে নাকি পাগলা হয়ে যায়), ব্যস, সেই একই ফর্মূলা এখানেও দিব্যি কাজ করল। ফণ্টেন আর আমি দু'জনেরই দিব্যি মালুম হল যে আমাদের দু'জনেরই দু'জনকে দেবার মত কিছু আছে।

"টনি," পাউডার রুম থেকে বেরিয়ে ফণ্টেন কাটা কাটা ইংরেজী উচ্চারণে আমায় বলল, "এখানে থেকে তুমি খামোকা নিজের সময় আর ফিউচার নষ্ট কোরছো—এক কাজ কর, আগামীকাল দুপুর তিনটে নাগাদ আমার বাড়িতে একবার এসো। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে, মনে হচ্ছে তুমি আমায় সাহায্য করতে পারবে।" বলে ব্যাগ থেকে নাম ঠিকানা লেখা একখানা কার্ড সে আমার হাতে দিল। আমি হ্যাঁ না কিছু না বলে বোবার মত শুধু ঘাড় নাড়লাম। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে আমি নিজে কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।

পরদিন নিজের ফ্ল্যাটের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি অন্ততঃ দশবার পোশাক পাল্টালাম। ফণ্টেন আমার কাছে এখন দিলকা রাণী, সে আমায় ডেকেছে, ভাল করে সাজগোজ না করে যাই কি করে। কিন্তু যে পোশাকই পরিনা কেন ঠিক মন ভরে না। শেষকালে অনেক ভেবেচিন্তে একটা লাইলাক রংয়ের নীল হালকা শার্ট পরলাম, তার ওপর চাপালাম কালো রেশমী স্যুট। দেখা করার সময় ছিল তিনটে। তা থাক, আমি আধঘণ্টা আগে বেলা আড়াইটের সময় গিয়ে তার বাড়িতে হাজির হলাম। ফণ্টেনের বাড়িটা বেলগ্রাভিয়ায়। আগে এটা কোন দেশের এমব্যাসী ছিল যেন। ভেতরে আবার সুইমিং পুলও আছে দেখলাম।

কলিংবেল টেপার পর বাটলার এসে আমায় বসার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের চারদেয়ালে উলঙ্গ স্ত্রী-পুরুষের অসংখ্য ছবি। ঘুরে ঘুরে সেগুলো দেখছি, এমন সময় ফন্টেন ঘরে ঢুকল। "টনি, আর্টে তোমার ইন্টারেস্ট আছে?" ফন্টেন প্রশ্ন করল। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখলাম তার পরণে একটা রেশমী আলখাল্লা, মাথার চুল খোলা।

আমি একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। তবু মনে মনে ফন্টেনের রূপ আর রুচির তারিফ না করে পারিনি। অভিজাত সমাজে পা দেবার সুযোগ পেয়ে গর্ববোধও হচ্ছিল।

"চল, স্টাডিতে যাওয়া যাক," ফন্টেন বলল, "তুমি কি ড্রিংকস নেবে বল।"

চোখ কান বুঁজে বলে দিলাম শেরী। মনে হল শেরী ছাড়া ওখানে আর কিছু চাওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হবে না।

"তোমায় দেখে ত শেরীখোর বলে মনে হয়না বাপু," বলে ফন্টেন তার সেই ঠাণ্ডা নীল দু'চোখ মেলে তাকাল আমার দিকে। আমি যেন কেমন মোহাবিষ্ট হয়ে গেলাম। ফন্টেনের চাউনী আমার শিরায় শিরায় রক্তের ঘোড়দৌড় শুরু করিয়ে দিল, আঁটো ট্রাউজার্স পরে থাকা সত্ত্বেও আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। ফন্টেন আমার চোখে চোখ রেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে আমি তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম, ফন্টেন কোনরকম বাধা ত দিলই না, বরং দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমার মুখ তার মুখের কাছে নিয়ে এল। ফন্টেন বেশ লম্বা, রেশমের পাতলা আলখাল্লার ওপর হাত বোলাতে বোলাতে তার দেহের হাড়গুলোও আমার হাতে ঠেকল। তার শরীর একেবারে ধনুকের ছিলার মত টানটান, কোথাও একছিটে চর্বি নেই।

ততক্ষণে ফন্টেন তার জিভ আমার ঠোঁটের ভেতর পুরে দিয়েছে। বুনো জানোয়ারের মত আমার জিভ আর ঠোঁটে আলতো কামড় বসিয়ে আমায় চাগিয়ে তুলতে চাইছে। আমার মুখের ওপর তার নিঃশ্বাসের গরম হলকা এসে পড়ছে। আমিও ঐখানে দাঁড়িয়েই নিজের কেরামতি তাকে কিছুটা দেখিয়ে দিলাম, মনে হয় খুশিই হল, কারণ কিছুক্ষণ পর আমায় ছেড়ে দিয়ে বলল "চল ওপরে যাই, বেঞ্জামিন বাইরে গেছে, কেউ দেখতে পাবে না।"

বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে ফন্টেনের পেছন পেছন লিফটে গিয়ে উঠলাম। বোতাম টিপতেই লিফট ওপরে উঠতে শুরু করল। ফন্টেন আমার গায়ে নিজের গা সেঁটে মুখোমুখি দাঁড়াল, তারপর আমি কিছু বলার বা বোঝার আগেই একটানে আমার প্যাণ্টের জিপ খুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে লম্বা লম্বা আঙ্গুল দিয়ে ওটা কচলাতে শুরু করল। বাপরে! সেকি নিদারুণ অভিজ্ঞতা! আমার সারা গা চনমন করে উঠল, রক্তের স্রোত টগবগ করে লাফাতে লাফাতে একবার মাথা, একবার পা আসাযাওয়া শুরু করল, দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে মনে হল আমি আর নিজেকে চেপে রাখতে পারব না, এক্ষুণি কিছু হয়ে যাবে।

হঠাৎ লিফটটা থেমে গেল। আমি তার পাতলা ছিপছিপে দেহের দিকে তাকালাম। তার স্তনদুটি ছোট, ফ্যাকাশে রংয়ের বোঁটাদুটি আকারে কিছুটা বড়। "আমরা এসে গেছি?" আমি বোকার মত প্রশ্ন করে বসলাম।

"আসি নাই, কিন্তু এইবার আসিব," বলে এক হ্যাঁচকা টান মেরে ফন্টেন আমার পরনের ট্রাউজার্স খুলে ফেলল। তার গতিক দেখে আমি তখন পুরো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি। বাপরে বাপ! একি মেয়েরে বাবা! এতদিনে কত পাগলীকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম, কত পাগলী আমার কাছ থেকে দেহতত্ত্বের ট্রেনিং পেয়ে তৈরী হয়ে গেল, কিন্তু এমন মেয়ে জীবনে এই প্রথম। এতো দেখছি আমারও গুরুদেব, খুড়ি, গুরুমা।

"টনি, তুমি ঠিক তেমনটি যেমনটি আমি চাই," ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে ফন্টেন বলল, "বোসো, আমি তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি লিফটের ভেতর কিভাবে করতে হয়।" বলেই

দু'কাঁধের ওপর চাপ দিয়ে সে আমায় বসিয়ে দিল লিফটের মেঝের ওপর। তারপর আমায় আর কিছুই করতে হল না, যা কিছু করার ফণ্টেন একাই সব করল, আমি সাক্ষীগোপালের মত শুধু দেখে গেলাম আর তার ইচ্ছে অনুযায়ী আমার শরীরকে চালনা করতে লাগলাম। ফণ্টেন আমার সামনে মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে পড়ল, তারপর দু'হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরল, তার আঙ্গুলের ছুঁচোলো নখগুলো আমার পিঠে বসে গেল। তেমনি দু'পা দিয়ে সে আমার কোমর বেড়িয়ে ধরল, তার সেই সাদা ধপধপে পাদুটোর দিকে আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। এসব ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতায় যা দেখেছি, ফণ্টেন সেই অনুযায়ী চিৎকার করে উঠল না। একবার গোঙানিও পর্যন্ত। শুধু আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, "চুপ করে বসে আছো কেন, হাঁদারাম কোথাকার? আমায় মনের সাধে সুখ দাও, বুঝেছো বেজন্মা কাঁহিকা? ওটাকে শক্ত করে চেপে বসে থাকো।"

এসব ব্যাপারে কোনটার পর কি করতে হয়, তা আমায় বলে দিতে হয়না। আমি, যখন যেটা যেটুকু করা দরকার, ঠিক চালিয়ে যেতে লাগলাম।

কাজকর্ম শেষ করে ফণ্টেন আবার শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে উঠে আলখাল্লাটা গায়ে চাপাল সে অবলীলাক্রমে। আমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শার্ট প্যান্ট জ্যাকেট জুতো মোজা সব এক এক করে গায়ে চাপিয়ে ফিটফাট হলাম। লিফটের আয়নায় চুলটা ঠিক করে নিলাম। ফণ্টেন এরপর বোতাম টিপতেই লিফটটা আবার আমাদের দু'জনকে নিয়ে স্টাডিতে ফিরে এল।

ফিরে এলাম বটে, কিন্তু আমার শরীরে তখন আর একফোঁটা এনার্জি নেই, সব ঐ রাক্ষুসী এতক্ষণ লিফটের ভেতর শুষে খেয়েছে। আমি শালা একদম ধসে গেছি—মনে মনে একথা ভাবতে ভাবতে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লাম। ফণ্টেন আমার দশা দেখে একবার ফিক করে হাসল, তারপর হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর রাখা ঘণ্টাটা বাজাল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বাটলার ঘরে ঢুকল।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ফণ্টেন যে ভাবে কথা বলতে লাগল তা দেখে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এই মুহূর্তে ওকে দেখে কে বলবে যে আধঘণ্টা আগেও লিফটের ভেতর ও আমার সঙ্গে প্রচণ্ড হুটোপাটি করেছে। ফণ্টেনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরিশ্রমের কোন চিহ্নই নেই।

"শোন টনি, তোমায় যেজন্য ডেকে পাঠিয়েছি," আমার উল্টোদিকে একটা বড় ডিভানে গা এলিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে রাণীর মত ব্যক্তিত্ব নিয়ে ফণ্টেন বলে উঠল, "কাজের কথা হল যে আমি একটা ডিসকোথেক খুলতে চাই যা আর পাঁচটার চাইতে আলাদা—একটু নতুন ধাঁচের হবে, বুঝলে? সেখানে সবাই গিয়ে মজা করতে পারবে—বেশ ক্যাপামির জায়গা হবে, যা আগে কখনও হয়নি।"

"বুঝতে পেরেছি," লিফটের ভেতর যুদ্ধের পর এই প্রথম আমার মুখে কথা ফুটল। বুঝতে পারছি এই আমার কিছু বানিয়ে নেবার মওকা।

"ঐ রকম কিছু যদি চালু করা যায় তবে তুমি নিশ্চয়ই তা চালাতে পারবে, কি বল?" ফণ্টেন বলল, "একটা জিনিস তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো টনি যে আমি যেটা করতে চাইছি সেটা এখানে আগে কেউ করেনি। বস্তাপচা ডিসকোগুলোতে এখন যা হয় সেগুলো নিতান্ত বাজে, হাজারবার দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। প্যারিসে বা রোমের ডিসকোগুলোতে উঠতি ছেলে ছোকরারা যা যা করে, আমি ঠিক তেমন কিছু করতে চাইছি, বুঝলে? যেখানে ঢুকলে একেবারে পাগল হয়ে যেতে হয়।"

ফন্টেনের কথা শুনে আমার আক্কেল গুরুম হবার যোগাড়। এত কাণ্ডের পরেও উঠতি বয়সের ছেলে ছোকরাদের ওপর থেকে ওর লোভ গেল না। ঐ রকম কিছু চালু করলে সেখানে যেসব ছেলে ছোকরা আসবে, তাদের সবকটাকে ও একে একে আমার মতই চিবিয়ে খাবে নাকি? এই মতলব? কিন্তু মনে যাই থাকুক না কেন, মুখে ফন্টেনের কথায় সায় না দিয়ে তখন আমার অন্য কোন উপায় ছিল না। যে ভাবে হোক পেনীর বাপের রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমি তখন বদ্ধপরিকর। কে জানে এটা হয়ত তারই সুযোগ।

"তুমি জায়গা খুঁজে বের কর টনি," ফন্টেন বলল, "টাকার জন্য ভেবো না, যা লাগে সব আমার স্বামী দিয়ে দেবেন। আমরা তোমাকে প্রতি সপ্তাহে পঞ্চাশ পাউণ্ড দেব, তাছাড়া যা লাভ হবে, তার শতকরা পাঁচ ভাগ তুমি পাবে। গোটা ব্যাপারটা কিন্তু তোমাকেই চালাতে হবে। এখন বল, আমার প্রস্তাবে তুমি রাজী কিনা?"

রাজী মানে? এ যে হাতে চাঁদ পাবার চাইতেও বেশী। ঠিক এমন কিছুই আমি চাইছিলাম। ফন্টেনকে বললাম যে তার প্রস্তাবে আমি রাজী।

ফন্টেন ডিভান ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'আচ্ছা টনি," ফন্টেন ঠাণ্ডাগলায় বলল, "তুমি এসেছো বলে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। জায়গার খোঁজখবর করতে শুরু কর, আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো," বলে দরজার দিকে পা বাড়িয়েও হঠাৎ সে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল, "ওঃ টনি, লিফটের ভেতর তুমি যা করেছো, তার জবাব নেই, শীগগিরই আমরা ঐ রকম কিছু আবার করব," তারপর সেই একই ঠাণ্ডাগলায় বলে উঠল, "তাহলে আজ তুমি এসো, কেমন? বাটলার তোমায় এগিয়ে দেবে।"

ঠাণ্ডামাথায় ঠাণ্ডাগলায় কেউ যে এমন বলতে পারে আমার তা ধারণার বাইরে ছিল, অন্তত, কোন মহিলার পক্ষে তা সম্ভব নয় বলেই জানতাম।

যাকগে। সবকিছু ভুলে গিয়ে আমি জায়গার খোঁজ করতে শুরু করলাম। অল্প কিছুদিনের মধ্যে একটা পেয়েও গেলাম। জায়গাটা একটা বড় বাড়ির ছাদের ওপর যেখান থেকে লণ্ডনের চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে। ফন্টেনকে খবর দিতে একটা রূপোলী রংয়ের রোলস রয়েস চেপে সে চলে এল। জায়গাটা তারও পছন্দ হয়েছে দেখলাম। যাক, আমার মাথা থেকে প্রাথমিক দায়িত্বের ভার নামল, এবার কাজ শুরু করে দিলেই হয়।

জায়গাটা অ্যাডভান্স বুক করে আমরা দু'জন ফোর্টনাস রেস্তোরাঁয় বসে চা খেলাম. ফন্টেনের গায়ে আজ রূপোলী মিংকের কোট, মাথায় মিংকের টুপি। যে যাচ্ছে সেই ঘুরে একবার করে তার দিকে তাকিয়ে যাচ্ছে। রেস্তোরাঁয় বসেই ফন্টেন তার ঠাণ্ডা দু'চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল। এ তাকানোর অর্থ আমি জানি। ফন্টেন বলল, "এখন বাড়িতে উনি, ওখানে কিছু করা যাবে না। তবে ভয় নেই, আমার আরেকটা ভাল জায়গা আছে, চল সেখানে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।"

শোফারকে ছুটি দিয়ে দিল ফন্টেন, তারপর একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে আমায় নিয়ে গেল চেলসীতে একটা ছোট একঘরের অ্যাপার্টমেণ্টে। চোখ মেলে তাকিয়ে ঘরের চারদিকে ছড়ানো সাদা ফার, রাগ, দামী আয়না এবং আরো বহুবিধ বিলাসোপকরণ দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। দেয়ালে উলঙ্গ স্ত্রী-পুরুষের ছোটবড় বহু ছবি ফ্রেমে সাঁটা, একবার তাকালে আপনা থেকেই সারা-শরীর গরম হয়ে ওঠে। খাটের পাশে ছোট একখানা বুককেস, তাতে রাজ্যের অশ্লীল বই রাখা আছে!

"শরীর নিয়ে খেলতে হলে আমি এখানে চলে আসি," ফন্টেন মুচকি হেসে বলল, "এই আমার বেশ্যাপট্টি।" আমি শুনে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। আমার চোখের সামনেই সে চটপট তার দামাকাপড় খুলে একদম উদোম গায়ে বিছানার ওপর ফ্লাট হয়ে পড়ল।

ফন্টেনকে যত দেখছি ততই আমার দু'চোখ কপালে উঠছে। ঢোক গিলে, ইতস্তত করে আমিও জামাকাপড় খুলে ফেলে তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু আজ ফন্টেনের রূপ আলাদা। আমি দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে যতই তাকে চাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছি, সে ততই দুষ্টু হাসি হেসে একদম মড়ার মত কাঠ হয়ে থাকছে। বুঝতে পারলাম নির্ঘাৎ ওর মাথায় আজ দুষ্টুবুদ্ধি চেপেছে। নিজে চুপচাপ থেকে খেলিয়ে দেখতে চায় আমার দৌড় কত। দাঁড়াও, তোমার গুমোর ভাঙ্গছি, মনে মনে বলে আমিও নতুন উদ্যমে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম কিন্তু এ খেলায় একজনের তাগিদে কিছু হয়না। অল্পক্ষণ পরেই সব এনার্জি খুইয়ে আমি ধূপ করে তার পাশে এলিয়ে পড়লাম। সেই একই ঠাণ্ডাগলায় এবার ফন্টেন বলে উঠল, "টনি, ভাল প্রেমিক কিভাবে হতে হয় তা শিখতে তোমার আপত্তি নেই ত?"

বাঁ হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে আমি তার দিকে তাকালাম। ফন্টেন ঠাট্টা করছে নাকি? কিন্তু আমার দিক থেকে সত্যি বলছি সেদিন কোন ত্রুটি ছিলনা।

আজ পেছনের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, সত্যিই ফন্টেন হাতে ধরে আমায় অনেককিছু শিখিয়েছিল। বেইরুট, ট্যাঞ্জিয়ার, দক্ষিণ আমেরিকা, এসব জায়গায় স্ত্রী-পুরুষের দেহমিলনের সময় নিজেদের চাগিয়ে তুলতে যেসব ছোটখাটো কায়দাকানুন চালু আছে, ফন্টেন তার কোনটিই আমায় শেখাতে বাকি রাখেনি। এই পড়া পড়ানোর কাজে ফন্টেনের মত ভাল দিনিমণি আর হয় না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব শেখাত, তারপর কতটুকু শিখেছি হাতে কলমে তার পরীক্ষা নিত। ফন্টেনের ইস্কুলে আমি যা শিখতাম, তার হোমওয়ার্ক চালাতাম লানা নামে একটা মেয়ের ওপর, অবশ্য ফন্টেন দিদিমণিকে তার কথা একবারও বলিনি। ফন্টেনের কাছে শেখা বিদ্যে লানার ওপর চালিয়ে আমার ভালই হল, কারণ সে ছিল ফন্টেনের চাইতেও এক কাঠি ওপরে। তার ওপরে হোমওয়ার্ক প্র্যাকটিশ করতাম, আর সেই ফাঁকে লানা নিজের কিছু বাড়তি কায়দা আমায় শেখাত। দুটো ট্রেনিং একসঙ্গে মিলিয়ে যেটা দাঁড়াত, সেটা এরপর আবার চালাতাম ফন্টেনের ওপর। এই ভাবে কিছুদিন চালানোর পর দেখলাম ফন্টেন তার ছাত্রের উন্নতি আব ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশ আশান্বিত হয়ে উঠেছে। আসলে ফন্টেন সবদিক থেকে সেরা হলে কি হবে, তার বুক আর নিতম্বের ডিপার্টমেণ্ট দুটো ছিল কিছুটা দুর্বল, সেদিক থেকে বাড়িতে যার কাছে পড়তাম, যার ওপর হোমটাস্ক করতাম, সে একেবারে টসটসে।

এই ভাবেই ঘরে বাইরে রসের জোয়ারে আনন্দে সাঁতার কাটতে কাটতে আমার দিন চলতে লাগল! রেস্তোরাঁর চাকরীর ওপর থুতু ফেলে আমি নতুন কাজে মন দিলাম। ডিসকোটা তৈরি হল, বিস্তর সাজগোজের পর ফন্টেন তার নাম দিল 'হোবো', অর্থাৎ ভবঘুরে। ফন্টেনের কর্তা বলেছিল এর নাম দেওয়া হোক 'ফন্টেনস,' কিন্তু বিশ্রী শোনাবে এই অজুহাতে ফন্টেন তার প্রস্তাব নাকচ করে দিল। আমি বলব ফন্টেন ঠিকই করেছিল।

তারপর একদিন শুভদিন দেখে হোবোর উদ্বোধন হল। বিরাট পার্টি দেয়া হল, প্রচুর পাবলিসিটি করা হল, লোকও হল এস্তার। এখানে যার যা ইচ্ছে, তাই করতে পারে, নিয়মের কোন বাধা নিষেধ নেই। রক গ্রুপ থেকে শুরু করে ফিল্মস্টার, মধ্যবিত্ত মেয়ে থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না মহিলাঃহোবো ওদের সবাইকে এক সাগরসঙ্গমে এনে মিলিয়েছে। আর যেহেতু আমি তার ম্যানেজার, তাই কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি, এই টনি ব্রেক, যাকে কেউ চিনত না, পুঁছত না, সোজা কথায় এই হরিদাস পাল এক বিরাট নামীদামী লোক হয়ে দাঁড়াল যাকে ফিল্মমাস্টাররা সবাই ভালবাসে, যে তাদের সবার বন্ধু।

আমি কি হনু রে—এ—এ!

দুই

ফণ্টেন

দিনে রাতে যে যে কাজ করে আমি সুখ পাই তার মধ্যে একটি হল সকালে দেরী করে ঘুম থেকে ওঠা, এবং ঘুম থেকে ওঠার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে ব্রেকফাস্ট খাওয়া। বিছানার সঙ্গে আমার দিনযাপন অচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো এবং বিছানায় একবার গতরখানা ফেলতে পারলেই আমি রাণী হয়ে যাই এটা বোধহয় এতদিনে কাকপক্ষীরও জানতে বাকি নেই। সত্যি, বিছানা আমার অতি প্রিয় জায়গা, বলতে গেলে তা আমার কাছে এক পবিত্র তীর্থস্থান। সারা রাত আরবী খোয়াব দেখে আমার বুড়ো বর বেঞ্জামিনের ঘুম ভাঙ্গে সকাল সাতটায়। ঐ রকম একটা বিশ্রী সময়ে যে কোন ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙ্গতে পারে, বেঞ্জামিনকে নিকা করার আগে আমার তা জানা ছিল না। আমি পাশ ফিরে চোখ বুঁজে মটকা মেরে পড়ে থাকি। ঘুম ভেঙ্গে উঠেই বুড়ো প্রথমে বেশ কয়েকবার খক্‌খক্ করে কাশে, জোরে শব্দ করে ঢেঁকুর তোলে, তারপর দুম দাম আওয়াজ করে অ্যাটমবোমা ফাটাতে শুরু করে। রাতে ভরপেট খাওয়া সহ্য হয় না বোম্বাই যার, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেটের নাড়ীভুঁড়িও ত বুড়ো হয়, আর তার প্রত্যক্ষ ফল ওর এই প্রভাতী বাতকর্ম ত্যাগ বা পেট থেকে হাওয়া বের করার খেলা, যাই বলুন না কেন! তবে বেঞ্জামিন শুধু একা নয়, আরবী শেখগুলোর প্রত্যেকটাই এরকম নোংরা হতচ্ছাড়া বিশেষ, স্থান কাল পাত্র সব ভুলে যখন তখন পেটের বোমা ফাটিয়ে ওরা শান্তিভঙ্গ করতে ওস্তাদ।

ওর এই সকালবেলার বাতকর্মত্যাগের সময় আমি দাঁতমুখ টিপে অতিকষ্টে হাসি চেপে রাখি। 'বেঞ্জামিন আল-খালেদের প্রভাতী বোমাবর্ষণ' এই হেডিং দিয়ে সোসাইটির বড় বড় লোকেদের কেচ্ছা কেলেঙ্কারী যেসব ম্যাগাজিনে ছাপা হয়, তারই একটাতে বেঞ্জামিনের আণ্ডারপ্যান্ট পরা ছবিসমেত এমন রসের খবরটা বেনামে ছাপিয়ে দেবার এক দারুণ ইচ্ছে একেকসময় আমায় পেয়ে বসে। ওর আর সব বদভ্যেস যেমন তেমন, কিন্তু হাসি পেলেও ওর এই নোংরামিটা আমি একদম বরদাস্ত করতে পারিনা। দু'য়েকদিন দেখার পরেই আমি রেগেমেগে বলেছিলাম, "আই, আমি আর একদিনও তোমার সঙ্গে এক বিছানায় শোব না, সকালে উঠে তুমি রোজ যা তা কাণ্ড কর। আমার অন্য ঘরে শোবার বন্দোবস্ত করে দাও।" কিন্তু বেঞ্জামিন ভীষণ টেটিয়া, অন্য ঘরে আমার শোবার আলাদা বন্দোবস্ত করতে ও একদম রাজী নয়, ওকে জবাই করলেও তা করবে না। রাতেরবেলা আমার পাশে ওর শোয়া চাই-ই চাই! অগত্যা কি আর করি। রোজ সকালে ওর এই অত্যাচার মুখ বুঁজে আমায় সহ্য করতেই হচ্ছে। হাজার হোক, আমার খসমের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আছে, আর সে টাকার পরিমাণ যে কত কোটিতে এসে ঠেকেছে, তা আমি নিজেই এখনও পর্যন্ত সঠিক জানি না। ওর বয়স একষট্টি হলে কি হবে, রাতের বেলা যখন হামলে পড়ে, তখন জোয়ান ষাঁড়ের মতই মনে হয়। রসকষ এখনও মজেনি, শরীরের রক্তও ছেলে-ছোকরাদের মতই চনমন করে ফোটে তখন।

আহা বিছানা, আমার সাধের শয্যা রে'! ভুবন ঘুরিয়া দেখিনু বিছানা,তোর নাই কোন তুলনা! তুই যদি হোস আমার পৃথিবী, আমি সেথা তোর প্রিয় রে! বিছানাকে ভালবেসে তাকে নিয়ে কেমন একখানা পদ্য লিখে ফেললাম। পারবে লিখতে আর কেউ? হিম্মতে কুলোবে না। আমার মত মুরোদ থাকা চাই। আমার মতে আদম আর ইভকে গড়বার পরেই পরিপাটি করে বিছানা তৈরী করার প্লান ঈশ্বর নামক ভদ্রলোকের মাথায় এসেছিল। বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে শুয়ে আমি সাপ, ব্যাং, হাতী, ঘোড়া কত কি যে ভাবি তার ইয়ত্তা নেই। কত সুখস্বপ্ন দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভোর হয়ে থাকি। চিন্তা করা আর স্বপ্ন দেখা, এদুটোর জন্য

কোন ট্যাক্স আমায় দিতে হয় না, এটা আমার এক দারুণ সুবিধা। ঘরসংসারের কুটোগাছটি না নেড়ে আমি শুধু বিছানায় শুয়ে থাকি। এইভাবে বেলা বাড়তে থাকে, তারপর এগারোটা নাগাদ আমার ঝি এসে আমায় ডেকে তোলে। আমি এমনভাবে চোখ মেলে তার দিকে তাকাই যেন তক্ষুণি আমার ঘুম ভাঙ্গল। ও আমার ব্রেকফাস্ট এনে খাটের পাশে রাখা ছোট টেবিলটায় রাখে, খবরের কাগজখানা আমার হাতে ধরিয়ে দেয়। ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে খবরের কাগজের আগাপাস্তলা একবার চোখ বুলোই। এরই মধ্যে ঝি বাথরুমে আমার স্নানের বন্দোবস্ত করে ফেলে। ওকে ডেকে আমার পছন্দমত জামাকাপড় ওয়ার্ডরোব থেকে বের করার হুকুম দিই। হুমদো বেঞ্জামিন বুড়ো অবশ্য তার অনেক আগেই ব্রেকফাস্ট সেরে তার ব্যবসার কাজকর্ম দেখতে বেরিয়ে যায়। এখন আমি পুরোদস্তুর রাণী, বেঞ্জামিনের সাম্রাজ্যের বেগমসাহেবা, যখন যা চাইব বেঞ্জামিন আমায় ঠিক যোগাড় করে দেবে। দেবেনা শুধু একটি জিনিস, তার নাম নগদ টাকা, একরাশ টাকা।

আমাদের নিকা হয়েছে তা বছর পাঁচেক ত বটেই, অবশ্য তার আগেও আমরা দু'জনেই বিবাহিত ছিলাম। বেঞ্জামিনের আগের যে বউটা ছিল, সেটার কথা আর খুলে বলব না, এককথায় কুন্তী ছাড়া আর কোন ভাল শব্দ ওর সম্পর্কে আমার মুখে আসে না। সাদামাটা একতাল কাদার মত থপথপে দেখতে ছিল সে মাগী, মুখখানা সব সময় হাঁড়িপানা হয়েই থাকে। দুটো বাচ্চাও বিইয়েছিল, এখন দুটোই বেজায় ধেড়ে হয়ে গেছে—মদ্দটার নাম বেন জুনিয়ার, মাদীটার নাম অ্যালেকজান্ড্রা। আমার আগের পক্ষের স্বামী পল শুনেছি ক্যালিফোর্ণিয়াতেই কোথাও আছে, বেঞ্জামিনের গুনে গুনে দেয়া এককোটি টাকার ওপর গ্যাট হয়ে বসে সে এখন সমুদ্রের ধারে রোদ পোহায়। ঐ টাকা হাতে পেয়ে তবে পল আমায় ডিভোর্স করতে রাজী হয়েছিল। আমাদের মধ্যে বনিবনার অভাব ঘটেনি, বেঞ্জামিন আমায় দেখে আহারনিদ্রা সব ভুলে গিয়ে যখন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন পল বা আমি কেউই ডিভোর্সে রাজী হইনি। আসলে বেঞ্জামিনের অঢেল টাকা সম্পর্কে আমারও তখন কোন ধারণা ছিল না, তাছাড়া পলকে ছেড়ে চলে আসার কথা আমি মনেও কখনো স্থান দিইনি। বেঞ্জামিন সেয়ানা কম নয়। পলকে টাকা দেখাল, আর পল সঙ্গে সঙ্গে সুড় সুড় করে আমার নামে ডিভোর্সের মামলা ঠুকে দিল। আমিও ভেবে দেখলাম টাকার কাছে সব ভালবাসাই যখন তুচ্ছ, তখন টাকাকেই বিয়ে করি। তবে এখন একেক সময় মনে হয় পলের বদলে বেঞ্জামিন যদি আমায় টাকা দিত, তবে আমিই পলকে ডিভোর্স করতাম। পল লোকটা ছিল ভয়ানক কুঁড়ে, কোন কাজকর্ম করত না, এমন কি বেঞ্জামিনের সঙ্গে আমার বিয়ের কিছুদিন আগে পর্যন্ত বহুকষ্টে ফ্যাশান মডেলিং করে আমার রোজগারের টাকায় ও দু'বেলা বসে বসে খেত। স্বভাবে কুঁড়ে হলে কি হবে, পল দেখতে ছিল সুন্দর আর সুপুরুষ, ব্যাটাছেলের উপযুক্ত সবকটা গুণই তার মধ্যে ছিল। আমি তার গায়ে মুখ ডুবিয়ে খাঁটি মরদের গন্ধ পেতাম। বেচারা পল! বেঞ্জামিনের সাম্রাজ্যের রাণী সাজার পর আমি কি ভয়ানক এক নিষ্ঠুর মেয়েতে পরিণত হয়েছি তা নিজেই একেক সময়ে টের পাই, তবু পলের কথা মনে পড়লে এখনো নিজের অজান্তেই আমার বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। আমায় ডিভোর্স করার বিনিময়ে এতদিনে সে অনেক টাকার মালিক হয়েছে, অন্তত টাকার মুখ দেখতে সে এতবড় রিস্ক নিতে পেরেছে, মনে মনে এটুকু ভেবেই আমি সুখী। আর্থিক অনটন কত বড় হয়ে দেখা দিলে তবেই না একজন সুন্দর সুপুরষ স্বামী তার বউকে এভাবে বিক্রী করতে পারে। হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে কি, পলের মত মানুষকে ডিভোর্স করে আমি লজ্জিত, কিন্তু দিনরাত মডেলিং করে শরীর ক্ষয় করে আমিও বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, নতুন কোন জগতের স্বাদ পাবার জন্য আমার আত্মাটা ছটফটিয়ে উঠত। মানুষের বয়স ত কমে

না, যত সাজগোজ করে বিজ্ঞাপনের এজেন্সীর ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার সামনে দাঁড়াই না কেন, বয়স রোজই তিলতিল করে বাড়বে। ঠিক সেই সময় বেঞ্জামিন আমায় তার বেগম বানাবার প্রস্তাব দিল, আমি দেখলাম দুনিয়ার তোষাখানা আমার সামনে খুলে গেছে। টাকাই হল মানুষের আসল ভগবান, তাই কোন চিন্তাভাবনা, আর বাছবিচার না করে সাহসভরে তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম।

বেঞ্জামিনের সঙ্গে আমার বিয়েটাকে পার্ট টাইম চাকরীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। লোকটা এত অমানুষিক খাটে আর প্লেনে চেপে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়ায় যে আমি ওর মুখ প্রায় দেখতে পাই না বললেই চলে। আমার একা একা সময় কাটে না এটা ভেবেই ও বলেছিল একটা ডিসকোথেক চালু করতে যেখানে পাঁচজনের ভীড়ে বসে টুকটাক রেস্তোরাঁর কাজের মধ্যে আমি নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারব। টুকটাক কাজই বটে। এ যে লাখ লাখ টাকা বানাবার এক নিতান্ত সোজা রাস্তা,তা বেঞ্জামিনের মত ধুরন্ধর পোড় খাওয়া ব্যবসায়ীরও জানা নেই। অল্প কিছুদিন চালিয়েই আমি এখন লাল হয়ে গেছি, টাকার গরম কাকে বলে দিব্যি মালুম হচ্ছে। বেঞ্জামিন এসব জানতে পারলে নির্ঘাৎ অজ্ঞান হয়ে যেত, কারণ ও আমার হাতে মোটা টাকা কক্ষণো দেয় না, ভয় পাছে মোটা টাকাকড়ি হাতিয়ে আমি পালিয়ে যাই। পালিয়ে না গেলেও ভাবে বেশী টাকাকড়ি হাতে এলে আমি নিজের স্বাধীন ইচ্ছামত চলব, ওকে একদম পাত্তা দেব না। কি বোকা লোকটা। ত্রিশ চল্লিশ লাখ পাউণ্ড না হাতাতে পারলে স্বাধীন ইচ্ছেমত চলা যায় নাকি?

বেঞ্জামিনের মনে এরকম একটা ধারণা আছে যে আমি ওর প্রতি খুব কৃতজ্ঞ। একদিন মুখ ফুটে কথাটা ও আমায় বলেও ফেলেছিল। ও আসলে ভেবেই নিয়েছে যে বাড়িতে রেখে খুব যত্ন আত্তি করলে, আমায় প্রচুর জামাপোশাক আর সোনাদানা হীরে জহরত কিনে দিলে আর কিছু আমি চাইব না। এই একষট্টি বছর বয়সেও লোকটা এত বোকা যে দেখে আমার নিজেরই একেক সময় ভীষণ হাসি পায়। বছরের সারাক্ষণ এমনিতেই ত বাইরে কাটায়। ভাবে বোধহয় যে ওর পোষায় বাড়ি, ঝি চাকর, অগাধ দৌলতের মধ্যে আমি ওর শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে যাওয়া পুরুষাঙ্গের কথা ভেবেই পরমসুখে বিভোর হব। বুদ্ধু কাঁহিকা!

তবে, বেঞ্জামিনের অনুপস্থিতির সুযোগে জীবনটাকে যে ভাল ভাবে গুছিয়ে নিতে পেরেছি সেজন্য নিজেকে এখন আমার সৌভাগ্যবতী বলে মনে হয়। শিরায় রক্ত ছলকে ছলকে বয়ে যাবার মত অনেক কিছুই আমি করে বেড়াচ্ছি যেগুলো শুনলে যে কোন মেয়ের ত বটেই, এমনকি পুরুষদের দেহও পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে, মনে মনে তারা আমায় ঈর্ষা করবে। হালে যে ছোঁড়াকে খেতে শুরু করেছি তার নাম টনি। সত্যিই চমৎকার ছেলে, চোখে না দেখলে শুধু মুখে বলে বা লিখে ওর বর্ণনা দেয়া যায় না। ওকে পাশে পেয়ে আমার ত একেক সময় মনে হয় ও একদম স্বর্গ থেকে সোজা ঝাঁপ দিয়ে নেমে এসেছে আমার জীবনে, ঠিক প্যারাট্রুপারদের মত। টনি দেখতে শুনতে কিন্তু খুব সাধারণ, একদম অর্ডিনারী নাক চোখ মুখ। কিন্তু তার মধ্যেও ভীষণ সেক্সি। ওর চোখে, মুখে,ঠোঁটে এত সেক্স লুকিয়ে আছে যে আমি ত কোন ছার, যে কোন বয়সের মহিলার জিভ দিয়ে জল গড়াবে ওকে একটু চেখে দেখতে। খুব লম্বা চওড়া মজবুত চেহারার ছেলে টনি, খালি গায়ে যখন থাকে,দেখে মনে হয় ওর সারা গায়ের মাসল্ যেন ছোট ছোট ঢেউয়ের মত নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। আর সবচেয়ে যা আমার চোখকে টানে তাহল একরাশ কালো কুচকুচে লোমে ভরা ওর চওড়া পুরুষালি বুকখানা। ওর মুখের দিকে একবার তাকালেই হল। দেখেছি সে মুখ যেন সবসময় আমায় বিছানায় তার পাশে শোবার জন্য ডাকছে। অথচ যখন প্রথম ওকে পাকড়েছিলাম তখন এত নির্দোষ নিষ্পাপ সরল

মুখ ওর ছিল ভাবলে আজ আমি নিজেই তাজ্জব হয়ে যাই। এখন আর সে ভাবের তিলমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না ওর চোখে মুখে। থাক তবু ওর কপাল খুব ভাল যে আমার পাল্লায় পড়েছিল। আমি যেমন ওকে খেয়েছি, এখনও ইচ্ছে হলে চিবিয়ে খেয়ে দফা নিকেশ করে ছাড়ি, তেমনি ওর ফিউচারও আমিই তৈরি করে দিয়েছি। আমার পাল্লায় না পড়লে 'হোবো'র ম্যানেজার হওয়া ওর আর এ জীবনে হত না, সারাজীবন হেড ওয়েটার সেজেই থাকতে হত। টনির পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগাগোড়া আমি পাল্টে দিয়েছি।

প্রথম যেদিন আমরা একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম সেদিন ও খুব ভাল খেলতে পারেনি। অর্থাৎ এমন খেলা খেলতে পারেনি যাতে আমার শরীরের সুখ হয়। বুনো জানোয়ারের মত আকর্ষণ ওর মধ্যে ছিল, হাঁটাচলাও ছিল বেশ সেক্সি, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তারপরে একদিন বিছানায় ওকে পাশে নিয়ে শুলাম। দেখলাম ওর শরীরটা সত্যিই খুব চমৎকার, শরীরটা খেলে ভাল, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে শরীরের খেলা কিভাবে শুরু করতে হয়, কখন আস্তে কখন জোরে শরীর ওঠানামা করাতে হয় তার কিছুই ও জানে না। আদবকায়দা না জানলে যা হয় আর কি। এমন সুন্দর সেক্সি চোখ মুখ আর শরীর যার, এসব ব্যাপারে জ্ঞান না থাকা তার পক্ষে লজ্জার ব্যাপার। তখনই মনে মনে ভেবে নিলাম জ্ঞান না থাকলেও একটা জিনিস ওর মধ্যে পুরোপুরি আছে, তার নাম আকর্ষণ। ও যখন একবার আমাকে টানতে পেরেছে, তখন হাজার হাজার মেয়েকে ও পাগল বানিয়ে ছাড়তে পারবে, এটা ঠিক। তখনই ভেবে ঠিক করলাম যে ডিসকোথেক চালানোর কাজটা ওকে দিয়েই ঠিকমত হবে। টনিই এই কাজের উপযুক্ত লোক। তবে আমি এও জানি যে আমি ছাড়াও আরো কিছু মেয়ের সঙ্গে আমার টনি বাহাদুর এখন দিব্যি লাট খেয়ে চলেছেন, যাদের মধ্যে একজন হল আমারই বান্ধবী ভ্যানেসা। এ-নিয়ে কায়দা করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমি যখন কোন প্রশ্ন করি, তখন টনি এমনভাবে তাকায় যেন আকাশ থেকে পড়ল, কিছুই বুঝতে পারছে না। ও ভাবে আমি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি, কোন খোঁজখবর রাখি না। আসলে কোন ব্যাটাছেলেই মেয়েদের একজীবনে চিনে উঠতে পারে না, ভাবে তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি কম, তাই ফাঁকি দেয়া খুব সোজা। সব ব্যাটাছেলেই একেকটা বোকার হদ্দ, আর টনিও তাই।

তা যাক, ওর ইচ্ছে হলে ভ্যানেসার সঙ্গে যতখুশি লাট খাক, ভ্যানেসা চাইলে একবার কেন, টনিকে দশবার খাকগে, খেয়ে চিবিয়ে একেবারে ছিবড়ে করে ওর সব রসকষ শুষে নিক, আমি কিছু মনে করব না। তবে শুধু মনে না করলেই চলবে না, সেই সঙ্গে আমায় এমন হাবভাব দেখাতে হবে যেন আমি কিছুই জানি না, ওকে ভ্যানেসা বা অন্য মেয়েরা লুটে নিয়ে গিয়ে ছিঁড়ে খায়, এটা শুধু অনুমান করে যেন আমার একটু আধটু হিংসে হচ্ছে। এমন ভাবও করতে হবে বইকি। হাজার হোক, টনি ত ব্যাটাছেলে, আমি একটু আধটু হিংসে না করলে ওর পৌরুষে ঘা লাগবে, আমার দিক থেকে সেটা ঠিক হবে না। ভ্যানেসার সঙ্গে যখনই দেখা হয় তখনই টনির কথা ওঠে। আমরা দুই বান্ধবী খুব হাসাহাসি করি ওর কথা বলে। আমরাই ওর নাম দিয়েছি টাট্টু ঘোড়া 'টনি টাট্টু'। টনির মনে—একটা ধারণা তৈরী হয়ে গেছে যে মেয়েদের সঙ্গে লাট খেতে, তাদের আদর করতে ওর জুড়ি দুনিয়ায় একটিও নেই। ধারণাটা খুব যে মিথ্যে তা বলব না, তবে চেহারা স্বাস্থ্য এসব দিয়ে ভগবান ওকে উজাড় করে না দিলে এই অহংকার ও করতে পারত কিনা তা সন্দেহের ব্যাপার। নিজের সম্পর্কে আমার টনি টাট্টুর বড্ড গুমোর।

প্রথম যেদিন ও বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সেদিনকার কথা আমি জীবনেও ভুলব না। যা একখানা পোশাক চাপিয়েছিল ও সেদিন, ওফ্, কি আর বলব! টনির পরনে সেদিন ছিল একটা সস্তা কালো রেশমী স্যুট। তার ট্রাউজারটা আবার এত টাইট যে টনির তলপেটের যন্ত্রোরখানা ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসার যোগাড়। আমার নজরে

প্রথমেই ওটা ঠিক ধরা পড়েছিল। বাইরে থেকে ওটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। তখনই মনে মনে ঠিক করেছিলাম, দাঁড়াও, তোমার প্যান্ট খুলে ঐ যন্ত্রখানা আমি নেড়েচেড়ে দেখব। বেঞ্জামিন তখন বাড়িতে ছিল না, তাই ওকে লিফটের ভেতর নিয়ে গিয়ে জামা প্যান্ট খুলে ভাল করে নেড়েচেড়ে ঘেঁটে দেখলাম। টনিকে সেই আমার প্রথম চোখে দেখা। বিছানায় শুয়ে সবসময় একান্ত করতে ভাল লাগে না, একেক সময়ে মন বড় খারাপ হয়ে যায়। লিফটে বসে করার ফলে দু'জনেরই একটু নতুন ধরনের অভিজ্ঞতাও হল। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ওর জামা কাপড় নিজের হাতে খুলে ফেলার পর আগাপাস্তলা দেখে মনে হয়েছিল খারাপ নয়, বেশ মজবুত খাবার মত জিনিস একখানা, কিন্তু ঐ লিফটের ভেতরেই খেলাটা শেষ হবার পর মনে হয়েছিল না, ও এখনো অনেক ব্যাপারে আনাড়ি আছে, অনেক কিছু ওর এখনো শেখা বাকি, আর এ-ব্যাপারে আমিই ওকে ট্রেনিং দিয়ে একেবারে পাকাপোক্ত করে তুলব, দেখব তারপর মেয়েদের আদর করলে ওর জুড়ি আর কেউ থাকে কিনা। ওর ভেতরের জিনিসটাকে জাগাতে হবে।

অনেকদিন আগে এক কালো বড়সড় দশাসই চেহারার জুলুর পাল্লায় পড়েছিলাম। সমুদ্রে নেমে সাঁতার দেবার আগে সুইমিং স্যুট পরে একটা বড় গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে সিগারেট টানছি, এমন সময় পেছন থেকে সে আমায় ঝপ্ করে ধরে একেবারে টেনে তার বুকের সঙ্গে জাপটে ধরেছিল। ওঃ, সে কি চমৎকার অভিজ্ঞতা, জীবনেও ভুলব না। সেদিন বুঝেছিলাম কিছু কিছু লোক এই দুনিয়ায় আছে যারা মেয়েদের আদর করতে, ঠিক ঘড়ি ধরে শরীরের খেলা খেলতে রীতিমত ওস্তাদ। ঠিক যেন ঘড়ি ধরে অল্প সময়ের মধ্যে সেই জুলু লোকটা গাছের গুড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে আমায় চরম সুখ দেয়া কাকে বলে, তা হাতেকলমে দেখিয়ে দিয়েছিল। আমার পোড়া কপাল, পরদিন লোকটাকে আর দেখতে পেলাম না। আর কোনদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি, তবু আমার মতে, অল্প সময়ের মধ্যে এত সুখ, এত আনন্দ জীবনে এর আগে বা পরে কারো কাছে পাইনি। এখন রাতেরবেলা বেঞ্জামিন যখন একেক দিন আমার ওপর চড়ে বসে পাল্লা দিয়ে পেরে ওঠে না, হাঁপিয়ে, কাশতে কাশতে ঘেমে নেয়ে ওঠে, তখন সেই জুলু ছোকরার কথা আমার প্রায়ই মনে হয়।

ভ্যানেসা প্রায়ই বলে "ফন্টেন, টনিকে তুমি একদম বোমকে দিয়েছ। ও তোমায় রীতিমত শ্রদ্ধা করে।" তবেই ভাবুন একবার ব্যাপারখানা। বুনো ওংলী চনমনে ছোঁড়াটাকে একদম মানুষ করে ছেড়েছি। লাখপতি কোটিপতিদের বিয়ে করে লাভ আছে। প্রচুর লোকের শ্রদ্ধাভক্তি কুড়োনো যায়। নাম, যশ, আর অগাধ টাকা রোজগার করতে না পারলে জন্ম নেয়াটাই ত বৃথা।

আমি ছেলেপুলে একদম চাই না। কি জন্য চাইব? ছেলেপুলে হলেই ত ফিগারের বারোটা বাজবে, তারপর দিনরাত চিৎকার, কান্না, বড় হলে মানুষ করার ঝামেলা, এসব লেগেই থাকবে। সবশেষে একদিন ওরা মনের মত বন্ধু বা বান্ধবী জুটিয়ে ডানা মেলে কেটে পড়বে, ঠিক পাখির বাচ্চাদের মত। দরকার নেই বাপু আমার মা হয়ে, তাছাড়া মা হবার তাগিদও আমি একদম বোধ করি না। তার চেয়ে এই ভাল, এই মনের আনন্দে ডানা মেলে ভেসে যাওয়া। আমি জন্মাবার পর আমার মার ত কোন বাড়তি সুবিধা হয়নি। মেয়েদের এখন খুব শক্তসমর্থ হতে হবে, বিয়ে করে স্বামী আর সন্তানকে নিয়ে সুখের স্বপ্ন দেখার দিন আর মেয়েদের নেই। এখন শুধু খাও, পিও, জিও। একজন দরকার হলে দু'জনে কিংবা তার বেশী পুরুষ বন্ধু জুটিয়ে নাও। রাতে যেদিন শরীর চাইবে, সেদিন তাদের একজনকে নিয়ে শোও, ব্যস্, পরদিন সকালে দেখবে কেমন ঝরঝরে লাগছে। আমার চেনাশোনা অনেক দুর্বল চরিত্রের মেয়েকে দেখেছি, স্বামীর স্বভাবের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি বলে তাদের বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। আমার বান্ধবী ভ্যানেসাই ত তিনটে বাচ্চার মা। সারাদিনে একবারের জন্যও বাচ্চাদের সঙ্গে সে দেখা করে না। পোল্লায়

বাড়ির পাঁচতলায় আয়ার কাছে বাচ্চাগুলো থাকে। ভ্যানেসা ভুলেও সেখানে তাদের দেখতে যায় না। এর চাইতে ওরা সাইবেরিয়ায় বন্দী জীবন কাটাতে পারত। সেও প্রায় এই রকম। অথচ ভ্যানেসাকে দেখতে শুনতে মোটেও খারাপ নয়, দোষের মধ্যে শুধু একটু বেশী মোটা হয়ে পড়েছে, এই যা। মুখখানা ওর এখনো বেশ মিষ্টি, কেমন সুন্দর ডালিমদানার মত দেখতে। একদিন হাসতে হাসতে মওকা মত পেয়ে আমি টনিকে বলে দেব যে ভ্যানেসার সঙ্গে ওর লাট খাবার ব্যাপার আমি সব জানি। টনি ত শুনে আকাশ থেকে পড়ার ভান করবে। নিজেকে খুব চালাক ভাবে টনি। আসলে আমার কাছে ও একটা বাচ্চা ছেলে, একটা ছোট্ট ছেলে ছাড়া কিছু নয়, যে চায় না তার অপকর্ম বড়রা ধরে ফেলুক। মুটকি ভ্যানেসা বিছানায় শুয়ে টাট্টু টনিকে ওপরে নিয়ে কেমন হাঁসফাঁস করে, তাই কল্পনা করে আমার বেদম হাসি পায়। যাকগে, টনি যা খুশি করে বেড়াক, আমি ওকে দিয়ে দাসখৎ লেখাইনি। আমায় সুখ দেবার মত মাল যতদিন ওর স্টকে আছে ততদিন ও যার সঙ্গেই লাট খাক না কেন, তাতে আমার কিছু আসবে যাবে না। টনিটার সেন্স আছে ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি বিশেষ নেই, কাকে কোথায় স্থান দিতে হয় সে হুঁশ ওর এখনো হয়নি, ও একটা ইডিয়ট টাট্টু। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছে কিনা, সেই মানসিকতা যাবে কোথায়। আমি জানি, যতই চেষ্টা করি, বকি-ঝকি, ওর স্বভাব পাল্টাবে না। এসব লোক হাজার কাজের হলেও সবসময় কুকুরের মত চেনে বেঁধে রাখতে হয়। তবে শেখার আগ্রহ টনির ভেতর পুরোপুরি আছে, এটাও ঠিক। ব্যাগটা কোথা থেকে কিনলাম, কি সেন্ট মেখেছি, এইসব প্রশ্ন দিনরাত ওর ঠোঁটে লেগেই আছে।

নাঃ আমার চুলগুলো বেজায় বড় হয়ে গেছে। টনিকে ফোন করে একবার আনিয়ে নিই, তারপর ওকে সঙ্গে নিয়ে চুল ছাঁটতে যাব।

তিন

টনি

আজকের রাতটা তোফা জমবে। দুটো বড় বড় পার্টি এই শহরে এসেছে। তাদের পেছন পেছন সবাই এসে জমবে হোবোতে।

আরেকটু হলেই ফন্টেনের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। একটা নতুন মেয়েকে পাকড়েছি, জ্যানেট না কি যেন ওর নাম, ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে এনে আমার ডেরায় তুলেছিলাম। দু'জনে মিলে বিছানায় শুয়ে বহুক্ষণ শরীরের খেলা খেলেছি, তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে দু'জনেই দু'জনকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিলাম। ঘুম ভাঙল ফোনের বিশ্রী আওয়াজে। কে ফোন করেছে? আর কে, রাণীসাহেবা স্বয়ং। আমার মনিব ফন্টেন খালেদ। "আমি এক্ষুণি তোমার ওখানে আসছি" বলেই ফোন ছেড়ে দিল। আমি পড়লাম ফাঁপরে। ফন্টেন এসে যদি দেখে যে আমার বিছানায় এই ছুঁড়ি উদোম গায়ে ঘুমিয়ে আছে, তাহলেই হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ফিউচারের বারোটা বেজে যাবে। ফোন রেখে জ্যানেটকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিলাম। ছুঁড়ি নরম বিছানা আর আমার গায়ের গরম ছেড়ে উঠতে চায় না। শেষে প্যানপ্যানে গলায় আমার চৌদ্দপুরুষকে উদ্ধার করতে করতে উঠে বসল। ওর কালো লম্বা চুলগুলো ঘামে গায়ের সঙ্গে জেবড়ে আছে, বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। "ওঠ্ ছুঁড়ি," আমি আবার তাকে তাড়া দিই, "জলদি ভাগ এখান থেকে।" মেয়েটাকে বাথরুমে যাবার সময়টুকুও দিলাম না। ভাল করে জামাটামা পরে ভদ্রস্থ হতে না হতে প্রায় ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে রাস্তায় বের করে দিলাম। ওসব খুচরো পাপ যত তাড়াতাড়ি বিদেয় হয় ততই ভাল। এখন আমার মহারাণী আসছে, আমায় চটপট তাই রেডি হয়ে নিতে হবে, এসব ছিচকাঁদুনে পেত্নীকে এখন আর পোছে কে। জ্যানেট ঘর থেকে বেরিয়ে

যাবার পর পাঁচ মিনিটও যায়নি, ফণ্টেন বেগমসাহেবার মত আলতোভাবে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। মনে হল যেন উড়তে উড়তে চলে এল, ঠিক আরব্যোপন্যাসের হুরী পরীদের মত। বিছানার নোংরা দাগ লাগা চাদরগুলো পাল্টাবার সময় পর্যন্ত আমি পেলাম না।

ফণ্টেন তার স্কার্ট খুলল, তারপর পা থেকে জুতোমোজাও খুলে ফেলল। "আমার চুলগুলো বড় হয়েছে টনি, সেলুনে ছাঁটতে যাচ্ছি," বলেই দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যে বুঝতে পারলাম ওর এখন বিছানায় শোবার ইচ্ছে নেই, সেলুনে যাবার আগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমার সঙ্গে করতে চাইছে। আমি ত হুকুমের গোলাম, সবসময় তৈরি হয়েই আছি। বিনা বাক্যব্যয়ে তাই এগিয়ে গেলাম।

অনেক সময় ফণ্টেনকে আমার একটা রক্তচোষা ডাইনী বলে মনে হয়। যখন তখন আমার রক্ত চুষে একেবারে নিংড়ে নেয়। একেক সময় ভীষণ ঘেন্না হয় ওর ওপর। আমি কি মেশিন নাকি? দিনরাত যখন তখন খিদে পেলেই আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, এ কেমন কথা? কিন্তু জানি এখন আমার যা অবস্থা, তাতে টাঁ ফোঁ করতে পারব না, নিজেকে শেষ করে দিয়েও ওর ইচ্ছের কাছে আমায় মাথা পেতে দিতেই হবে।

দেয়ালের সঙ্গে ফণ্টেনকে জাপটে ধরে তার শরীরের সাধটুকু মেটাতে মেটাতে ওর বুড়ো বেঞ্জামিনের জন্য হঠাৎ মনে কষ্ট হল। বেচারা বেঞ্জামিন, বুড়োবয়সে এই ফণ্টেন হারামজাদীর রূপে ভুলে কি কষ্টই না পাচ্ছে সে। রাতে বিছানায় শুয়ে শুধু শরীর দোলানোই সার, ফণ্টেনকে এক ফোঁটা সুখও দিতে পারেনা সে। হয়ত বুড়োর দশা দেখে তার নিজেরও কষ্ট হয়, তাই বেঞ্জামিন ক্লান্ত হয়ে পড়লে ফণ্টেন নিজেই হাত চালিয়ে চরম সুখটুকু আদায় করে নেয়।

মেয়েদের একদম বিশ্বাস করতে নেই, এ-কথাটা এখন আমি সবাইকে বলে বেড়াই। ফণ্টেনের কোমরের ওপর থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে খাসা, জবাব নেই। যে কেউ দেখলে বলবে হ্যাঁ, বড়দরের ফ্যাশান মডেলের ফিগার একখানা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কোমরের নীচ থেকে পা পর্যন্ত একদমে যাচ্ছেতাই। যাক বাবা, অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। আজ সকালে এসে ফণ্টেন যদি দেখতো বিছানায় আমি আর জ্যানেট নামে ঐ মেয়েটা খালি গায়ে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছি, তাহলে ওর মুখচোখের কি অবস্থা হত তা আমি এখন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি।

খেলা শেষ। ফণ্টেন বিবিসাহেবা চটপট স্কার্ট পরে নিলেন, তারপর জুতো মোজা পায়ে দিয়ে যেন কিছুই হয়নি এমনি গলায় বললেন, "আজ রাতে কিন্তু আমি হোবোতে যাচ্ছি টনি, সাতজনের জন্য একটা ভাল টেবিল রিজার্ভ করে রেখো। আমাদের সঙ্গে একজন ফ্রেঞ্চ ডিপ্লোম্যাট আর তাঁর স্ত্রী থাকবেন।" বলে কোন উত্তরের আশায় দাঁড়িয়ে না থেকে মহারাণী যেভাবে ঘরে ঢুকেছিলেন, সেইভাবে উড়তে উড়তে বেরিয়ে গেলেন, পেছনে রেখে গেলেন দামী ফরাসী পারফিউমের মনমাতাল করা একরাশ গন্ধ।

অথচ শুরুটা বেশ ভালই হয়েছিল। একদিকে ফণ্টেন খালেদ, অন্যদিকে হোবোর জমজমাট নাচগান আর বাজনা, আমি পুরোপুরি তাই নিয়ে মেতে উঠেছিলাম। কিন্তু ফণ্টেনের এই যখন তখন আমায় খাওয়ার ব্যাপারটা এখন আর কেন যেন ঠিক বরদাস্ত করতে পারি না। ওর খিদে মেটাতে গিয়ে আমার নিজের যে দফারফা হয়ে যাচ্ছে তা কোন শালা বোঝে। ওর বুড়ো খসম কি সত্যিই ভেড়ুয়া? শরীরে আর কিছুই নেই? কথাটা প্রায়ই আমার মনে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, তখন আমি বেশ বড়সড় কিছু করে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে চাই। কিন্তু চাইলে কি হবে, ফণ্টেন আমায় বঁড়শিতে গেঁথে ছেড়ে দিয়েছে, জানে কখন একটানে ডাঙ্গায় তুলতে হবে। হোবোর মালিক ফণ্টেন নিজে, আমি তার ম্যানেজার। ওর ইচ্ছেয় সায় না দিলে এক লাথি মেরে

এখান থেকে আমায় বের করে দেবে। অথচ দেখুন, জায়গা বাছা থেকে শুরু করে হোবোকে সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি করা, সব আমার একার মেহনতেই হয়েছে। সন্ধ্যে থেকে শুরু করে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ঐখানে আমি অসুরের মত খাটি, বিনিময়ে প্রতি হপ্তায় পাই কুল্যে পঞ্চাশ পাউণ্ড। এক হোবো থেকেই ফণ্টেন যে ফয়দা ওঠাচ্ছে, তার কাছে এ এক টিপ নস্যি ছাড়া কিছু নয়। আমায় ফণ্টেন এও বলেছিল যে হোবো থেকে যা লাভ হবে, তার পাঁচ পার্সেন্ট আমি পাব, সে টাকার মুখ পর্যন্ত আমি দেখলাম না। আমার কিছু করারও নেই, কারণ এ-ব্যাপারে ওর সঙ্গে কোন লেখাপড়া হয়নি। আমি শুধু ভূতের মত খেটেই চলেছি। ফণ্টেন একটা কুত্তী, বেশ্যা—খুব ঠাণ্ডামাথার চালাক চতুর কুত্তী টাইপ মেয়েছেলে বলতে যা বোঝায়, ও তাই।

হোবোতে রোজ যারা ভীড় জমায় তারা সবাই এসেছে, স্যামি, ফ্র্যাঙ্কলিন, হ্যাল, ম্যাসি,সবাই।

স্যামি—বেঁটেখাটো, মাথায় ঘন কালো চুল, টুপি তৈরির কারখানার মালিক। তরতাজা দেখতে কোন ছিপলিকে একবার পেলেই হল, স্যামি বকবক করে তার কানের পোকা বের করে ছাড়বে। লম্বা ধাঁচের মেয়েদের ওপর স্যামির ভীষণ লোভ। ফণ্টেনের সঙ্গে স্যামিকে ভিড়িয়ে দেবার বদবুদ্ধি মাঝেমাঝে আমার মাথায় চাপে। ফণ্টেনের নজরে যে একেবারে পড়েনি তা নয়, কিন্তু আসলে মুশকিল হচ্ছে স্যামির মত লোক ফণ্টেনকে শরীরের খেলায় খুশী করতে পারবে না। ফণ্টেনের মুখ থেকেই শুনেছি ও নাকি ভীষণ ছটফটে, এই টাইপের ছেলেদের নাকি একদম বাগে আনা যায় না। ফণ্টেন সম্পর্কে স্যামির মত পুরো আলাদা। স্যামি বলে "ধুর্, ও মাগী একে বুড়ী হয়ে গেছে, তায় দিনরাত এককাঁড়ি টাকার মধ্যে থেকে এখন টাকা ছাড়া আর কিছুই চেনে না।" আসলে যেসব মেয়ের বয়স কুড়ি পেরিয়ে গেছে, তারা প্রত্যেকেই স্যামির কাছে বুড়ি ছাড়া কিছু নয়। আসলে আমার মতে স্যামি একটা পাগল। খুব মিষ্টি আর ভাল ছেলে। দুঃখের ব্যাপার এই, সারা দুনিয়া ত বটেই এমনকি মেয়েরা পর্যন্ত ওকে ঠিক চিনতে পারল না।

ফ্র্যাঙ্কলিন—অল্প বয়স, দেখতে শুনতে বেশ ভালই বলা যায়, ঠাণ্ডা মেজাজের লোক, তাছাড়া একটু লাজুক গোছের। যতক্ষণ থাকবে, একা একা শুধু কোকাকোলা খেয়ে যাবে একটার পর একটা। মনে হয় ওর জীবনেও এখনও কোন মেয়ে আসেনি।

হ্যাল—একজন আমেরিকান [illegible]মোটার, নানা ধরনের শো আর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দু'পয়সা কামায়। এর পছন্দ একটু বিটকেল গোছের, অন্তত আমার তাই মনে হয়, কারণ বয়স্কা বিধবা মহিলাদের পেলে হ্যাল একেবারে নেচে ওঠে, তাদের গায়ের সঙ্গে পিঁপড়ের মত চিমটি মেরে সেঁটে থাকে, হাজার চেষ্টা করেও তাকে তখন সরানো যায় না। হ্যালের বয়স চল্লিশের কোটায়, একদম ডীন মার্টি মত দেখতে। তবে বিধবা মহিলাদের পেছনে ছোঁক-ছোঁক করলেও হ্যালের দিলটা খুব ভাল, তা মোটেই অস্বীকার করা যায় না। টাকাপয়সা যখন যা পায়, হ্যাল তার এক মোটা অংশ নিউ জার্সিতে নিজের ছোট ভাইকে পাঠিয়ে দেয়।

সবশেষে ম্যাসি—দেখতে ভাল, সুপুরুষ বলা চলে, ভাল নাচতে পারে।

যেদিন আর কিছুই করার থাকে না, কোন বান্ধবী বা চেনাজানা মেয়েকেও যেদিন হাতের কাছে পাই না, সেদিন আমরা চুপচাপ বসে বসে প্রোগ্রাম দেখে যাই, ভাল চেহারার কোন মেয়ের গান বা নাচের প্রোগ্রাম থাকলে মুখ হাঁড়িপানা করে তাই দেখি, আর মধ্যে মাঝে "ওকে আমি খাব!" বলে জোরসে চেল্লাই।

যাদের কথা বললাম, তাদের এক [illegible]নকেও ফণ্টেনের ঠিক পছন্দ নয়। প্রায়ই বলে "ওই বিটকেল লোকগুলোকে এখানে রোজ ঢুকতে দাও কেন?" এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব, আপনারাই

বলুন। ওরা পয়সা খরচ এখানে আসে, মাল খায়, শো দেখার জন্য পয়সা দেয়, তাই ওদের ঢুকতে না দেবার এক্তিয়ার আমার বা ফন্টেনের নেই। আমার একেক সময় মনে হয় ফন্টেনের সঙ্গে আমার যে কিছু গোপন ব্যাপার চলছে সেটা এখানকার অনেকেই সন্দেহ করতে শুরু করেছে, আর একটু আগে যাদের নাম করলাম, সেই স্যামি, হ্যাল, ফ্রাঙ্কলিন, ম্যাসি, এরাও তাদের মধ্যে আছে।

জানি না সূর্য আজ পশ্চিম দিকে উঠেছিল কিনা। ফ্র্যাঙ্কলিন, অর্থাৎ সেই শান্তশিষ্ট গোবেচারা ছেলেটা যে এখানে এসে কোকোকোলা ছাড়া আর কিছু মুখে দেয় না, সে দেখি আজ একটা ডব্‌কা হট্ চেহারার মেয়েকে বগলদাবা করে নিয়ে এসেছে। আমার ত দু'চোখ ট্যারা হবার যোগাড়। ফ্র্যাঙ্কলিনের বাবা ফিল্ম-লাইনে ব্যবসা করে প্রচুর টাকা কামিয়েছেন,আর আমার হিসেব অনুযায়ী ঐ ছোঁড়ার লাইফে এর আগে কোন মেয়ে আসেনি। যদি আমার হিসেব ঠিক হয় তবে এও ঠিক যে মেয়েটাকে বাগানোর পর বাপকে ম্যানেজ করতে ফ্র্যাঙ্কলিনকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ আমার মনে হচ্ছে মেয়েটা ফিল্মলাইনের মেয়ে। তেমনি ফোলা ঠোঁট আর সবজে চোখ, দেখে মনে হয় পাথরের মত ঠাণ্ডা। উঠতি অভিনেত্রীদের সেন্ট পার্সেন্ট ঐ রকম দেখতে হয় এটা লক্ষ্য করেছি। তাদের মতই এ মেয়েটির চোখ-মুখেও একটা খাই খাই ভাব। ফ্র্যাঙ্কলিন মেয়েটাকে এখানে আনতে পেরে যেন বর্তে গেছে এমনি হাবভাব করছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন কোথাকার রাণী সাহেবাকে নিয়ে এসেছে। ছেলেটার আর সব ভাল, কিন্তু এসব ব্যাপারে বড্ড কাঁচা, যাকে বলে একদম হাবাগবা। থাকত কিছুদিন আমার ট্রেনিংয়ে, ব্যস্, মেয়েদের পোষ মানানোর বিদ্যায় একেবারে ডক্টরেট করে ছেড়ে দিতাম। আরে বাবা, মেয়েদের পটিয়ে পটিয়ে সত্যিই কাৎ করতে হলে তাদের সঙ্গে যে কিছুটা রুক্ষ ব্যবহার করা দরকার, সেটা নতুন গোঁফ গজানো ছেলেরাও জানে। আর এ ত রীতিমত লাইনের মেয়ে, এখানে পা দেয়া ইস্তক এরই মধ্যে আমার দিকে তাকিয়ে বেশ কয়েকবার ঝাড়ি মেরেছে।

"টনি, এ হল আমার বান্ধবী জ্যানাইন জেমস্," ফ্রাঙ্কলিন তার বান্ধবীর সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দিল, "ও এখানে একটা ফিল্ম করবে বলে এসেছে, আর জ্যানি, এই হল টনি ব্রেক, হোবোর ম্যানেজার কাম 'ব্রেন', আমরা দুজনেই দুজনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু।"

"হাই," ফ্র্যাঙ্কলিনের নতুন বান্ধবী আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, আমার ভাল লাগল না, কেমন যেন শুকনো কাঠ কাঠ টাইপ। মেয়েটা জাতে আমেরিকান তাতে আমার কোন সন্দেহই নেই। এগুলোকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না, কেমন যেন খোনা খোনা নাকি গলায় কথা বলে। হাসির ছলে চোরা চাউনীতে মেয়েটা আমার দিকে যে একখানা 'লুক' দিল, তাতেই আমি বুঝে ফেলেছি ফ্র্যাঙ্কলিন ওকে বেশীদিন ধরে রাখতে পারবে না। এক্ষুণি আমি তু বলে ডাকলে ওকে ছেড়ে মেয়েটা আমার কাছে চলে আসবে। তবে মালটা জবর, খেতে ভাল লাগবে। বেচারা ফ্র্যাঙ্কলিন, ওর কপাল সত্যিই খারাপ। এসব মেয়েকে পোষ মানানো ওর কম্ম নয়।

ফ্র্যাঙ্কলিন জ্যানাইনকে নিয়ে মুখোমুখি বসে আছে, স্যামি নিজের টেবিল ছেড়ে ওদের টেবিলে কোন্ ফাঁকে এসে বসে পড়েছে, দারুণ গল্প জমিয়েছে ফ্র্যাঙ্কলিনের বান্ধবীর সঙ্গে, হাঁ করে তাদের কথা ফ্র্যাঙ্কলিন গিলে যাচ্ছে, এমন সময় আমার রাণীসাহেবা ফন্টেন তাঁর বুড়ো খসম বেঞ্জামিন খালেদ আর জনা ছয় চ্যালাচামুণ্ডাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে একখানা ভাল টেবিল দখল করে বসলেন। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত দেড়টা।

ফন্টেনের পরনে আজ একটা লম্বা ঢিলে সাদা মিঙ্কের পোশাক, মাথার চুল উঁচু করে বেঁধে কয়েকটা হীরের ক্লিপ ফাঁকে গুঁজে দিয়েছে, আলো পড়ে চিকচিক করছে সেগুলো। ফন্টেনের

খসমকে আমি এই প্রথম দেখলাম। বিবির পাশে মিঞা ভীষণ বেঁটে, ভীষণ মোটা। ফণ্টেনের সঙ্গে ওর বান্ধবী ভ্যানেসাও এসেছে দেখছি। ভ্যানেসা দেখতে শুনতে খারাপ নয়, টুকটুকে ফর্সা রং, কিন্তু হলে কি হবে, বেজায় মোটা, কিন্তু বুকের যন্তর দু'খানা এখনও তাকিয়ে দেখার মত। ওর শ্বশুর একটা বিরাট চেইন স্টোরের মালিক, ভ্যানেসার স্বামীর প্রচুর পয়সা। এই বয়সেই তিনটে বাচ্চার মা হয়ে গেছে ভ্যানেসা, আর তাই শরীরে এখন আর কিছু নেই। তবু ফণ্টনেই এখন ওর কাছে হিরোইন, চলাফেরা, কথাবার্তা, চাউনি, ঢং, সবকিছুতেই ফণ্টেনকে পুরোপুরি নকল করে সে। আমি কাউকে কিছু না বলে একদিন চুপিচুপি দুপুরবেলা ওদের বাড়িতে গিয়ে ভ্যানেসাকে ভাল করে দু'হাতে নেড়ে চেড়ে দেখে এসেছি। মেয়েটা তার আগে বেশ কিছুদিন যাবৎ দেখা হলেই খিদেভরা চোখে আমার দিকে বারবার তাকাত। দেখে আমার সত্যিই দয়া হয়েছিল। ভেবেছিলাম, হলই বা মুটকি, এত করে যখন চাইছে আমি ওকে খাই,তখন আর ছেড়ে দিই কেন। আমার মত মহাপুরুষ কত মেয়েকে বানিয়ে তৈরি করে উদ্ধার করে দিল, আর এ-বেচারী বসে বসে হাপিত্যেশ করবে? সবচেয়ে বড় কথা, ও ফণ্টেনের বান্ধবী, যাকে বলে সখী। ফণ্টেনকে উদ্ধার করেছি, আর একে করব না? ভ্যানেসার কর্তা তখন বাড়ি ছিল না, ছেলেমেয়েরাও আয়ার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল। খুব একচোট সুখ করে নিয়েছিলাম সেদিন। মনে হয়েছিল ফণ্টেনকে উদ্ধার করার ব্যাপার এখনো ও জানে না, তবে আমি যে ভরদুপুরে বাড়ি বয়ে এসে ওকে খেয়েছি, ভ্যানেসা আমায় কথা দিয়েছিল সে কথা ফণ্টেনকে বলবে না। ওর বুকের নরম থলথলে যন্তর দু'খানা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলব ভেবেছিলাম। ভ্যানেসার কর্তাটিও এদিকে কম যান না। আলাদা একখানা ফ্ল্যাট ভাড়া করে রেখেছেন, প্রায়ই সেখানে একটা মেয়েকে নিয়ে এসে ওঠেন। হুঁ হুঁ বাবা, আমার নাম টনি ব্রেক, এ কারবার করতে করতে শরীরের অনেকখিছুই পাকিয়ে ফেলেছি, অনেকেরই হাঁড়ির খবর আমার জানা আছে। মেয়েটার নাম ভেরোনিকা, তাও জানি।

ভ্যানেসা আজ ওর কর্তাকে নিয়ে এসেছে। আমার সঙ্গে ওর কর্তার আলাপ করিয়ে দেবার পর ভাবলাম জিজ্ঞেস করি "ভেরোনিকা কেমন আছে?" ইচ্ছে করেই চেপে গেলাম। কর্তাকে নিয়ে টেবিলে বসার আগে ভ্যানেসাকে টুক করে একখানা চুমু খেলাম, আর সেই ফাঁকে ওর বুকের একটা যন্তর একটু চুমড়ে ঘেঁটে দিলাম। ফণ্টেন সকালে যাদের কথা বলেছিল সেই ফরাসী ডিপ্লোম্যাট আর তাঁর স্ত্রীও এসেছেন দেখলাম, তাছাড়া আছে অল্পবয়সী একটি ছেলে আর এই মেয়েটা। চারপাশে হৈ-হট্টগোল থেকে মেয়েটা একটু গা বাঁচিয়ে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা লম্বা ঢিলে উলের পোশাক তার গায়ে, মাথার চুলগুলো গাঁয়ের মেয়েদের মত আটপৌরে ঢংয়ে টেনে বেঁধেছে, একটা মুক্তো বসানো গয়না এঁটেছে মাথায়। মেয়েটার মুখে খুব বেশী মেক-আপ নেই, দেখতে যে খুব চমৎকার, তাও নয়, তবু মেয়েটার চোখেমুখে এমন কিছু আছে যা দেখার পর থেকেই আমি গরম হয়ে উঠছি। বড় বড় একজোড়া বাদামী চোখ মেয়েটার, সেখানে কোন পাপের ছায়া নেই। দু'চোখে তাচ্ছিল্য হেনে মেয়েটা একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল। এখনো পাকেনি, দেখেই বুঝেছি, স্কার্টের ঝুলও খুব খাটো নয়। বয়স বেশী নয় মেয়েটার, বড়জোর সতেরো কি আঠারো। কয়েক সেকেণ্ড ওর দিকে তাকিয়ে থেকেই আমার মাথায় কেমন যেন জেদ চেপে গেল। ওকে আমার চাই, যে করেই হোক।

সুযোগের অপেক্ষায় চুপ করে বসে রইলাম। সুযোগ এসেও গেল। ভ্যানেসার বর ফণ্টেনকে নিয়ে ড্যান্সিং ফ্লোরের দিকে এগিয়ে গেল। ফণ্টেনের নাচ ভীষণ বাজে, রোগা রোগা কাঠির মত ঠ্যাংয়ে যখন নাচে তখন কাঠের পুতুলের মত দেখায়।

ফন্টেন নাচবার জন্য উঠে যেতেই আমি এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার পাশে দাঁড়ালাম। করমর্দন করবে এই আশায় হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, "হ্যালো, আমার নাম টনি ব্রেক।" মেয়েটা আমায় পাত্তা না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘোরাল। তার সঙ্গে যে ছোঁড়াটা এসেছে, সেটা একটু জড়ভরত টাইপ, একদম বেল্লা মাল।

আমার অবস্থা দেখে বুড়ো বেঞ্জামিনের বোধ হয় করুণা হল। "আরে টনি, কি খবর?" ছেলেটাকে দেখিয়ে বলল "একে চেনো ত? এ হল পিটার লিংকন স্মিথ।" নাম শুনেই আমি চমকে উঠলাম। ছেলেটার বাবাকে আমি চিনি। ভদ্রলোকের এত টাকা যে লোকে বলে অর্ধেক লণ্ডনের তিনিই নাকি মালিক। মেয়েটার দিকে তাকাল বেঞ্জামিন, "আর এ হল আমার মেয়ে অ্যালেকজ্যান্ড্রা, আজই সুইজারল্যাণ্ড থেকে এখানে পৌঁচেছে।"

বেঞ্জামিনের মেয়ে। আমার মুখে পুরো পাঁচ মিনিট কোন কথা যোগাল না। এবার আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটা দায়সারা গোছের হাসি হেসে বলল, "আলাপ হয়ে খুশি হলাম।"

ঠিক তক্ষুণি সেই ফরাসী ডিপ্লোম্যাট সস্ত্রীক এগিয়ে এলেন, আমিও এগিয়ে দাঁত কেলিয়ে তাঁদের সঙ্গে খেজুরে আলাপ শুরু করলাম। তাঁদের একটু টিপেই বুঝতে পারলাম বেঞ্জামিনের মেয়ে প্রায়ই এখানে আসে এবং আমার কথা (কার মুখ থেকে জানি না) বহুবার শুনেছে সে। মেয়েটা একটু দেমাকী টাইপের, বারফট্টাই দেখে মনে হয় যেন দুনিয়ার যে কোন ছেলেকে কাৎ করা ওর কাছে জল ভাতের ব্যাপার। পরে স্যামিকে ওর কথা জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু ও পাত্তা দিল না। বেঞ্জামিন এদিকে মেয়েকে যেই লিঙ্কন স্মিথ ছোঁড়ার সঙ্গে প্রায় জোর করেই নাচতে পাঠিয়ে দিল, আমি একা পড়ে গেলাম। অ্যালেকজ্যান্ড্রার দিকে তাকিয়ে বেশ ক'বার কাড়ি মারলাম, কিন্তু ও পাত্তা দিল না। মেয়েটার বডি খুব খারাপ নয়, কিন্তু পোশাকের ওপর থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না, মুশকিল সেখানেই, শরীরের যা কিছু গোপন ব্যাপার স্যাপার,সব লুকিয়ে থাকে পোশাকের আড়ালে। আমি কেমন যেন বোকা বনে গেলাম, কি করব ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। দু'একটা হালকা কথা বলার পরেই মেয়েটার ওপর কেমন যেন একটা টান এসে গেছে, যদিও জানি ও বড়লোকের গোল্লায় যাওয়া একটা মেয়ে ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু অ্যালেকজ্যান্ড্রার কথা ভাবতে ভাবতে ওকে পাবার জন্য মাথাটা কেমন যেন গরম হয়ে উঠল, কিন্তু আমি এও জানি যে ওর দিকে হাত বাড়ালে বিপদটা আসবে ওর সৎমা, আমার ফন্টেন মহারাণীর দিক থেকে। এরকম একটা রিস্ক নেয়া ঠিক হবে কিনা তাই ভাবতে ভাবতে ঘেমে উঠলাম। কোন কূলকিনারা পেলাম না।

সবাই নাচছে, ফন্টেন, তার বান্ধবী ভ্যানেসা, অ্যালেকজ্যান্ড্রা, সবাই। বুড়ো বেঞ্জামিন শুধু সেই ফরাসী ডিপ্লোম্যাট আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বসে গল্প করছে আর মাঝেমাঝে গ্লাসের পানীয় গলায় ঢালছে। ও বুড়ো আর এই বয়সে সঙ্গিনী পাবে কোথা থেকে। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে সুকি নামে একটা মেয়ের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। মেয়েটার মাথায় কদমছাঁট চুল, এত ছোট ছোট করে ছাঁটা, যে দেখলে মনে হয় অল্প কিছুদিন আগে মাথা ন্যাড়া করেছিল। ফ্যাশন মডেলিং করে সুকি। সুকির দু'হাত ধরে নাচের তালে পা ফেলতে ফেলতে ইচ্ছে করেই আমি অ্যালেকজ্যান্ড্রার পাশে চলে এলাম। সুকির নাচের স্টেপিং খুব ভাল, আসলে ম্যাসির বান্ধবী সে। আমার সঙ্গে নাচতে পেরে সে খুব খুশি হয়েছে এটা বুঝতে পারছি।

"দেখি তুমি কেমন তাল মিলিয়ে শেক্ করতে পার," বলে আমি প্রায় ক্ষেপে উঠে শেক্ করতে শুরু করলাম। "পারবে এমনি চালিয়ে যেতে? এটা সুইজারল্যাণ্ডের শেকের চাইতে আলাদা," ইচ্ছে করেই কথাটা চেঁচিয়ে বললাম যাতে অ্যালেকজ্যান্ড্রার কানে যায়। আড়চোখে তাকিয়ে মনে হল কথাটা তার কানে যায়নি, অথবা শুনেও শোনেনি এমনভাব করল।

"কি বললে?" সুকি নাচতে নাচতে প্রশ্ন করল। কথাটা ধরতে পারেনি সে।

"কিছু না," বলে সুকিকে আবার টেবিলের কাছে ফিরিয়ে এনে নাচ থামালাম।

"ইয়া হু," স্যামি চেঁচিয়ে উঠে দুটো আঙ্গুল মুখে পুরে সিটি দিল, তারপর আঙ্গুল তুলে কোণের দিকে দেখাল। তাকিয়ে দেখি ইটালিয়ান অভিনেত্রী কার্লা ক্যাসোনি কোণের টেবিল দখল করে বসেছে, সঙ্গে তিনটে মদ্দ। তিনটেই আমার মুখচেনা। ওদের মধ্যে হোঁৎকাটা ফিল্ম প্রোডিউসার।

বাকি দু'জনের একজন এক ইংরেজ অভিনেতা, অন্যজন তার স্টান্টম্যান। কার্লা ক্যাসোনি সত্যিই অপরূপ সুন্দরী, মাথায় ঘন কালো লম্বা চুল, চামড়ার রং জলপাইয়ের মত, রসে টুসটুসে শরীরে সবসময় একটা খাই খাই ভাব। কিন্তু আমার যে কি হল, কিছুতেই অন্যদিকে মন দিতে পারছিনা। এপাশে তাকিয়ে দেখি অ্যালেকজ্যান্ড্রা নাচ থামিয়ে তার বাপের পাশে ফের বসে পড়েছে। ওটি ওটি পায়ে তার পাশে গিয়ে বসলাম। ও অরেঞ্জ জুস খাচ্ছিল, আমায় দেখেও দেখলনা, সামনের দিকে ফাঁকা মন উদাস করা চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। কতক্ষণ আর চুপ করে বসে থাকা যায়। তাই উশখুশ করে উঠে বললাম, "কেমন লাগছে?"

"কিসের কথা বলছেন বলুন ত?" নরম অথচ গম্ভীর গলায় অ্যালেকজ্যান্ড্রা জিজ্ঞেস করল।

"এই আমাদের 'হোবো'র কথা বলছি," আমি বললাম, "কেমন লাগছে তাই জানতে চাইছি।"

"খুব ভাল," বলে ও একটা হাই তুলল। দেখলাম ওর হাতের নখগুলো ছোট করে কাটা। যাক, মেয়েটার তাহলে রুচি আছে বলতে হবে। বেশীর ভাগ মেয়েরই দেখেছি হাতের নখ ইয়া লম্বা আর ছুঁচলো, যেন গলায় বিঁধিয়ে দেবে, নয়ত এত ছোট যে দেখেই বোঝা যায় দাঁত দিয়ে নখ কাটার অভ্যাস আছে।

"আরেকটু নাচবেন?" আমি উপযাচক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"না, ধন্যবাদ।" অ্যালেকজ্যান্ড্রা বলল। বুঝলাম আমায় ফুটিয়ে দিতে চাইছে। এখনো আমায় চেনেনি তাই পাত্তা দিচ্ছে না। করে যাও খুকুমণি, আমারও দিন আসবে, মনে মনে বললাম, জানোনা ত আমি কি একখানা মাল। আমার সঙ্গে নাচবার জন্য কত মেয়ে হাপিত্যেশ করে। তোমার সৎমা ফন্টেনকে পর্যন্ত বিছনায় নাচিয়ে ছেড়েছি। এসব ভাবতে ভাবতেই ফন্টেন নাচ শেষ করে ফিরে এল, সঙ্গে সেই পিটার, পিটার লিঙ্কন স্মিথ। তাকে আসতে দেখেই আমি টুক করে উঠে অন্যদিকে কেটে পড়লাম। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম সেই ইটালিয়ান অভিনেত্রী কার্লা ক্যাসোনির টেবিলে। আমায় দেখেই একচোখ টিপে আঙ্গুল তুলে ডাকল সে। আমি কাছে যেতেই বলল, "তোমায় এত সুন্দর দেখতে, কিন্তু পকেটে একটা কানাকড়িও নেই, তাই না? এটা খুব লজ্জার ব্যাপার।"

"আমার সঙ্গে নাচবেন মাদাম?" আমি হেসে বললাম।

"উঁহু, তুমি বড় হিংসুটে," কার্লা হেসে বলল, "আমার সঙ্গে যারা এসেছে তাদের সঙ্গে নাচব বলে তোমার হিংসে হচ্ছে তাদের ওপর।" সত্যি আজ আমার কপালটা দেখছি খুব খারাপ, কেউ আমার সঙ্গে নাচতে রাজী হচ্ছে না।

হঠাৎ আমায় চমকে দিয়ে কার্লা তার সঙ্গীদের একজনের সঙ্গে নাচ শুরু করে দিল। সে কি নাচ, কি অদ্ভুত শেক। কার্লার সারা শরীর দুলছে অথচ তার বড় বড় স্তন দুটি নিশ্চল হয়ে আছে, একটুও নড়ছে না, তারপর হঠাৎই কার্লা যেন ক্ষেপে উঠল। এইবার তার স্তন দুলছে। তার নাচ দেখে ঘরের বাকি সবাই নাচ থামিয়ে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে শুরু করল।

আমি আর সবার সঙ্গে হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় হঠাৎ নজর পড়ল ফণ্টেনের দিকে। ফণ্টেনের টেবিলে এখন আর অ্যালেকজ্যান্ড্রা ও তার বন্ধু পিটার লিঙ্কন স্মিথকে দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই কেটে পড়েছে তার মানে রাতে দু'জনের গোপন কোন প্রোগ্রাম আছে।

ফণ্টেন হাত তুলে আমায় ডাকল। কাছে যেতেই টেবিলের তলা দিয়ে আমার পায়ে জুতোর এক ঠোক্কর মারল। বুঝলাম মহারাণী এখন আমার সঙ্গে নাচতে চাইছেন, এতক্ষণে আমার ওপর তাঁর কৃপাদৃষ্টি পড়েছে।

আগেই বলেছি ফণ্টেনের নাচ ভীষণ বাজে, তার স্টেপিং একদম আনাড়ীর মত। আমি আমার ডিস্ক জকি ফ্লাওয়ার্সকে চোখ টিপে দিতেই সে একটা স্লো রেকর্ড স্টিরিওতে চাপিয়ে দিল। ফণ্টেন একদম তালকানা। বারবার ওর স্টেপিং ভুল হচ্ছে, তাল কেটে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। এই বয়সের কোন সুন্দরী মহিলা যদি সতেরোয় পা দেয়া সদ্যযুবতীর মত নাচতে গিয়ে লাফ ঝাঁপ শুরু করে দেয় ত কার তা ভাল লাগে। কিন্তু কিছুই করার নেই, ফণ্টেন আমার মনিব, ওর ইচ্ছেয় সায় না দিয়ে আমি করব কি।

ফণ্টেন আমায় শক্ত করে ধরে তার বুকের কাছে টেনে আনল, তারপর ফিসফিস করে শুধালো, "ওকে ছুঁয়ে দেখেছো নাকি?"

"কার কথা বলছো গো মহারাণী?" প্রশ্ন শুনে আমার মুখ শুকিয়ে গেছে, তবু মুখে হাসি টেনে এনে বললাম, "আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আহা, ন্যাকা, কিছুই জানো না, তাই না?"

ফণ্টেন জিভ বের করে তার চকচকে ঠোঁট দু'খানা চেটে নিয়ে বলল, "ঐ ছুঁড়ির কথা বলছি, বুঝতে পারছ না? দেখে ত মনে হয় এইমাত্র জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে।"

কিছুক্ষণ আগে কার্লার এক বান্ধবী বাড়ি যাচ্ছিল, আমি হাত ধরে তাকে এগিয়ে দিয়েছিলাম। বুঝলাম ফণ্টেন সেই মেয়েটির কথাই বলছে। ফণ্টেনের এই একটা বিশ্রী স্বভাব, যাকে পছন্দ হবে না তার সম্পর্কে যা তা বলে বসবে। আমার ডিস্ক জকি ফ্লাওয়ার্স আর কালো চামড়ার ওয়েটারদেরও দুচক্ষে দেখতে পারে না সে। প্রায়ই আমায় বলে ওগুলোকে তাড়াও, ওদের দিয়ে হোবো চালানো যাবে না। আসল ব্যাপার হল ফণ্টেন ফ্লাওয়ার্স আর কালো চামড়ার ওয়েটারদেরও নিয়েও এক বিছানায় শুয়েছিল, কিন্তু ওরা কেউ নাকি তাকে শরীরের সুখ দিতে পারেনি। ওদের ওপর রাগের আসল কারণ এটাই। ফণ্টেন যতই বলুক, ফ্লাওয়ার্সকে আমি ছাড়তে পারব না। ওর মত ওস্তাদ ডিস্ক জকি এ শহরে একটিও নেই।

ফণ্টেনের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তার সঙ্গে বহুকষ্টে পা মিলিয়ে নাচতে লাগলাম। ফণ্টেনের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালাম বুড়ো বেঞ্জামিনের দিকে। সে তখনো একমনে ফরাসী ডিপ্লোম্যাট আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বকবক করে চলেছে।

"হেল্লো, টনি," আমাদের গা ঘেঁষে একটা মেয়ে নাচছিল তার বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে, নাচতে নাচতেই সে হেসে আমার দিকে তাকাল। আমি মুচকি হেসে মেয়েটিকে চোখ টিপে দিলাম।

ফণ্টেন আমার পাঁজরে প্রায় খিমচে ধরল, তারপর সেই জগৎ ভোলানো হাসি হেসে বলল, "এইসব ছোট ছোট পুতুলের মত মেয়েরা সবাই তোমার পেছনে ছুটছে, খুব মজায় আছো টনি, তাই না? নিশ্চয়ই তোমার খুব ভাল লাগে।"

ভাল যে সত্যি লাগে সেকথা স্বীকার করতে লজ্জা হবার কথা নয়।

আপনারা হলে কি করতেন? নিশ্চয়ই স্বীকার করতেন, তাই না?

টনিকে ফোন করার অল্প কিছুক্ষণ পরেই ওর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে হাজির হলাম। আমি হাত দেবার আগে দরজার পাল্লা নিজে থেকেই খুলে গেল, ভেতর থেকে যাচ্ছেতাই চেহারার লম্বা লম্বা কেলে চুলো এক ছুঁড়ি হাই তুলতে তুলতে বেরিয়ে এল। ও এই ব্যাপারে! লুকিয়ে টনি বাছাধন এইভাবে মজা লুটে বেড়াচ্ছে? শুধু আমার শরীরেই ওর মন ভোলে না? উঁহু, এ ভালো কথা নয়। তাছাড়া ভালো ঠসক আছে তখনি মেয়েদের যত খুশি নিজের পাশে শোয়া কেউ বারণ করবে না, কিন্তু একি দেখলাম? যাচ্ছে তাই দেখতে, যেন ঘরবাড়ি চালচুলো কিছুই নেই মেয়েটার, রাস্তায় থাকে, রাস্তাতেই খায়, শোয়। বুঝতে পেরেছি, টনির মত যারা টাট্টু ঘোড়া, মেয়েদের ব্যাপারে তাদের কোন রুচির বালাই নেই। যে কোন ছুঁড়িকে পাশে নিয়ে শুতে পারে তারা। টাট্টুদের স্বভাবই ঐ রকম। মেয়েটা বেরিয়ে যাবার পরেও আমি বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম নয়ত টনি ভাবতে পারে যে ওর সব কীর্তিকলাপ আমি জেনে ফেলেছি।

কলিংবেল টেপবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টনি এসে দরজা খুলে দিল। দরজা খুলে আমায় দেখেই লাফিয়ে পড়ে আমার গালে এক চুমু খেয়ে বসল,"এসেছো রাণীসাহেবা, আমার মালিক?" দরদ দেখে বাঁচি নে। তার সম্ভাষণের কোন জবাব না দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। আসলে চুমু খেতে আমার একদম ভাল লাগে না, বিশেষতঃ তখন খুবই খারাপ লাগে যখন সে চুমু খাচ্ছে তার মুখে অন্য মেয়েছেলের গাল বা ঠোঁটের গন্ধ লেগে থাকে।

ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে সে আমার জামাকাপড় ধরে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে দিল। আমি ইচ্ছে করেই টনিকে বাধা দিলাম না। এই একটা ব্যাপারে অন্তত তাকে বাধা দিতে চাই না। একটানে টনি আমার স্কার্ট খুলে ফেলে দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরল, তারপর ঠিক টাট্টু ঘোড়ার মতই লাফিয়ে খেলাটা শুরু করল। টনি আর যাই হোক এ ব্যাপারে ঠিকই বাহাদুর আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি ওর ওপর রীতিমত মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

তবে ঐ পর্যন্তই, টনির মুখে খেলার আগে কি পরে কোনরকম ভালকথা শোনা যায় না। যা বলে তা নিতান্ত একঘেয়ে বস্তাপচা, সেসব শুনে তাকে কেউ বুদ্ধিমান বলবে না।

জামাকাপড় পরে নিয়ে বললাম, দেরী হয়ে গেছে, এক্ষুণি হেয়ারড্রেসারের কাছে চুল ছাঁটতে যেতে হবে। কোনমতে টনির খপ্পর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলাম ভ্যানেসার কাছে।

আমার বান্ধবী এই মুটকি ভ্যানেসা আমার মতে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। বসলে আর তাকে সহজে উঠিয়ে দাঁড় করানো যায়না। এমন একটি কুঁড়ের বাদশা মেয়ে আমি আর দু'টি দেখিনি। ভ্যানেসাকে একেক সময় আমার লাল রংয়ের একটা গোরু বলে মনে হয়। টনি যে ওর মধ্যে কি দেখেছে তা ঐ জানে। হয়ত ভ্যানেসার বুকের সৌন্দর্যই টনির মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

আমি যে-অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি, সেখান থেকে বন্ধু যোগাড় করা বেশ মুশকিলের ব্যাপার। আমার সমান আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন মেয়ে খুঁজে পেতে হবে, সাধারণ মেয়ে হলেই হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরবে। বেঞ্জামিনকে বিয়ে করার পর আমার অবস্থা ঠিক ঐরকম হয়েছিল। আমার গায়ে নতুন মিঙ্কের কোট বা কানে কিংবা আঙুলে নতুন হীরের গয়না দেখতে পেলেই আমার বান্ধবীদের মুখে শুকনো হাসি ফুটতে উঠত। তবে ভ্যানেসা ঠিক ওদের দলে ছিলনা, কারণ তার স্বামী লিওনার্ডের আর্থিক সঙ্গতি প্রায় বেঞ্জামিনের সমানই বলা চলে কিন্তু ভ্যানেসাকে দেখলে তা ঠিক বোঝা যায় না।

সুন্দর দামী জামাকাপড় পরব আর সবাই হিংসের চোখে আমার দিকে তাকাবে এটা আমার

খুব ভাল লাগে। আমার মনে হয় এরকম একটা জীবন যে আমার গড়ে উঠবে তা যেন আগে থাকতেই আমার জানা ছিল।

ছোটবেলায় আমিও আর পাঁচটা সাধারণ বাচ্চার মত বেড়ে উঠেছিলাম। আবার মা ছিলেন সাদামাঠা ঘরোয়া গোছের, বাপ ছিল একটা বেজন্মা বদমাইশ, আমার মার জীবন সে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। আমি থাকতাম বোর্ণমাউথে, আমার নাম ছিল ফেলিসিটি ব্রাউন। ছোটবেলায় খুব শান্তভাবে আমি বড় হচ্ছিলাম, মেয়েদের খুব ভাল স্কুলে আমি পড়াশোনা করতাম। আমার ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে পশু চিকিৎসক হব এবং ক্লাশে অন্যান্য মেয়েরা যেটুকু ফিসফাস করত, তার বাইরে সেক্স ছাড়া অন্য কিছুই জানতাম না। আমি ষোলবছরে পা দেবার পর পুরুষবন্ধুর সঙ্গে প্রথম বাইরে পা দেবার সুযোগ পেলাম। সে ছিল স্থানীয় চিকিৎসকের পুত্র, বয়স মাত্র উনিশ, বেশ শান্তশিষ্ট স্বভাবের ছেলে। আমরা বেশ ক'দিন হাতে হাত রেখে ঘোরাঘুরি করলাম,পরস্পরকে চুমু খেলাম এবং বিয়ে করে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখলাম। আমাদের অভিভাবকেরাও এ-ব্যাপারে কোন আপত্তি করলেন না। ঠিক হল ও একুশে আর আমি আঠারোয় পা দিলে আমাদের বিয়ে হবে। এর কিছুদিন পর ও ডাক্তারী পড়া শেষ করতে হোস্টেলে ফিরে গেল, আমিও সেলাই ফোঁড়াই আর রান্নার ক্লাশে ভর্তি হলাম। তখনো অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি, আমার মনের আনাচে-কানাচে শুধু মার্ক একাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রেম বা দেহমিলন কাকে বলে সে সম্পর্কে তখনো আমার খুব একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি।

রান্নার ক্লাশে মারশিয়া নামে একটা মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মেয়েটার বিয়ে হয়নি এবং ঐ বয়সেই সে গর্ভবতী হয়েছিল, পাঁচজন তাকে নিয়ে নানারকম কথা বলাবলি করত। আমার মা বাবা দু'জনেই তাকে ঘেন্না করত, তার নাম পর্যন্ত শুনতে পারতেন না তাঁরা। কিন্তু আমার কাছে সে ছিল একঝলক তাজা দখিনা হাওয়ার মত। সতেরো বছর বয়সে সেই আমায় প্রথমে শিখিয়েছিল মুক্ত জীবনের স্বাদ কাকে বলে।

একদিন তার কাছে মার্কের কথা বললাম।

"সবই ত বুঝলাম," মারশিয়া বলল, "কিন্তু ছেলেটা বিছানায় উঠে তোর সঙ্গে খেলে কিরকম?"

আমি বুঝতে না পেরে বোকার মত হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মারশিয়া হেসে বলল, "উঁহু, তুই এবার ঠিক বলবি কোনদিন ওর সঙ্গে ওসব আজেবাজে কিছু করিসনি, ঠিক জানি। ওসব আমি বিশ্বাস করতে রাজী নই।"

আমি সত্যিই শারীরিক কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিনি শুনে মারশিয়া হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। হাসি থামলে বলল, "ধ্যাৎ, লোকটা বিছানায় শুয়ে কিরকম খেলে তা এখনো জানতে পারলিনা ত ওকে বিয়ে করবি কি করে? এটা খুব দরকারী তা ভুলে যাস না। চটপট জেনে নে।"

মারশিয়ার পোয়াতি পেট ততদিনে বেশ ঝুলে পড়েছে, ওর স্বামী কে তাও আমার জানা নেই। হয়ত ও যা বলেছে তাই ঠিক, মার্কের সঙ্গে দেহমিলনের অভিজ্ঞতাটুকু আমার সঞ্চয় করা একান্ত দরকার। মনে মনে খানিকটা উত্তেজনা নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইলাম মার্ক কবে ছুটিতে বাড়ি ফিরবে সেই আশায়।

মার্ক ছুটিতে বাড়ি এল, তারপর একদিন তার বাবার গাড়ি চালিয়ে আমায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। খুব ভাল একটা হোটেলে সন্ধ্যের কিছু পরে ডিনার খেয়ে আমি মার্ককে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসার কথা বললাম।

"ওঃ ফেলিসিটি, আমি বড় ক্লান্ত," মার্ক বলল।

"প্লীজ মার্ক,আমায় না বোল না," আমি বললাম। মনে মনে আমি তখন তার শরীরের স্বাদ কিরকম তা জানার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

"ঠিক আছে, চল," মার্ক অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হল।

সমুদ্রের ধারে এসে গাড়ি থামিয়ে মার্ক আমায় নিয়ে বালির ওপর বসল। তারপর ক্লান্তচোখ মেলে তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে।

তার নীরবতা ভাঙ্গবার জন্য বললাম, "মার্ক, আমাদের যদি সত্যিই বিয়ে হ'. তবে এখন থেকে আমাদের পরস্পরকে ভাল করে চেনা উচিত নয় কি?"

"কি বলছ ফেলিসিটি," মার্ক জানতে চাইল, "আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।"

আমি তার গায়ের সঙ্গে নিজেকে সেঁটে ধরে বললাম, "কি বলছি তা ত তুমি ভালভাবেই বুঝতে পারছ মার্ক।"

হঠাৎ বৈদ্যুতিক শক্ খাবার মত মার্ক ছিটকে সরে গেল, আমায় দু'হাতে ঠেলে দিয়ে বলল, "ঐ রকম মেয়ে ত প্রচুর আছে ফেলিসিটি, তাহলে আর তোমার কাছে আসব কেন?"

তার ব্যবহারে আমার সত্যিই খুব রাগ হল। ততদিনে শরীরের ভেতর প্রথম উত্তেজনা কাকে বলে বুঝতে শুরু করেছি, তার মধ্যে মার্ক, আমার প্রেমিক, এইভাবে হাত দিয়ে আমায় ঠেলে সরিয়ে দিল? আমি শক্তগলায় সেইমুহূর্তে বাড়ি ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম।

মার্ক বিনা প্রতিবাদে আমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল। তারপর মার্কের সঙ্গে আর কোনদিন দেখা করব না ঠিক করলাম।

কিন্তু তা হলে কি হবে, আমার দেহমিলনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যে এখনো বাকি রয়েছে, তাই পরদিন রাতে স্থানীয় এক কফি বারে টেড নামে এক লম্বাচওড়া চেহারার ছেলের সঙ্গে আলাপ হল। গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, টেডকে বেশ পুরুষালি দেখতে ছিল। ভাবলাম জীবনের রহস্য কি, সে সম্পর্কে টেড আমায় দীক্ষা দেবে। টেডের সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ কথা বলার পর সে যখন তার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াবার প্রস্তাব দিল, তখন কোন প্রতিবাদ না করে এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম।

সমুদ্রের ধারে হাঁটতে হাঁটতে টেড হঠাৎ আমায় জড়িয়ে ধরে চুমু খেল, তারপর জাপ্টে ধরে ফেলে দিল বালির ওপর। আমার ওপর চেপে বসল সে। প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলাম শরীরের গোপন স্থানটিতে, কিন্তু সে ব্যথা এখন এক অনির্বচনীয় সুখ দিচ্ছে আমায়। কাজকর্ম শেষ করে ও চলে যেতে চাইল কিন্তু আমি তাকে আঁকড়ে ধরে রইলাম। অন্ধকারে সমুদ্রের ঢেউয়ের উন্মত্ত গর্জন শুনতে পাচ্ছি, তার মধ্যে নিঃশব্দে আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বালির ওপর ছটোপাটি করছি। হঠাৎ ও আমায় কুত্তী বলে গাল দিল, আর বলল আমি নাকি ওকে ব্যথা দিচ্ছি। আমি ওকে ব্যথা দিচ্ছি। দয়িতের মুখের কি অপূর্ব কথা!

আমার ভেতরের মানুষটা মরে গেল, এক নতুন ফেলিসিটি ব্রাউনের জন্ম হল সেদিন। আমার এক নতুন জীবন শুরু হল, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখলাম বোর্নমাউথ আমার পক্ষে খুব ছোট জায়গা, তাই এবার লণ্ডন রওনা হলাম। আমার স্বভাব চরিত্র এত দ্রুত পাল্টে গেল যা দেখে বাবা ঠিক করলেন আমার সেখানে চলে যাওয়াই মঙ্গল। মা হয়ত আড়ালে কয়েকফোঁটা চোখের জল ফেলেছিলেন।

আমি লণ্ডনের মাটিতে যখন পা রাখলাম তখন আমার বয়স মাত্র বাইশ। ততদিনে বেশ খানিকটা লম্বা হয়েছি, আমার গড়নও বেশ পাতলা হয়েছে, এই পৃথিবীর লোভী পুরুষদের দেবার মত এখন আমার অনেক আছে। আমি কিন্তু এখন আর ফেলিসিটি ব্রাউন নই, আমার

নতুন নামকরণ হয়েছে ফণ্টেন, শুধু ফণ্টেন। আমি একজন সেরা মডেল। সুন্দরী, টকটকে বংয়ের এক রূপসী।

লণ্ডনে অনেক মানুষের ভীড়ে একদিন পলের সঙ্গে আলাপ হল। পল নিজেও মডেলিং করত, জিমন্যাস্টিক করা শরীরে সে বিছানায় আমায় যথেষ্ট সুখ দিত। পল কখনো কখনো অভিনয়ও করত। আমাদের বিয়ে হল।

বিয়ের পর আমি দিনরাত হাড়ভাঙ্গা খাটতে লাগলাম, পল একা একা চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকে। ও জুয়া খেলে, মদ খায়, অন্য মেয়েদের সঙ্গেও প্রচুর সময় কাটায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমরা একসঙ্গে কাটাতে লাগলাম, হয়ত পলকে আমি সত্যিই ভালবাসতাম, তাই।

সাতাশ বছর বয়সে পা দিয়ে একদিন আমি আয়নায় নিজের দিকে তাকালাম। গত সাত বছর যাবৎ একটানা আমি একজন সেরা মডেল হিসেবে কাজ করে গিয়েছি, অন্য যে কোন পেশায় লেগে থাকলে এই সুদীর্ঘ সময়ে এতদিনে আমি অনেক উঁচুতে উঠতে পারতাম। আর কতদিন আমি নিজের রূপ বজায় রাখতে পারব? আমার সুনাম আর কতদিন টিকবে? শীগগিরই আমার ত্রিশ বছর বয়স হবে, পল আমার সব জমানো টাকা ধ্বংস করছে। ভবিষ্যতে আর ক'টা ম্যাগাজিনের মলাটে আমার ছবি ছাপা হবে? দিনরাত মডেলিং করে করে ততদিনে আমি নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পলকে দিন দিন অসহ্য মনে হতে লাগল। আমি এবার নুতুন পুরুষ খুঁজতে শুরু করলাম।

পেয়েও গেলাম একজনকে। আমার বর্তমান স্বামী বেঞ্জামিন খালেদ। সেণ্ট মরিজে তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। ওখানে পশমী পোশাকের জন্য আমি মডেলিং করছিলাম, এমন সময় বেঞ্জামিন একদিন তার বৌ আর দুটো বাচ্চা নিয়ে এসে হাজির হল। ওখানেই তার সঙ্গে প্রথম আলাপ। আলাপের পর বেঞ্জামিন বলল, "লণ্ডনে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি?" আমি তাকে আমার ফোন নম্বর দিলাম। লম্বায় সে আমার কাঁধ ছাড়িয়ে যায় এটা ভাল করেই নজরে পড়েছিল।

আমার সঙ্গে আলাপ হবার পর ঠিক পাঁচ সপ্তাহ পর বেঞ্জামিন তার প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে ডিভোর্স করল। আমি খুব হুঁশিয়ার হয়ে খেলাটা চালিয়ে গেলাম। আমার সবকিছু তাকে উজাড় করে দিলাম বটে, কিন্তু দিলাম সেই অবস্থায় যখন সেগুলো পাবার জন্য সে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিল। টনি একটা বিশ্রী কথা প্রায়ই বলে—"খুকুমণি, আমি তাজা গরম আছি, খেতে চাও ত চটপট খেয়ে নাও।" আমায় পাবার আগে বেঞ্জমিনের অবস্থা ঠিক তেমনটিই হয়েছিল।

পলের হাত থেকে আমায় সরিয়ে আনা খুব একটা মুশকিল হল না। বেঞ্জামিনের কাছ থেকে এককোড়ি টাকা খেয়ে পল স্বেচ্ছায় আমায় ডিভোর্স করল, বলতে গেলে বেঞ্জামিনের কাছে আমায় বিক্রী করে দিল সে। প্রচুর টাকার বিনিময়ে বেঞ্জামিনের স্ত্রীও ডিভোর্সে কোন আপত্তি করল না। নিজের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে যে ক'টি সন্তান হয়েছিল, তাদের প্রত্যেককেই অগাধ ধনসম্পত্তি দান করেছে বেঞ্জামিন। বেঞ্জামিনের ছেলে মেয়ে দু'জনকেই আমি দেখেছি। ছেলেটা বাপের চাইতেও বাঁটকুল, মেয়ে অ্যালেকজ্যান্ড্রা কেমন যেন সাদামাটা, চেহারায় একফোঁটা জৌলুষ নেই, ঠিক ওর মায়ের মত।

আমার গল্প এখানেই ফুরোলো। বেঞ্জামিনের সঙ্গে আবার নতুন করে ঘর বাঁধলাম আমি, এমনকি নতুন কেনা এক ইয়াটে চেপে আমরা দু'জন দ্বিতীয়বার হনিমুন পর্যন্ত করতে গেলাম। আমার যখন যা দরকার সব বেঞ্জামিন কিনে দেয়, আর শরীরের ক্ষিধে মেটানোর জন্য ত আমার একটা টাট্টু ঘোড়া আছেই—আমি সর্বার্থে সুখী।

কিন্তু ফেলিসিটি ব্রাউন নামে যে মেয়েটা লণ্ডনের ভীড়ে হারিয়ে গেল, তার কি হল?

পাঁচ

অ্যালেকজান্ড্রা

বাড়ি ফেরার পর যেন ধড়ে প্রাণ পেলাম। ম্যাডেলিন আর আমি একসঙ্গে প্লেনে চেপেছিলাম. ওর বাবা আর ভাই এয়ারপোর্টে আমাদের বিদায় জানাতে এসেছিল। ম্যাডেলিনকে আমি ম্যাডি বলে ডাকি। ওর ভাই মাইকেলের সত্যি তুলনা নেই। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের, ছোটবেলায় একসঙ্গে কত খেলাধুলা করেছি তার ইয়ত্তা নেই। তবে একদম হালে দেখছি ওর চেহারাটা ভীষণ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

মাইকেল সম্পর্কে আমি কি ভাবি তা ম্যাডেলিনকে বলার মত সাহস পেলাম না কারণ আমার ভয় হল ম্যাডি আমার কথা ঠিক ধরতে পারবে না। মাইকেল ওর ভাই ত বটেই, সেই সঙ্গে ওর ধ্যান জ্ঞান সবকিছু, কাজেই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ও অন্যচোখে দেখবে। ছেলেদের সমালোচনা করার ব্যাপারটা আমরা দু'জন সব সময় একসঙ্গে বসেই করে থাকি, যদিও সুইজারল্যাণ্ডে থাকার সময় সে সুযোগ বেশী পাইনি, কারণ আমাদের স্কুলটা ছিল কনভেণ্ট। আমাদের স্কুলের যে মালী, তার বয়স ছিল মাত্র ত্রিশ, ম্যাডি হঠাৎ ওর জন্য পাগল হয়ে উঠল। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, আমি হলের জানালা খুলে দিতাম, ম্যাডি সেই খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে রোজ রাতে তার সঙ্গে মিলিত হত। ধরা পড়লে অবশ্য আমাদের দু'জনকেই স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হত, এটা ঠিক। এইভাবে কিছুদিন চলার পর একদিন ম্যাডি ওকে তার ব্রা আর সোয়েটার খোলার অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু দিলে হবে কি, ছেলেটা শুধু তাতেই ক্ষান্ত থাকেনি, ম্যাডির সঙ্গে আরো কিছু করার জন্য একেবারে ক্ষেপে উঠেছিল। ম্যাডি দেখল ব্যাপার বেগড়বাই, অগত্যা সে রণে ভঙ্গ দিয়ে সেই যে কেটে পড়ল, তারপর যতদিন ছিল আর কোনদিন ও মুখো হয়নি।

গত ছুটিতে ম্যাডির বাবা-মার সঙ্গে মণ্টিকার্লোতে খেতে গিয়েছিলাম। ওখানেই একটা সুন্দর স্মার্ট চেহারার ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ছেলেটার গায়ের রং ছিল তামাটে। একদিন রাতে ম্যাডি আর আমি দু'জনেই ওর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ নাচলাম। আসার সময় ছেলেটা আমাকে চুমু খেয়ে বিদায়ও জানিয়েছিল। ইস্, সে এক দারুণ ব্যাপার, ছেলেটা ওর জীভ আমার মুখের ভেতর পুরে দিয়েছিল।

যাক্, আমাদের স্কুলের পড়াশুনোর পাট এতদিনে চুকল। কি মজা, আর স্কুলে যেতে হবে না, এ যেন এক অপূর্ব সুখস্বপ্ন। ম্যাডেলিন আর আমি দু'জনেই এক দারুণ প্ল্যান এঁটেছি। আমরা দুজনে লণ্ডনের চেলসীতে একখানা ফ্ল্যাটে ভাগাভাগি করে থাকব। এ ব্যাপারে ও ওর মা-বাবার ওপর এবং আমি আমার মা-বাবার ওপর প্রভাব খাটাব। অনেক ভেবে চিন্তে দু'জনেই ঠিক করলাম যে চেলসীই হল আমাদের পক্ষে থাকার উপযুক্ত জায়গা, অনেক ছেলে ছোকরার সঙ্গে চুটিয়ে লাট খাব দু'জনে, আর সেই ফাঁকেখোঁজাখুঁজি করতে করতে দু'জনে দুটো চাকরীও যোগাড় করে নেব।

দু'মাস হল আমি সতেরোয় পা দিয়েছি, বলতে গেলে এখন আমি রীতিমত পরিণত বয়য়ের মেয়ে, অথচ দুঃখের ব্যাপার হল এ-পর্যন্ত আমার জীবনে রোমাঞ্চকর কোন ব্যাপারই ঘটেনি।

আমি ম্যাডির সঙ্গে ভার্জিনিয়া ওয়াটারে ওদের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলাম। ওখানে ম্যাডি ওর মা-বাবার সঙ্গে থাকে। আমার মা-বাবা কিছুদিন আগে ডিভোর্স করেছেন। ফণ্টেন নামে বদখত বাজে টাইপের একটা মেয়ের রূপে ভুলে গিয়ে আমার বাবা কিছুদিন আগে আমার মাকে ডিভোর্স করেছেন। বাবার দিক থেকে কাজটা খুবই স্বার্থপরের মত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আগে আমরা সবাই খুব সুখে থাকতাম, কোনরকম চিন্তাভাবনা বা দুঃখ আমাদের

সংসারে ছিলনা। তবে বাবার নতুন বৌ ফণ্টেন দেখতে দারুণ এটা মানতেই হবে, এবং সেই সঙ্গে এও মানতেই হবে যে ঐ ফণ্টেন মাগী আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেনা। ভাগ্য ভাল যে ওর সঙ্গে আমার রোজ দেখাসাক্ষাৎ হয় না, হলেও মাঝে মধ্যে, যেমন আজ, যখন স্কুলের পড়াশুনো চুকিয়ে আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

ম্যাডির বাবা আজ রাতে আমায় আমার বাবার কাছে নিয়ে যাবেন। বাবা একা নন, শুনেছি তাঁর সঙ্গে ঐ রাক্ষুসী ফণ্টেন মাগীও থাকবে। তারপর আগামীকাল সকালে আমি ট্রেনে চেপে চলে যাব আমার মায়ের কাছে, নিউ মার্কেটের কাছে আমরা একটা বাড়িতে থাকি। আমার মা, আমার ভাই ম্যাক্স আর আমি। বাবা, মাকে ডিভোর্স করার পর আমরা আগের বাড়িটা ছেড়ে দিয়েছি কারণ আমাদের তিনজনের পক্ষে ওটা বেশ বড় ছিল, তাছাড়া মা এখানে আর একদিনও সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবেন বলে আমার মনে হয়নি।

আমাদের নতুন বাড়িটাও কম বড় আর সুন্দর নয়। এখানে সুইমিং পুল, আস্তাবল, ঘোড়া, সব আছে। আশা করছি মা আমায় লণ্ডনে থাকতে দিতে কোন আপত্তি করবেন না।

"আজ রাতে তুমি কি করছ?" তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে ম্যাডি বাথরুম থেকে বেরিয়ে আমায় প্রশ্ন করল। স্নান করতে ভীষণ সময় নেয় ম্যাডি। ও বাথরুমে ঢোকার পর আধঘণ্টা কেটে গেছে, আমি বাথরুমের দরজার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি।

"আমি সাজগোজ করবনা," আমি বললাম, "করে হবেই বা কি।" সত্যি কথা বলতে কি, ভাল জামাকাপড় আমাদের দু'জনের একজনেরও নেই কারণ এতদিন সুইজারল্যাণ্ডে থাকার সময় আমরা শুধু সোয়েটার আর স্কার্ট পরেই থাকতাম। আমাদের দু'জনের জামাকাপড়ই যথেষ্ট সেকেলে।

"আমি তোমায় দোষ দিইনা ভাই," ম্যাডি বলল, "ঐ মাগী আসছে শুনে আমার নিজেরই সাজগোজ করার ইচ্ছে হচ্ছে না।" ম্যাডি ফণ্টেনকে চোখে না দেখলেও মুখ থেকে যেটুকু শুনেছে, তাতেই ওর ওপর এক দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মেছে।

স্নান সেরে চুল আঁচড়ে বাক্স পেঁটরা খুলে একটা ভাল পোশাক বের করে পরলাম। ম্যাডি আমার মুখে মেক-আপ করে দিল।

"যাও, এবার ভাল করে মজা লুটে নাও," ম্যাডি বলল, "রাতে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

সাজগোজ সেরে নীচে এসে দেখি ম্যাডির বাবা মিঃ নিউকোম্ব আর ম্যাডির দাদা মাইকেল দু'জনেই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। মিঃ নিউকম্বের ব্যবসায়িক সূত্রে আজ রাত্রে একটা ডিনার পার্টি আছে, মাইকেলকে নিয়ে উনি সেখানেই যাবেন। মাঝেমাঝে মনে হয় আমার নিজের বাবা যদি মিঃ নিউকম্বের মত ভাল হতেন!

মাইকেল এখন দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে। আগের চাইতে বেশ লম্বা হয়েছে, মাথায় একরাশ লম্বা চুল ঘাড়ের ওপর লতিয়ে পড়েছে। ও লণ্ডনে থাকে। ম্যাডি আর আমি লণ্ডনে ফ্ল্যাট নেবার পর নিশ্চয়ই মাইকেলের সঙ্গে আরো দেখা হবে।

গাড়ির সামনের সীটে মাইকেল ওর বাবার পাশে বসেছে। আমি বসেছি পেছনের সীটে, কাজেই গাড়ি চলার সময়ে ওর সঙ্গে কথা বলার খুব বেশী সুযোগ পেলামনা।

'হোবো'র সামনে মিঃ নিউকোম্ব গাড়ি থামাতেই আমি দরজা খুলে নেমে পড়লাম। মাইকেল আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

"শীগ্‌গিরই আবার আমাদের দেখা হবে," আমি হাসিমুখে বললাম,পরক্ষণেই গাড়ি ছেড়ে দিল। মনে হল মাইকেল হয়ত আমাকে পছন্দ করে ফেলেছে। ম্যাডির কাছে শুনেছি ওর

প্রচুর বান্ধবী আছে, হয়ত এবার তাদেরই একজন হব, অথবা আমিই হব এক ও অদ্বিতীয়।

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ভেতরে পা দিতেই বাটলার এসে আমার কোট নিয়ে গেল। ফণ্টেন মাগী দূর থেকে আমায় দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল, আমার গালে চুমু খেয়ে বলল, "অ্যালেকজান্ড্রা, তোমায় দেখে আমি এত খুশী হয়েছি যে কি বলব।" জানি এসবই ও বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলছে। বাবা আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মনে হল তিনি যেন আগের চাইতে আরো বেঁটে হয়ে গেছেন, আরো বুড়িয়েছেন।

একটা সোফায় বাবার পাশে বসলাম। ফণ্টেন হারামজাদী একটু সরে বসে স্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে একটা ফ্যাশন ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে লাগল। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার সব রাগ জল হয়ে গেল। কি বিশ্রীরকম বুড়িয়ে গেছেন বাবা, অথচ মাত্র চার মাস আগেও তাঁকে দেখতে অদ্ভুত তাজা ছিল। টাকার লোভে বাবাকে বিয়ে করে ঐ রাক্ষুসী বাবার সমস্ত প্রাণশক্তিটুকু নিংড়ে শুষে খাচ্ছে নাকি?

"আজকের সন্ধ্যেটা আমরা খুব চমৎকার কাটাব সোনা," বাবা বললেন, "তোমার স্কুলের খবর বল শুনি।"

"বাবা , তুমি সত্যিই ভাল আছ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"নিশ্চয়ই ভাল আছি, একশোবার," বাবা জবাব দিলেন। "আমি সবসময় বেশী পরিশ্রম করি আর আমারও তাই পছন্দ। আমি বসে থেকে কোনদিন সময় কাটাইনি।" বলে বাবা একবার ফণ্টেন পেত্নীর দিকে আড়চোখে তাকালেন, কিন্তু সে বাবাকে পাত্তা না দিয়ে আপনমনে ফ্যাশন ম্যাগাজিন পড়ে যেতে লাগল।

"তোমার মা কিরকম আছেন বল।"

"মার সঙ্গে এখনো আমার দেখা হয়নি," আমি বললাম, "কারণ এখনো আমি বাড়ি যাইনি। গতরাতে শুধু ফোনে মার সঙ্গে কথা বলেছি। মা ভালই আছে মনে হল। মা বলল বেনের চিঠি পেয়েছেন। ও ভালই আছে।"

আমার ভাই বেন আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করছে।

"তোমার মা এক আশ্চর্য মহিলা, অদ্ভুত তাঁর মনোবল," বাবা হঠাৎ মার প্রশংসায় আত্মহারা হয়ে উঠলেন। আমার সেদিনটির কথা মনে পড়ল যেদিন মার মুখ থেকে আমি আর বেন জানতে পেরেছিলাম বাবা তাঁকে ছেড়ে আমাদের ছেড়ে চিরদিনের মত চলে যাচ্ছেন। মা চেঁচামেচি কান্নাকাটি কিছুই করেননি, তবু আমি ঠিক টের পাচ্ছিলাম যে গোটা ব্যাপারটায় তাঁর বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। মার বয়স তখন পঞ্চাশ, অদ্ভুত সুন্দরী ছিলেন তিনি। অল্পবয়সে তাঁকে, দেখতে আরো সুন্দর ছিল। তাঁর বিয়ের সময় যে ছবি তোলা হয়েছিল তাতে দেখেছিলাম তাঁকে অপূর্ব রূপসী ছিল দেখতে, চুলগুলো ছিল সোনালী কোঁকড়ানো, হাসলে গালে টোল পড়ত। আমি জানি মার যখন বিয়ে হয় তখন বাবা এত বড়লোক হয়নি।

"আমি মাকে তোমার ভালবাসা জানাব," হঠাৎ কিভেবে বলে বসলাম। মনে হল এই জাতীয় কিছু বলাই বোধহয় এই মুহূর্তে সঙ্গত হবে। বাবা শুনে মুচকি হেসে আমার হাঁটুতে চাপড় মারলেন।

"জানো বাবা," আমি বললাম," শীগ্‌গিরই আমি লণ্ডনে এসে থাকব, আমি আর ম্যাডেলিন চাকরী করব, তারপর একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে দু'জনে ভাগাভাগি করে থাকব।"

"এসব বুদ্ধি আবার কবে থেকে মাথায় চাপল," বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন, "লণ্ডনে এসে থাকতে চাও সেত খুব ভাল কথা। আমাদের সঙ্গে অনায়াসেই থাকতে পার, তোমার চাকরী করার কোন দরকার নেই। ফন্টেন নিজেও খুব খুশি হবে।"

"না বাবা, তুমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছোনা," আমি বললাম, "আমি আঠারোতে পা দিয়েছি, একুশ বছর বয়সে আমি প্রচুর টাকার মালিক হব তা ভুলে যেয়োনা। আর তার জন্য আমার নিজেকে তৈরি করা দরকার। আমি ঠিক বড়লোকের মেয়ে হয়ে বাঁচতে চাইনা। তাই কয়েকটা বছর আমি একজন সাধারণ মেয়ে হয়েই বেঁচে থাকব।"

"এইত! এইত আমার মেয়ের মত কথা!" এবার বাবার মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তবে ভাল পছন্দসই একটা চাকরী আমিও তোমায় যোগাড় করে দিতে পারতাম।"

"না বাবা, প্লীজ," আমি অনুনয় করে বললাম, "আমার নিজের চাকরী নিজেকে যোগাড় করতে দাও।"

আমাদের কথার মাঝখানে অনেক লোক এসে ঢুকল। তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে বাবা আলাপ করিয়ে দিলেন, "অ্যালেকজান্ড্রা, এর নাম পিটার লিঙ্কন স্মিথ, খুব ভাল ছেলে। আজকের সন্ধ্যেটা উনি দয়া করে তোমায় সঙ্গ দেবেন।"

বাবার সেকেলে কথা বলার ধরন শুনে আমার হাড়পিত্তি জ্বলে গেল। দয়া করে সঙ্গ দেবেন মানে? কে ওঁর দয়া চায়। আমার ভারী বয়ে গেছে ওই লোকের সঙ্গে মিশতে। পিটার লোকটাকে কেমন নীচ প্রকৃতির বলে মনে হল। সারা সন্ধ্যে পাঁচ ছ'টার বেশী কথা ওর সঙ্গে বললাম না।

নাচগানের পালা শুরু হতে আমি ক্লান্ত বোধ করলাম। হোবোর ম্যানেজার একবার ছুটে এসে আমার সঙ্গে নাচতে চাইল, কিন্তু আমি তার মুখের ওপর না বলে দিলাম। বাবাকে খাতির করতে এদের ন্যাকান্যাকা কথা শুনে রাগ হাসি দুই-ই পায়।

পিটার আমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে বলায় আমি তার গাড়িতে উঠলাম। তার পাশে বসে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা নিজেরই মনে নেই। হঠাৎ ও গাড়ি থামিয়ে আমায় পাগলের মত চুমু খেতে শুরু করল। আমি প্রথমে বাধা দিইনি, কিন্তু আমার জামার ভেতর হাত গলিয়ে বুক স্পর্শ করতেই আমি রুখে উঠলাম, বললাম, "পিটার এসব কোরনা।"

"চুপ করো, কুত্তী কাঁহিকা!" বলে সে আমার স্কার্টের ভেতর হাত ঢোকাতেই আমার মাথায় খুন চেপে গেল, শরীরের সব শক্তি একত্র করে ওর মাথা লক্ষ্য করে এক ঘুঁষি ঝাড়লাম। পিটার আচমকা মার খেয়ে থতমত খেয়ে গেল, আর সেই ফাঁকে গাড়ির দরজা খুলে আমি পাগলের মত দৌড়োতে শুরু করলাম। আমার ভয় হচ্ছে ও আমায় ধর্ষণ করে মেরে ফেলতে চাইছে, কাগজে এ-ধরনের ঘটনা প্রায়ই বেরোয়।

বাইরে তখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। আমি কি করব ভেবে না পেয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় পিটার আমায় দেখতে পেয়ে আমার সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করাল। দরজা খুলে দিয়ে বলল, "ঠিক আছে বাবা, আমি তোমায় ধর্ষণ করবোনা, ভয় নেই। তুমি নিশ্চিন্তে গাড়িতে উঠে আসতে পার।"

আমি গাড়িতে গিয়ে বসলাম। পিটার সারা পথ একটি কথাও বললনা। ম্যাডির বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে গম্ভীর গলায় বললাম, "গুড নাইট।"

"হ্যাঁ বাড়ি যাও ছেলেধরা ডাইনী কোথাকার।" পিটার চেঁচিয়ে উঠল, তারপর গাড়ি চালিয়ে কেটে পড়ল।

ছয়

টনি

একটা গোটা সপ্তাহ কেটে গেল। আমি তার ফাঁকে চারটে সিনেমা দেখে নিলাম, ডিনার খেলাম ট্রেডার ভিকে, রুলেৎ খেলতে গিয়ে পঁচিশ পাউণ্ড হারলাম—তিনটে নতুন শার্ট কিনে ফেললাম এবং এরই মধ্যে প্রত্যেক রাতে কোন না কোন মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটালাম।

ফণ্টেন কেটে পড়েছে। কাউকে, বিশেষতঃ আমায় আগে থাকতে কিছু না বলে এইভাবে কেটে পড়ে বোধহয় সে খুব আনন্দ পায়। ও হয়ত মনে মনে ধরেই নিয়েছে যে যতদিন আমায় সাসপেন্সে রাখতে পারবে ততদিনই মঙ্গল।

জ্যানাইন মেয়েটাকে আমি ঠাট্টা করে 'খোনা সুরো' বলে ডাকি। ও বোধহয় ভাবতে শুরু করেছে যে ও এখানে পাকাপাকিভাবে থাকতে এসেছে। প্রত্যেক রাতে ও হোবোতে আসে। পরে দলের সঙ্গে ভিড়ে নাচে, গায় ফূর্তি করে। এরপর ও আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসে এবং তার অল্প কিছুক্ষণ পরেই ডুটে স্টুডিওতে চলে যায়। ফিরে আসে সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ যখন আমি ঘুম থেকে উঠি। মেয়েটা খারাপ নয়, যেকোন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু তবু ওর এখানে থাকা চলবেনা। স্রেফ ওর জন্য আমি এ সপ্তাহে স্যাডিকে ডাকার সুযোগ পাইনি।

আজ শনিবার, সপ্তাহের সবচেয়ে ব্যস্ত রাত। এখন রাত প্রায় আটটা, তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে পড়ার কথা ভাবছি। 'খোনা সুরো' এখনো দিব্যি ঘুমোচ্ছে, বেচারা। ঘুমোক যত খুশি।

একটা নতুন ফ্ল্যাট আমার খুব দরকার। এবার ফণ্টেন ফিরে এলে টাকাপয়সার কথা তুলতে হবে। আমার আরো টাকার দরকার, আমার আরো অনেক টাকা পাওয়া উচিত। রবিবার বাদে সপ্তাহের বাকি দু'দিন রাত দশটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত নাচন কোঁদন করা চাট্টিখানি কথা নয়। যে ক'টা টাকা পাই তা সাজগোজ করতেই খরচ হয়ে যায়, আর আমি ; যে পেশায় আছি, সেখানে সবচেয়ে বড় কথা হল চটক।

ভেবেছিলাম 'খোনা সুরো' জেগে ওঠার আগেই কেটে পড়তে পারব, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পারলামনা। পা টিপে টিপে প্রায় দরজার কাছে পৌঁছেছি, এমন সময় ও পেছন থেকে ডাকল, "বাবি, একা কোথায় যাচ্ছ? আমার জন্য অপেক্ষা করবেনা?"

ওর জন্য অপেক্ষা করতে—কেন বলল তা জানতে আমার বাকি নেই, জ্যানাইন আজ আমার ঘাড় ভেঙ্গে ডিনার খেতে চাইছে। অগত্যা তাই সই। জ্যানাইন আমার কথায় আশ্বস্ত হয়ে জামাকাপড় পরে নিল, মেক-আপও সেরে ফেলল অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে। জ্যানাইনকে একেক সময় আমার ভীষণ নাছোড়বান্দা বলে মনে হয়।

আমি স্যামিকে ডাকলাম, ওর আজ বান্ধবীর সঙ্গে লাঞ্চ খেতে যাবার কথা ছিল। আমরা চারজন তাই দল বেঁধে একটা ইটালিয়ান রেস্তোরাঁয় ঢুকে বেশ বড়মানুষী চালে স্প্যাঘেটি আর মিটবল দিয়ে ডিনার সারলাম। শুনলে আপনারা যারা পাঠক তাঁরা হয়ত হাসবেন তবু বলছি যে বান্ধবীর বয়স মাত্র পনেরো। একদিন বাসস্টপ থেকে স্যামি নাকি মেয়েটাকে তুলেছিল। স্যামির ঐ এক ভারী বদস্বভাব, পথে বেরোলেই আড়চোখে তাকিয়ে দেখে আশেপাশে সুন্দর দেখতে কোনও ছিপ্‌লি দাঁড়িয়ে আছে কিনা। আর শালার এমনই কপাল যে একটা না একটা ঠিক জুটে যায়, কখনো পুলিশ বা পাবলিকের হাতে ধরা পড়ে প্যাঁদানি খায়না। একবার ত

দারুণ কাণ্ড হয়েছিল, স্যামি বহুবার এ গল্পটা আমার কাছে করেছে। বেকার স্ট্রীট থেকে এক ছিপ্‌লি বাসে চড়েছিল, স্যামি তার পেছনের বাসে উঠে মেয়েটার পিছু নিল। বাস যায় কিন্তু মেয়েটা আর কিছুতেই সামনের বাস থেকে নামেনা। এইভাবে যেতে যেতে স্যামি একদম বাস টার্মিনাসে পৌছে গেল। আমার কেন জানিনা মনে হচ্ছে স্যামি এসব করে খুব ভাল কাজ করছেনা। যতই কলার তুলে রেন্না নিক না কেন, একদিন ও শালা ঠিক ফাঁদে পড়বে। হয়ত কোন মেয়েকে তুলতে যাবে, আর আড়াল থেকে হঠাৎ মেয়েটার পালোয়ান বাপ এসে ওর গলা চেপে ধরে বাসস্টপের ল্যাম্পপোষ্টের সঙ্গে ওর মাথাটা ঠুকে ঠুকে চাঁদিতে গোটাকয়েক আলু গজিয়ে দেবে। আর শালার বয়স যতই বাড়ুক না কেন টেস্ট একেবারে বাচ্চা ছেলেদের মত। বেছে বেছে পনেরো ষোল বছরের সেইসব মেয়েদের তুলবে যাদের মুখ থেকে এখনো দুধের গন্ধ কাটেনি, যাদের বুকে এখনো—। যাক্‌ আর বাজে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তবে আমার মতে স্যামির হাফপ্যান্ট পরা উচিত, ঠিক স্কুলের খোকাদের মত।

খেয়েদেয়ে আমরা হোবোতে এলাম। আমার 'খোনা সুরো' আর স্যামির পনেরো বছরে প্রেয়সী লেডিজ রুমে গিয়ে ঢুকল। ঢুকল ত ঢুকলই, আর সেখান থেকে বেরোবার নামটি নেই। বেত্রোল ঝাড়া আধঘন্টা বাদে।

"সব পাগলীরই এক ব্যামো, বুঝলে, টনি?" স্যামি বলল, "এতক্ষণ ধরে কি যে মেক-আপ করে কিছুই বুঝিনা।" আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, সে বাধা দিয়ে বলল "ভাল কথা, তোমার ঐ নতুন আমেরিকান মালের কি খবর হে? খুব শক্ত হাতে পড়েছ মনে হচ্ছে। একবার তাকালে ত আর চোখ ফেরানো যায়না।"

"কেন, তোমার চাই নাকি?" আমি চোখ টিপে বললাম, "সত্যি বলছি তুমি ওর দিকে হাত বাড়ালে আমি কিছু মনে করবোনা।"

"ধ্যাৎ, ও বয়সে আমার চাইতে ঢের বড়," স্যামি বলল, "ওরকম ঠাকুমা দিয়ে আমার চলবেনা।"

রাত বাড়ছে, হোবোতে লোক আসতে শুরু করেছে। প্রথমে এল দর্শকরা, চুপচাপ জোড়ায় জোড়ায় যে যার সীটে বসে পড়ল। এবার আসছে তারা যারা নেচেকুঁদে ভোর চারটে পর্যন্ত হাওয়া গরম করে তুলবে। তাদের কানফাটানো চিৎকার চেঁচামেচিতে টেঁকা যাচ্ছেনা। ম্যাক্সি, মিনি মিডি, কাফতান, বেলবটম, এলিফ্যান্ট, এমন কোন পোশাক বাকি নেই যা এই মুহূর্তে আমার চোখে পড়ছেনা। এদের প্রত্যেকে একেক জন হাই ফ্রিকোয়েন্সির প্রতিভা, আর প্রত্যেকেই আমার বন্ধু।

ফ্র্যাঙ্কলিনের জন্য আমার মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে যায় মাঝে মাঝে। জ্যানাইন আজকাল আমার সঙ্গে বেশী মেলামেশা করছে, আমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকছে এজন্য বেচারার দুঃখের অন্ত নেই।

দরজা ঠেলে দুই লাখোপতি বস্ত্র ব্যবসায়ী তাঁদের হীরেমুক্তোর গয়নায় মোড়া দুই বউকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। এঁদের দু'জনকেই আমি বিলক্ষণ চিনি, একজনের নাম হাইমি ভার্গে ব্লাট, তৈরি পোশাক বিক্রী করেন, সঙ্গে বৌ এথেল। অন্যজন শুধু কোট তৈরি করেন, নাম জ্যাক ডেভিডসনলি, এঁর গিন্নীর নাম বেসি। এখানে এসেই দুই বউ নিজের নিজের কর্তাদের ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে ভিড়ে যান, তারপর যখন ফিরে আসেন তখন দুই বুড়ো এমন বুদ্ধুর মত হাসেন যেন তাঁদের বৌয়েরা রাজ্যজয় করে এসেছে। আমি যতদূর শুনেছি এথেল আর বেসি তাঁদের কর্তাদের চোখে ধুলো দিয়ে দুটো স্প্যানিশ ছোঁড়ার সঙ্গে দিনরাত পড়ে থাকেন, কাকপক্ষীতে টেরও পায়না। চারজন সব সময় একসঙ্গে এখানে আসেন। আমি একেক

সময় ভাবি দুই বন্ধু কি বিয়ের পর পাশাপাশি দুটো খাটে বউ নিয়ে শুতো নাকি? কে জানে, হবেও বা।

সামনের দিকে এগোতেই দেখি সোনালী চুল দুটো ছেলেমেয়ে টিনার সঙ্গে কথা বলছে। তৃতীয় জনকে চিনলামনা।

"খুব দুঃখিত," আমি বললাম, "আপনাদের জন্য টেবিলের বন্দোবস্ত করতে পারছিনা...।"

আমার কথা শেষ হবার আগেই মেয়েটা ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল, আমি সঙ্গে সঙ্গে ভির্মি খেলাম। মেয়েটাকে ঠিক চিনেছি, ক'দিন আগেই এখানে এসেছিল—অ্যালেকজান্দ্রা, বেঞ্জামিন খালেদের প্রথম পক্ষের মেয়ে।

"হ্যালো," মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে সুন্দর হাসল, "আমায় চিনতে পেরেছেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় চিনেছি," বলে আমি ভাবতে লাগলাম কি নামে ওকে ডাকব, অ্যালেকজান্দ্রা, না মিস খালেদ।

"দেখুননা আমাদের কোথাও গুঁজে দিতে পারেন কিনা," অ্যালেকজান্দ্রা আবার বলল, "বাবা ত বললেন টনি যখন আছে তখন কোন ভাবনা নেই, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

উঃ, আবার বাবা দেখানো হচ্ছে, আমি মনে মনে বললাম। ভাবছে ওর বাবা বলেছে শুনে আমি ভয়ে যেমন করে পারি টেবিলের ব্যবস্থা করব। তা নয় সুন্দরী। টেবিলের ব্যবস্থা করতে হলে আমি এমনিতেই করব, শুধু তোমার রূপে ভুলেই।

ভাল করে অ্যালেকজান্দ্রাকে দেখলাম। সেদিনের চাইতে আজ ওকে আরো বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে। ওর চুল আজ ঘাড়ের ওপর ছড়ানো, মাথায় একটা সবুজ ফিতে বেঁধেছে। ওর গায়ে একটা সবুজ সোয়েটার পরনে টুইডের স্ল্যাকস। খুব জাঁকালো না হলেও অ্যালেকজান্দ্রাকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছে তা মানতেই হবে।

"তোমরা ক'জন আছো, চারজন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ," ও ছোট্ট করে ঘাড় নেড়ে বলল, "দেখুননা একটু ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা।"

আমি তাদের আমার টেবিলে নিয়ে এলাম। স্যামি, ফ্র্যাঙ্কলিন অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি চারজনকে ঐ এক টেবিলেই গাদাগাদি করে বসিয়ে দিলাম। তারপর ভাল ওয়াইন এনে দিলাম চারজনকে। আমি আগে ভেবেছিলাম অ্যালেকজান্দ্রা মেয়েটা বোধহয় মদ ছুঁয়েও দেখেনা, কিন্তু ও বাবাঃ, কোথায় কি। মদের গ্লাস এনে সামনে রাখার সঙ্গে সঙ্গে ও গ্লাসে চুমুক দিয়ে গপ্‌গপ্ করে গিলতে শুরু করে দিল। মদ খেতে খেতে ওরা নিজেদের মধ্যে গল্প করতে শুরু করল। স্যামি করুণ চোখে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন বলতে লাগল, এসব কি পাগলামি হচ্ছে গুরু? বেঞ্জামিন খালেদের এই মেয়েটার দিকে হঠাৎ কেন যে ঝুঁকে পড়েছি তা আমি নিজেও জানিনা। কিন্তু কারণ যাই হোকনা কেন, আমি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি এবার আর ওকে ছাড়ছিনা। অ্যালেকজান্দ্রার পাশে যে ছেলেটা বসে খুব গল্প করছে তাকে ঠিক চিনতে পারলামনা। ছেলেটার মাথার চুল খুব লম্বা, প্রায় ঘাড়ে এসে পড়েছে। পরণে সাধারণ পোশাক, কথাবার্তা আর হাবভাবেও কিছুটা ছেলেমানুষী ধাঁচ ফুটে উঠেছে। যাক, তবু ভাল, আমি মনে মনে বললাম, পিটার লিঙ্কন স্মিথের মত বজ্জাতমার্কা চেহারা এর নয়। যতদূর মনে হল এ ছেলেটা অ্যালেকজান্দ্রার বয় ফ্রেণ্ড। যেই হোক, ওকে আমি ঠিক খুঁজে বের করে নেব।

হঠাৎ 'খোনা সুরো' জ্যানাইন আমার কানের কাছে এসে প্রায় চেঁচিয়ে বলল, "আমার সঙ্গে একটু নাচবে, টনি?"

দু' চোখ পাকিয়ে আমি তার দিকে তাকালাম। একেবারে গাধা মেয়ে! সময় বোঝেনা, স্থান কাল পাত্র বোঝেনা, গুট করে বলে বসল নাচবে। নাঃ, এটাকে এখন যে করেই হোক খেদাতে

হবে। ফ্র্যাঙ্কলিনের দিকে তাকিয়ে মহাপুরুষের মত হাসলাম, বললাম, "যাও ফ্র্যাঙ্কলিন জ্যানাইনের সঙ্গে গিয়ে নাচো। ও যে তোমারই অপেক্ষায় এতকাল বসে আছে।" তারপর তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'ফ্র্যাঙ্কলিন, তোর পায়ে পড়ি ভাই আমায় ওর হাত থেকে উদ্ধার কর। ওর সঙ্গে গিয়ে শরীরটাকে একটু খেলিয়ে নে, নয়ত এদিকে যে আমার সব প্ল্যান ঐ মাগী ওবলেট করে দেবে। দ্যাখ, নেচে ওকে ভোলাতে পারিস কি না।"

ফ্র্যাঙ্কলিনের মত বন্ধু পাওয়া যায় না। কোন কথা না বলে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে জ্যানাইনকে খপ্ করে পাকড়াল, তারপর পুলিশের মত টানতে টানতে তাকে ফ্লোরের দিকে নিয়ে গেল। আমি কপালের ঘাম মুছে অ্যালেকজাণ্ড্রার বয় ফ্রেণ্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, "আমার নাম টনি ব্রেক, পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।"

অ্যালেকজাণ্ড্রা বলল, "ওহো, কিছু মনে করবেন না, আসুন আলাপ করিয়ে দিচ্ছি—এ হল মাইকেল নিউকম্ব" তারপর আগে পাশের মেয়েটি তারপর অন্য ছেলেটির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "মাইকেলের বোন ম্যাডেলিন, আমার বান্ধবী, আর ও হল জোনাথন রবার্টস।"

"খুব চমৎকার টেবিল আপনি যোগাড় করে দিয়েছেন," ম্যাডেলিন বলল, "অ্যালেকজাণ্ড্রা যখন বলেছিল ও আমাদের বসার বন্দোবস্ত ঠিক করতে পারবে তখন আমরা বিশ্বাস করিনি। মাইকেল ত এখানে আসার জন্য বহুদিন ধরে ছটফট করছে!"

ছোটবোনের ডায়ালগ শুনে মাইকেল ঠিক ইডিয়টের মত আমার দিকে তাকাল।

"হেঁঃ, হেঁঃ," আমি দাঁত কেলিয়ে বললাম, "তবেই বোঝ এ কেমন মোক্ষম জায়গা , আর এইরকম শনিবারের রাত হলে ত কথাই নেই, একদম নাচতে নাচতে মরে যেতে ইচ্ছে করে, কি বল?"

"দ্যাখ্ টনি, চেয়ে দ্যাখ্," স্যামি হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল ম্যাসি আর সুকি ভেতরে ঢুকছে। সুকির পরনে খুব খাটো পোষাক, মাথার চুল ছেলেদের মত খুব ছোট ছোট করে ছাঁটা। মাইকেল আমার পাসে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে সুকির দিকে চেয়ে রইল।

অ্যালেকজাণ্ড্রাকে আড়চোখে যত দেখছি তত আমার চোখে নেশা ধরে যাচ্ছে। অদ্ভুত মিষ্টি গলা মেয়েটার। নাঃ, আগে যা ভেবেছিলাম ও তেমনি বড়লোকের বখে যাওয়া মেয়ে নয়। সুকি এতক্ষণ বসেছিল, হঠাৎ কি মনে করে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তার দেখাদেখি মাইকেলও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। অ্যালেকজাণ্ড্রার চোখে এবার ধরা পড়ল ব্যাপারটা। ও বুঝতে পারল যে এতক্ষণ মিডির দাদা ঐ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আড়ি মারছিল। অ্যালেকজাণ্ড্রা ভুরু কুঁচকে তাকাল।

ম্যাডেলিনও যেন অস্বস্তিবোধ করছে বলে মনে হল। এবার সে গলার পর্দা একধাপ চড়াল। আমি ব্যাপার বেগতিক দেখে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিতে চাইলাম, বললাম, "এসো, তোমাদের ক্লাবটা ঘুরিয়ে দেখাই।"

"কি মজা।" ম্যাডেলিন বলে উঠল, খুশিতে তার মুখ চোখ ভরে উঠল।

"তোমার ইচ্ছে হলে যেতে পার," গম্ভীর গলায় অ্যালেকজাণ্ড্রা বলল, "আমি এখানেই বসে থাকব।"

অ্যালেকজাণ্ড্রা না গেলে এদের ঘুরিয়ে সব দেখাতে আমার বয়ে গেছে। আমি চোখ পাকিয়ে ম্যাডেলিনের দিকে তাকালাম। জোনাথন হঠাৎ আলেকজাণ্ড্রাকে জিজ্ঞেস করলো ও নাচতে রাজী আছে কিনা। এবার অ্যালেকজাণ্ড্রা আপত্তি করল না, জোনাথনের হাত ধরে ফ্লোরের দিকে চলে গেল।

সামনের দিকে তাকাতেই ফ্রাঙ্কোর চোখে চোখ পড়ে গেল। "আমি একটু আসছি, কাজ আছে," বলে ম্যাডেলিনের দিকে চেয়ে হাসলাম। টিনার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। হেসে সে আমার দিকে তাকাল। দেখলাম বেচারা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কেমন যেন ফ্যাকাশেও দেখাচ্ছে তাকে। ওর জন্য হঠাৎ খুব করুণা হল, পিঠে হাত রেখে বললাম, "অনেক খেটেছ, তোমায় ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আজ সকাল সকাল বাড়ি চলে যাও।"

"ধন্যবাদ মিঃ ব্রেক," টিনা বলল, "সত্যিই আমার শরীরটা আজ খুব ভাল নেই।"

আমি পা চালিয়ে ভেতরে ড্যান্সিং ফ্লোরের দিকে এগিয়ে গেলাম। অ্যালেকজান্ড্রা দেখলাম কোমর দুলিয়ে নাচছে। নাচছে না বলে নাচাবার চেষ্টা করছে বলাই বোধহয় ঠিক হবে। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলাম নাচার ব্যাপারটা ওর এখানো ভাল রপ্ত হয়নি। পোশাকের ভাঁজের ফাঁকে ওর শরীরটা ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলাম।

সুন্দর তার স্তনদুটির গড়ন, সরু কোমর, ছোট নিতম্ব, লম্বা পা। একি স্বপ্ন না বাস্তব, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে আমি ফিরে এলাম।

ম্যাডেলিন ততক্ষণে স্যামির সঙ্গে নাচতে শুরু করেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে ওর পনেরো বছুরে বান্ধবীটিকে দেখতে পেলাম না। নিশ্চয়ই লেডিজ রুমে গিয়ে ঢুকেছে। এদিকে ফ্র্যাঙ্কলিন 'খোনা সুরো' জ্যানাইনের সঙ্গে বসে দিব্যি জমিয়ে গল্প করতে শুরু করেছে।

"হাই টনি," ড্যান্সিং ফ্লোর থেকে একটা মেয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এল, সামনে এসে আমার হাতে আলতো মোচড় দিয়ে বলল, "আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে?"

মেয়েটার সঙ্গে কোনোদিন আদৌ লাট খেয়েছি কিনা তা এই মুহূর্তে ঠিক করতে পারলাম না। আসলে একেক রাতে এত মাল খেয়েছি যে কার পাশে শুয়ে রাত কাটাচ্ছি তাই ভাল করে দেখিনি। যতদূর মনে পড়ছে এই মেয়েটার নাম ক্যারোলিন বা ঐরকম কিছু। তার সঙ্গে এক নামকরা ইংরেজ গায়ক, নাম স্টিভ স্কট। লোকটা আধুনিক ঢংয়ে মন্দ গায় না। ওদের দু'জনকে নিয়ে একটা ফাঁকা নিরিবিলি টেবিলে বসলাম, তারপর মদের অর্ডার দিলাম।

"আগামীকাল আমার বাড়িতে একটা পার্টি দিচ্ছি, চলে আসুন," স্টিভ বলল, "আপনার যা দরকার তা হল বোতল এবং ছুঁড়ি।"

"ঠিক বলেছেন," বলে আড়চোখে আমি অ্যালেকজান্ড্রাকে দেখে নিলাম।

"তোমায় আসতেই হবে টনি, না এলে ভাল হবেনা বলে দিচ্ছি, সবাই মিলে বেশ মজা করা যাবে," বলে ক্যারোলিন ছোট একটুকরো কাগজে স্টিভের ঠিকানা লিখে আমায় দিল। আমি অন্যমনস্কভাবে সেটা আমার পকেটে রেখে দিলাম। রোববারদিন পার্টি ফার্টি কার ভাল লাগে?

ফ্লাওয়ার্স অর্থাৎ হোবোর ডিস্কজকি এতক্ষণ খুব হাল্কা ঢিমেতালের একটা রেকর্ড বাজাচ্ছিল, আমি তার কাছে গিয়ে হট্ চড়াসুরের একটা রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে এলাম। যাবার সময় দেখেছিলাম অ্যালেকজান্ড্রা জোনাথনের শরীরের সঙ্গে প্রায় লেপ্টে গিয়ে হাতে হাত দিয়ে নাচছে, রেকর্ড পাল্টে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তারা একজন আরেকজনের কাছ থেকে প্রায় ছিটকে সরে গেল। কিন্তু সুকি আর ওর বান্ধবীর দাদা মাইকেল আগের মতই নেচে যেতে লাগল।

অ্যালেকজান্ড্রা জোনাথনকে নিয়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। ওর চোখ মুখে এখন ভেতরের আবেগ প্রচণ্ডভাবে ফুটে বেরোচ্ছে। ম্যাডেলিন তখনো স্যামির সঙ্গে নেচে চলেছে, সেদিকে ইঙ্গিত করে অ্যালেকজান্ড্রা বলল, "দেখে মনে হচ্ছে সবাই আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, আমরা এখন একা।" আমি তার হাত ধরে আলতো টান দিতেই সে হাতটা সরিয়ে নিল। ইশ ভগবান, ওর চামড়া ঠিক যেন নরম ভেলভেট বলে আমার মনে হল।

"শোন," আমি অ্যালেকজান্ড্রাকে বললাম, "আমি তোমাকে আমাদের নাইট ক্লাবের মেম্বার করে নিতে চাই। তুমি আমার সঙ্গে অফিসে এস।"

"এক্ষুণি?" অ্যালেকজান্ড্রা দু'চোখ কপালে তুলল, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু...।"

"উহু, তোমায় মেম্বার হতেই হবে," তার কথা শেষ হবার আগেই আমি বলে উঠলাম, "বেশীক্ষণ নয়, মাত্র এক মিনিট লাগবে, তারপর তুমি যখন ইচ্ছে আসবে, কোনরকম অসুবিধে পোয়াতে হবে না দেখে নিয়ো।"

"ঠিক আছে চলুন," বলে ও উঠে দাঁড়াল, জোনাথনের দিকে তাকিয়ে বলল, "এসো জোনাথন।"

এইরে! আমি আঁতকে উঠলাম, আবার জোনাথন কেন, ওকে দিয়ে কি দরকার, আমার ত শুধু তোমাকে দরকার বুকুমণি। জোনাথন উঠে দাঁড়িয়েছিল, আমি ছন্দপতন হবার আগেই বলে উঠলাম, "তুমি এখানেই থাকো জোনাথন, নয়ত টেবিলটা অন্য লোকেরা দখল করে নেবে। ফিরে এসে আর বসার জায়গা পাবে না।"

"তাহলে আমার গিয়ে কাজ নেই, আমি বরং এখানেই বসি," জোনাথন তার চেয়ারে ফের বসে পড়ল। এবার আমি ওকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি। এবার শক্তমুঠোয় ওর হাত ধরে ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে গেলাম। অ্যালেকজান্ড্রা এবার আর হাত সরিয়ে নিল না। যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার নাচে বিভোর মাইকেল আর সুকিকে ও দেখে নিল। রিসেপশন ডেস্ক পেরিয়ে ওকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে অফিসে চলে এলাম। এখানটা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, ওপর থেকে গানবাজনার রেশ কানে ভেসে আসছে। অফিসঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বাললাম। চারপাশে ফাইলিং ক্যাবিনেট, একটা বড় টেবিল, কয়েকটা চেয়ার। মোদ্দাকথা প্রেমপীরিতের ছিটেফোঁটাও এখানে নেই।

অ্যালেকজান্ড্রা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে হাই তুলল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম তার উদ্ধত স্তনদুটো আঁটো সোয়েটারের শাসনের বেড়াজাল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে। হঠাৎ ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরবার ভীষণ ইচ্ছা পাগলের মত আমায় পেয়ে বসল, ইচ্ছে হল ওর পরনের কাপড় খুলে একদম ন্যাংটো করে দিই, তারপর দেখিয়ে দি শরীরের কসরত কাকে বলে। এই ছোট্ট পাখিটাকে দেখা ইস্তক আমি একদম ভুলতে পারছি না, ওর কথা এতবার ভেবেছি যে টের পাচ্ছি ও আমার চামড়া ভেদ করে হাড় মাংসের ভেতরে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এখন ওকে যদি ভুলতে হয় তাহলে সবার আগে ওকে একবার হাতে নিয়ে ভাল করে চেখে দেখতে হলে মাথাগরম করলে চলবে না, ঠাণ্ডা মাথায় খেলাটা সারতে হবে।

আমি কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরালাম। ও আমার উল্টোদিকে বসে টেবিলের ওপর হাতের নখ দিয়ে আলতো টোকা মারতে মারতে বলল, "মাইকেল যার সঙ্গে নাচছে সেই পেত্নী মেয়েটা কে?"

উত্তরে আমি সুকির নাম না বলে একটা পুরনো গানের কয়েক লাইন গেয়ে উঠলাম, গানের নাম 'ঈর্ষা।' ও দু'চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকাল।

"আমার ওকে দেখে যে একটুও হিংসে হচ্ছে না সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন," ও মুখ ভেংচে জবাব দিল। তার চিবুকে এমন একটা ভঙ্গি খেলে গেল যা দেখে আমি তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না।

"আমি শুধু জানতে চেয়েছি মেয়েটা কে," অ্যালেকজান্ড্রা আবার বলল, "আপনিই বলুন, মেয়েটা খুব বিশ্রী আর বাজে দেখতে না?"

"তেমন কেউ না," আমি স্বাভাবিক গলায় বললাম, "মাঝে-মাঝে মডেলিং করে। এবার বলত, মাইকেল তোমার বয় ফ্রেণ্ড, তাই না?"

"না না, বয় ফ্রেণ্ড হবে কেন?" ও মুচকি হাসল, "আসলে ও আমার বান্ধবীর দাদা, ওর সঙ্গে বহুদিনের আলাপ। তবে এই প্রথম আমরা একসঙ্গে বেরোলাম।"

ও, এই ব্যাপার? এতক্ষণে গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝতেই পারছি, বান্ধবীর দাদা, বয়সে বড়। ছোটবেলা থেকে দেখে দেখে একটা টান পড়ে গেছে। যা হয় আরকি! কিন্তু আমি যখন একবার পিকচারে এসে গেছি তখন ওসব টান ফান একদম সহ্য করবো না। দাঁড়াও, ঐ মাইকেল হতভাগাকে তোমার মন থেকে চাঁটি মারতে মারতে বিদেয় করছি, আমি নিজের মনে বলে উঠলাম।

একটা মেম্বারশিপ ফর্ম বের করে তার ওপর পেনসিলের শিষ বোলাতে লাগলাম। অ্যালেকজান্ড্রা বড় বড় চোখে একরাশ আশা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখের মণির রং কটা, ভারী সুন্দর।

"তোমার ঠিকানাটা কি," কাঁপাগলায় জানতে চাইলাম। এই ছোট পাখিটা আমায় একদম নার্ভাস করে দিয়েছে।

"ভাবছি আমার মার ঠিকানাটা দেব কিনা," ও একটু জোরে বলে উঠল, "প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে সম্ভবতঃ ওখানে চলে যাব, আর ওটাই আমার আসল ঠিকানা।"

ধ্যাৎ, মার ঠিকানা কে জানতে চেয়েছে, আমি ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হলাম। ঐটাই যদি আসল ঠিকানা হয় তবে তা দিয়ে আমার দরকার নেই, আমার নকল ঠিকানাই ভাল।

অ্যালেকজ্যান্ড্রা বোধহয় আমার চোখের ভাষা বুঝতে পেরেছে, (হাজার হোক, মেয়ে ত, ওরা এসব বোঝাবুঝি ব্যাপারে খুব ওস্তাদ, ছেলেদের মত বোকাপাঁঠা নয়), জিভ দিয়ে একবার ঠোঁট চেটে নিল, সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটদুটো চকচক করে উঠল, দারুণ সেক্সি দেখাচ্ছে এখন ওকে।

"না, আমি বলছি কি, ধরুন আপনাকে এখানকার ঠিকানা দিলাম, কিন্তু সে ঠিকানা কতদিন স্থায়ী হবে তা আমি নিজেই এখনো জানিনা।"

ওকি এখনো অক্ষতযোনি কুমারী আছে? এখনো কোনও পুরুষমানুষ ওকে ছোঁয়নি একথা কেউ বলতে পারে? উঁহু, এ একদম অসম্ভব ব্যাপার। লণ্ডনে চোদ্দবছরের ওপর বয়স, এমন কোন কুমারী মেয়েই নেই। যারা আছে তাদের বয়স চোদ্দর বেশী কোনমতেই নয়। এমনকি স্যামি পর্যন্ত এখনো তেমন কোন বাচ্চা মেয়ে খুঁজে পায়নি যে মেয়েটা সত্যিই কুমারী, পুরুষের দেহের স্বাদ যে এখনো পায়নি।

"ম্যাডেলিন আর আমি দুজনে একটা ফ্ল্যাট শেয়ার করে আছি," অ্যালেকজান্ড্রা কিছুটা গর্বিতভাবে উত্তর দিল, "আচ্ছা, ম্যাডেলিনও এই নাইটক্লাবের মেম্বার হতে পারবে ত? আমাদের ঠিকানা হচ্ছে চোদ্দ, ডাণ্ডি কোর্ট, চেলসী।"

চেলসী! অ্যালেকজান্ড্রা চেলসীতে থাকে? এত জায়গা থাকতে ও ওই ভিড়ের মধ্যে ফ্ল্যাট ভাড়া করতে গেছে কেন? যাক বাবা, ভালই হয়েছে, আমি মনে মনে বললাম, মোটের ওপর অ্যালেকজান্ড্রা এখন লণ্ডনেই আছে, ওর মা কিংবা বাবার সঙ্গে নেই।

"ফোন নম্বর কত?" আমি প্রশ্ন করলাম, সেই ফাঁকে মনে মনে রিহার্স্যাল দিয়ে নিলাম অ্যালেকজান্ড্রার বাড়িতে ফোন করে প্রথমে কি বলব।

অ্যালেকজান্ড্রা ফোন নাম্বার দিতে আমি তা চটপট টুকে নিলাম, তারপর যেন বিরাট ঝামেলার হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছি এইভাবে বললাম, "ঠিক আছে, এ সপ্তাহেই মেম্বারশিপ কার্ড ঐ ঠিকানায় আমরা পাঠিয়ে দেব, আশা করব এবার তোমরা সবাই দলবেঁধে এখানে নিয়মিতভাবে আসবে।"

আমার কথা শুনে তার মুখে লজ্জার রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়ল। আহা, লজ্জা পেলে ওকে কি দারুণ দেখায়। যাক, এই পোড়ার শহর লণ্ডনে এখনো তাহলে কিছু মেয়ে আছে লজ্জায় যাদের মুখ রাঙ্গা হয়ে ওঠে।

"নিয়মিত আসতে পারব কিনা তাতে সন্দেহ আছে," ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি সোমবার দিন নতুন চাকরীতে যোগ দিচ্ছি, রোজ সকাল ন'টার মধ্যে আমায় অফিসে হাজিরা দিতে হবে।"

"সকাল ন'টার মধ্যে?" আমি এমনভাবে কথাটা বললাম যাতে মনে হল ওর কথা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিনা। "কেন, ন'টা কেন? বেলায় গেলে হয়না?"

"অফিসে ঐ সময়েই যেতে হয়," অ্যালেকজান্ড্রা বলল, "তাছাড়া আমি একজন সেক্রেটারী, আমায় আগে যেতেই হবে।"

সেক্রেটারী? অ্যালেকজান্ড্রা সেক্রেটারীর চাকরী নিয়েছে? এসব কি শুনছি? আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি, নাকি অ্যালেকজান্ড্রা ইচ্ছে করেই জাঁক দেখানোর জন্য এসব আমায় শোনাচ্ছে?

সেক্রেটারীই বটে! এইকি বেঞ্জামিন খালেদের সেই মেয়ে, যার বাপ কোটিপতি হওয়া সত্ত্বেও সে আজ চাকরী করতে যাচ্ছে? তবু, ওর হাতে টাকাকড়ি না থাকা সত্ত্বেও আমি অ্যালেকজান্ড্রাকে ভালবেসে ফেলেছি। হতচ্ছাড়া বুড়ো বেঞ্জামিন খালেদ একটা হাড়াহাবাতে, পিশাচ। নিশ্চয়ই মেয়েটাকে টাকাকড়ি থেকে বঞ্চিত করেছে, তারপর এখন তাকে রোজগার করতে পাঠাচ্ছে। ফল্টেন ত পা থেকে মাথা পর্যন্ত বাহারী মিঙ্কের পোশাক পরে রাণীর মত বহাল তবিয়তে থাকে, এদিকে এই বাচ্চা মেয়েটাকে দুটো পয়সার মুখ দেখতে রোজ ন'টার সময় অফিসে ছুটতে হবে। চমৎকার ব্যবস্থা।

তবে, একদিক থেকে ভালই হয়েছে বলতে হবে, আমি মনে মনে বললাম, আলেকজান্ড্রার হাতে অনেক টাকাকড়ি থাকলে সবাই ভাবত আমি সেই লোভেই ওর পেছনে ছুটছি।

ইতিমধ্যে অ্যালেকজান্ড্রা দরজার কাছে চলে গেছে, মনে মনে নিশ্চয়ই মাইকেলের কথা ভাবছে। মাইকেল কি এখনো সুকির সঙ্গে নাচছে? কে জানে। আমি একা একা ডেস্কের সামনে একটা ইডিয়টের মত বসে আছি।

"আমরা কি এখন ওখানে ফিরে যাব?" শান্ত নম্র গলায় ও জানতে চাইল।

কি আশ্চর্য, ওকি বুঝতে পারছে না যে ওকে আমি ভালবেসে ফেলেছি? ওকি নিজে মুখ ফুটে একবারও আমায় এমন কিছু বলতে পারেনা যেগুলো শুনতে আমার খুব ভাল লাগবে। আসলে অ্যালেকজান্ড্রা আমার সঙ্গে একটু দূরত্ব বাঁচিয়ে চলছে, এমন হাবভাব করে কথা বলছে যেন আমি একটা কেউকেটা, যেন এই হোবো নাইট ক্লাব আমার বাপের। না, ওর কাছ থেকে এমন ব্যবহার আমি চাই না। আমি নিজে দেখতে যথেষ্ট সুন্দর এবং অ্যালেকজান্ড্রার তা ভাল লাগা উচিত, অথচ ও আমায় একদম পাত্তাই দিচ্ছে না। তা না দিয়ে একটা লম্বা ঝাঁকড়া চুলো ছেলের জন্য হেদিয়ে মরছে, যে ছেলেটা এখনো স্টুডেন্ট। নাঃ, ওর মাথায় সত্যিই ছিট আছে।

আমরা ওপরে যেতেই টিনা আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসল যার অর্থ বুঝি বাবা, সব বুঝি, চালিয়ে যাও।

টেবিলে ফিরে গিয়ে বসতেই স্যামি হাই হাই করে বলে উঠল, "আরে, তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়?" পাশ থেকে খোনা সুরে জ্যানাইন তার সঙ্গে পোঁ ধরল, "অ্যাই টনি, তুমি আজ আমায় একদম পাত্তা দিচ্ছ না, চল না দু'জনে একটু নাচি।"

নাঃ, এ মাগীর সত্যিই বড্ড বাড় বেড়েছে। এবার ওটাকে খেদাতে হবে।

"মাইকেল কি এখনো নাচছে?" অ্যালেকজান্ড্রা প্রশ্ন করল, তার গলার আওয়াজে কিছুটা অস্বস্তি ফুটে বেরোলো। ম্যাডেলিন ঘাড় নেড়ে বলল, "হুঁ।" কিছুটা অপ্রস্তুত দেখাল তাকে। আমি দেখলাম এই সুযোগ। অ্যালেকজান্ড্রা কিছু বুঝতে পারার আগেই আমি খপ করে তার হাত ধরে টানতে টানতে ফ্লোরের দিকে নিয়ে চললাম। পেছন থেকে 'খোনা সুরো' জ্যানাইন দাঁতে দাঁতে পিষে বলে উঠল, "বেজন্মা কুত্তীর বাচ্চা!" বলুকগে, ওতে যদি সত্যিই মনে শান্তি পায়। আমি ফ্লাওয়ার্সকে হালকা কোন রেকর্ড বাজানোর ইঙ্গিত করলাম। ফ্লাওয়ার্স তা বুঝতে পেরে 'গ্রুভিন' চালিয়ে দিল। অ্যালেকজান্ড্রার হাতে হাত ধরে আমি শ্রীমান টনি ব্রেক, আস্তে আস্তে কোমর দুলিয়ে নাচতে শুরু করলাম। অ্যালেকজান্ড্রা হঠাৎ ফিক করে হেসে বলল, "আপনার...ইয়ে...তোমার গার্লফ্রেণ্ড কিন্তু খুব রেগে গেছে।"

"গার্ল ফ্রেণ্ড?" আমি আকাশ থেকে পড়ার মত চোখ করে তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম, তারপর পাদ্রীদের মত নির্লিপ্ত গলায় বললাম, "আমার কোন গার্ল ফ্রেণ্ড নেই। আগে কোনদিন ওকে চোখেই দেখিনি।"

ও কিছু না বলে শুধু হাসল। হাসলে খুব মিষ্টি দেখায় অ্যালেকজান্ড্রাকে। উন্মাদেরা যেমন নির্দোষ হাসি হাসে, ও অনেকটা সেইরকম হাসল। ওকে আস্তে আস্তে শক্ত হাতে বুকের কাছাকাছি টেনে আনলাম। অ্যালেকজান্ড্রা একটু ছটফটিয়ে উঠল বটে, কিন্তু আমি আমার শক্তমুঠো একদম ঢিলে করলামনা। ওর মাথায় ঘন কালো চুল থেকে দামী সাবানের গন্ধ আমার নাকে আসছে, দাঁত থেকে টুথপেস্টের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি। ওর সুগঠিত স্তনযুগল আমার বুকের ওপর সেঁটে আছে, আমি বাঁ হাতে ওর সরু কোমর জড়িয়ে ধরে রেকর্ডের বাজনার তালে তালে কোমর দোলাচ্ছি। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল আমার এই এগিয়ে যাবার ব্যাপারটা ও পুরোপুরি উপভোগ করছে।

"দ্যাখো, দ্যাখো," ও হঠাৎ বলে উঠল, "উনিই ত স্টিভ স্কট, তাইনা?" আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম স্টিভ স্কট আর ক্যারোলিন একজন আরেকজনকে চেপে জড়িয়ে ধরে নাচছে।

"হ্যাঁ, কেন?" আমি বললাম, "ওঁর গান তোমার ভাল লাগে?"

"হ্যাঁ, খুউব ভালবাসি," বাচ্চা মেয়েদের মত হাসল অ্যালেকজান্ড্রা, "আমি ওঁর সব রেকর্ড কিনেছি, উনি সত্যিই চমৎকার গান গাইছেন।"

আমার মনে হল এই বুঝি অ্যালেকজান্ড্রা পকেট থেকে অটোগ্রাফের খাতা বের করে স্টিভের দিকে ছুটে যায়। অ্যালেকজান্ড্রা চাকরীতে ঢুকলে কি হবে, ভেতরে ভেতরে ও এখনো পুরোপুরি ছেলেমানুষ রয়ে গেছে।

"আগামীকাল স্টিভ স্কটের বাড়িতে একটা পার্টি আছে," হঠাৎ কি ভেবে বলে বসলাম, "তুমি যাবে আমার সঙ্গে?"

"সত্যি?" অ্যালেকজান্ড্রার দু-চোখ খুশিতে ঝিলিক দিয়ে উঠল, "ওখানে গেলে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারব?"

"নিশ্চয়ই," আমি বললাম, "তুমি আমার সঙ্গে যাবে। কেমন, যাবেত?"

অ্যালেকজান্ড্রা এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল, তারপর বলল, "উনি তোমায় যেতে বলেছেন?"

নাঃ, এ মেয়েকে নিয়ে আর পারলামনা। আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, "নিশ্চয়ই। তুমি তাহলে আমার সঙ্গে যাচ্ছ, কেমন?"

"আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে ম্যাডেলিন যেতে পারবে?" অ্যালেকজান্ড্রা হঠাৎ বোকার মত তাকিয়ে জানতে চাহিল।

জ্বালালে দেখছি। ম্যাডেলিনের নাম এই মুহূর্তে যেন মুখে না আনলেই ওর চলছিলনা। মনে মনে ওর ওপর ভীষণ রাগ হল, বহুকষ্টে রাগ চেপে রেখে বললাম, "ওকে নিয়ে যাওয়া হয়ত একটু মুশকিল হবে, কিন্তু আমরা ঠিক যেতে পারব তাতে সন্দেহ নেই।"

"ঠিক আছে," ও যেন চটপট ভেবে মন ঠিক করে ফেলল, "আমি যাব, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পারবনা, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।"

নিয়ে যাব ত বললাম, কিন্তু কাজটা ঠিক হল কিনা তা এখনো বুঝে উঠতে পারছিনা। স্টিভের পার্টিতে সাধারণতঃ খুব বিশ্রী কতকগুলো ব্যাপার হয়, একেকজন তার নিজের প্রেমিকা বা বান্ধবীকে দিনা দ্বিধায় অন্যের হাতে ছেড়ে দেয়, সে তারপর যা তা সব কাণ্ড করে মেয়েটির সঙ্গে তার বন্ধু বা প্রেমিকের চোখের সামনেই। যাক, হাতের তীর যখন ছুঁড়েছি, তখন তা ফেরাবার কোন আশা নেই। তবে একটা উপায় হাতে আছে। পার্টি শুরু হবার অল্প কিছুক্ষণ পর স্টিভের ওখান থেকে বেরিয়ে আমি অ্যালেকজান্ড্রাকে নিয়ে কোনও রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ব, দরকার মনে হলে ওকে আমার বাড়িতেও নিয়ে যেতে পারি।

"আচ্ছা, আমি কি পরে যাব?" অ্যালেকজান্ড্রা জানতে চাইল।

চিরকাল সব মেয়েরাই কি পরে যাবে তা ঠিক করে তবেই ঐ প্রশ্ন করে, তা আমার জানা আছে।

"খুব বেশী জাঁকালো পোশাক পরার দরকার নেই, আমি বললাম, "তোমার যা ইচ্ছে হয় পরবে।" ইশ্, আমার কথামত ও যদি নিজের ইচ্ছেমত এমন একটা জামা পরে, যার পিঠে লম্বা জিপ থাকবে, তবে চমৎকার হয়। একটানে জিপ খুলে ফেলব, তাহলেই ওর সারা শরীর উন্মুক্ত হবে আমার চোখের সামনে।

হঠাৎ এককোণে খুব গোলমাল শুরু হতেই আমি সচকিত হলাম। "যাওত, লক্ষ্মী মেয়ের মত কিছুক্ষণ টেবিলে গিয়ে বোস, আমি এক্ষুণি আসছি," বলে ওকে টেবিলের দিকে ফেরৎ পাঠিয়ে আমি কোণের দিকে ছুটে গেলাম।

গিয়ে দেখি সত্যিই ঝামেলা বেঁধেছে। অভিনেতা স্টুয়ার্ট ওয়েড অন্যদিনের মত আজও বেশ মাল খেয়ে বাওয়াল শুরু করেছেন। মেঝের ওপর হাত পা ছড়িয়ে বসে প্রাণপণে চিৎকার করছেন, বা তা বলে মুখ খারাপ করছেন। ওয়েটাররাও চুপচাপ বসে নেই, চোখ লাল করে তারাও সমান তেজে মুখের মত জবাব দিচ্ছে।

"কি হচ্ছে স্টুয়ার্ট?' আমি ওয়েটারদের ঠেলে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, "ঢের মাল টেনেছ, আর সীন ক্রিয়েট কোর না। উঠে দাঁড়াও।"

"হাই, টম এসে, আমায় বাঁচাও ভাই," জড়ানো গলায় স্টুয়ার্ট শেক্সপিয়রের নাটকের অভিনেতাদের ঢংয়ে বলে উঠলেন, "এইনোংরা ওয়োরের বাচ্চাগুলোকে আমার চোখের সামনে থেকে সরে যেতে বল।"

"কি যা তা বকছ!" আমি ধমকে উঠলাম, "চল, বাইরে গিয়ে শুনি কি হয়েছে।"

"উঁহু, আমি এখানেই থাকব," দুশো পাউণ্ড ওজনের ভারী শরীর নিয়ে স্টুয়ার্ট একগুঁয়ের মত বলতে লাগলেন, 'আমার নাম স্টুয়ার্ট ওয়েড, আমি মাল খেয়ে দাম দিইনা?"

বুঝলাম শুধুশুধু সময় নষ্ট করে লাভ নেই। ওয়েটারদের ডেকে বললাম, "ওকে তুলে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দাও, যে চুলোয় ইচ্ছে তলে যাক।" এমন খদ্দেরে আমার দরকার নেই

ওয়েটাররা এই হুকুমটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল। চারজন এগিয়ে এসে তাঁকে চ্যাংদোলা করে তুলে ধরল, তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে। এদিকে স্টুয়ার্ট তখন প্রাণপণে চেঁচাচ্ছেন,

"আমায় ছেড়ে দাও বলছি, নয়ত খুব খারাপ হয়ে যাবে, পুলিশে খবর দেব।" চেঁচাতে চেঁচাতে স্টুয়ার্ট চ্যাংদোলা অবস্থাতে হঠাৎ পেচ্ছাপ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন ঝাঁটা হাতে ছুটল।

টেবিলে এসে দেখি মাইকেল আর সুকি নাচ শেষ করে ফিরে এসে বসে পড়েছে। অ্যালেকজান্ড্রা, ম্যাডেলিন, জোনাথন সবাই বাড়ি যেতে চাইছে। চাইছেনা শুধু মাইকেল। ফ্যালফ্যাল করে সে সুকির মুখের দিকে চেয়ে আছে। সুকি একটা ছোট মেক-আপ বক্স খুলে তার আয়নায় নিজের মুখ দেখছে।

"আমাদের বিলটা দেবেন," জোনাথন বলল।

"ঠিক আছে, ও-নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে," অ্যালেকজান্ড্রার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম, দেখলাম ও রাগ রাগ মুখে মাইকেলের দিকে তাকিয়ে আছে।

"সত্যি আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব তা আমরা নিজেরাই জানিনা," ম্যাডেলিন বলল। ম্যাডেলিন মেয়েটার সাদামাঠা চেহারা, তারই মধ্যে কিছুটা মোটাসোটা।

ওরা চারজন টেবিল ছেড়ে উঠে লিফ্টের দিকে এগিয়ে গেল। আমি পেছন থেকে অ্যালেকজান্ড্রাকে টেনে একপাশে সরিয়ে এনে বললাম "কাল রাত ঠিক আটটার সময় তোমাকে বাড়ি থেকে তুলে নেব।"

"বাঃ, খুব ভাল হয় তাহলে," ও এমনভাবে কথাটা বলল যে আমার শুনে মনে হল আমি না বললে ও ব্যাপারটা ঠিক ভুলে মেরে দিত। ওরা লিফ্টের ভেতর ঢুকে চারজনে পাশাপাশি দাঁড়াল। লিফ্ট নীচে নামার মুহূর্তেও নজরে পড়ল অ্যালেকজান্ড্রা চোখ পাকিয়ে মাইকেলকে শাসনের ভঙ্গিতে কি যেন বলছে। কিন্তু ভাল করে তার কথা কানে আসার আগেই লিফ্ট নীচে নেমে গেল। দাঁড়াও, মনে মনে অ্যালেকজান্ড্রার উদ্দেশে বললাম, মাইকেলের ভূত তোমার ঘাড় থেকে নামাচ্ছি।

হ্যাল ওর বুড়ি গার্ল ফ্রেণ্ডকে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। রাত দুটো বাজে, ওরা এখন বাড়ি যাবে।

"তোমার এই নাইটক্লাব আমার খুব পছন্দ, টনি," নিকোটিনের ছোপ লাগা দাঁত বের করে হ্যালের গার্ল ফ্রেণ্ড বলল।

"অ্যাই টনি, শোন, ভাল খবর দিচ্ছি," হ্যাল বলে উঠল, "আগামী সপ্তাহে ম্যাসির এক গার্ল ফ্রেণ্ড আসছে, ইচ্ছে হলে তুমি ওকে বাগাতে পার।"

হ্যালের গার্লফ্রেণ্ডের বয়স ষাটের কম নয়, ম্যাসির গার্ল ফ্রেণ্ডের বয়স কত হতে পারে তা অনুমান করে আমি দু'চোখ কপালে তুললাম।

"না ভাই," আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, "আমার একজন আছেন, আর কাউকে দরকার নেই।"

"ওঃ, কি লজ্জার ব্যাপার বলত টনি," হ্যাল বলে উঠল, "ও তোমাকে খুব ভালবাসত।"

হ্যাল জানে যে বয়স্কা ধনী বিধবায় আমার রুচি নেই, তবু সে আশা ছাড়েনা, মনে ক্ষীণ আশা, যদি ঐভাবে সে আমায় তার দলে ভর্তি করতে পারে।

'টনি, তুমি যদি আমার সঙ্গে হাত মেলাতে শুরু, সব একদম কামাল করে দিতাম" হ্যাল বলেছিল।

থাক ভাই, আর হাত মিলিয়ে কাজ নেই, আমি মনে মনে বলেছিলাম, ঐ এক ফণ্টেনই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

এই দেখো, এতক্ষণ অ্যালেকজান্ড্রাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন ফণ্টেনের কথা একবারের জন্যও মনে আসেনি। ফণ্টেন আপাততঃ এখানে নেই, কিন্তু না থাকলে কি হবে, আমার মনে

হচ্ছে ও শীগগিরই এখানে আসবে। ফিরে এসে সব যখন দেখবে তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? অ্যালেকজান্ড্রা আর আমার সম্পর্কে তখন ওর মনোভাব কি রকম হবে? ভাবতে গিয়ে আমার মনে হল ফণ্টেন ব্যাপারটা মোটেই ভাল চোখে দেখবেনা।

সত্যিই খুব বেমক্কা পজিশনে পড়ে গেলাম। আমার ঘটে একছিটে বুদ্ধি থাকলে এভাবে মিস অ্যালেকজান্ড্রা বেন-খালেদের কাছাকাছি যেতামনা। কিন্তু একবার যখন এগিয়ে গিয়েছি, তখন আর পেছিয়ে যাবার কোনও অর্থ হয়না। একবার যখন দেয়াল ধসাতে পেরেছি, তখন অ্যালেকজান্ডার সঙ্গে যতদূর পারব চুটিয়ে খেলে যাব, খেলে নিয়ে তারপর টা টা গুডবাই।

"কি হল টনি," খোনা সুরো জ্যানাইন দু'চোখ পাকিয়ে কোমরে হাত রেখে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, "তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের তাহলে এখানেই ইতি হোক, কি বল?"

ভাবলাম বলি ঠিক বলেছ, আমিও এতক্ষণ ঐকথা বলব ভাবছিলাম, কিন্তু পারলামনা। মনে হল এতদিন যখন গেছে তখন আরো একটা রাত ওর সঙ্গে কাটিয়ে দিলে আমার কি এমন আসবে যাবে। জ্যানাইনের নিতম্বে চাপড় মেরে বললাম, "আরে পাগলী, অত সহজেই রেগে গেলে চলে নাকি? ওরা আমাদের কারবারের লক্ষ্মী, ওদের মন ভোলানোর জন্য একটু আধটু নাচতে হবে বইকি সোনা, দোহাই তোমার রাগ কোরনা।"

আমার মত বাতেল্লা দিয়ে মাগী পটাতে আর কোন শালা পারে? জ্যানাইনের রাগও তাই জল হয়ে যেতে বেশী দেরী লাগলোনা। ওর কোমর জড়িয়ে ধরে বললাম, "চল গো সুন্দরী, দেখবে নেচে তোমায় কেমন ভোলাতে পারি।"

সাত

অ্যালেকজান্ড্রা

ওঃ, সারা সপ্তাহ কি খাটাখাটুনিটাই না গেল। ম্যাডি আর আমি নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসেছি, সোমবার থেকে আমার চাকরীতে জয়েন করার কথা। আজ রাতে মাইকেলের সঙ্গে বেরোবার কথা আছে। আমার কপালের জোর আছে একথা মানতেই হবে। মা নিজে এসে দেখে গিয়েছেন ফ্ল্যাটটা কিরকম, যাবার সময় বারবার পাখি পড়ার মত বলে দিয়েছেন "অ্যালেক্স, দেখিস লক্ষ্মী মেয়ের মত চলাফেরা করিস, এখন ত তোকে আর চোখে চোখে রাখতে পারবনা। শুক্রবার উইক এণ্ডে বাড়ি চলে আসবি, আর ভাল করে খাওয়াদাওয়া করবি, শরীরের যত্ন নিতে ভুলিসনা।" একটা মাস চালাবার জন্য মা আমায় পঞ্চাশ পাউণ্ড হাতখরচ দিয়েছেন। মাকে সঙ্গে নিয়ে আমি আর ম্যাডি ফোর্টনাম অ্যাণ্ড ম্যাসনে পেটপুরে লাঞ্চ খেয়েছি, তারপর মা বাজার থেকে একটা ভাল টি সেট আর দামী কাঁটা চামচ, ছুরি, হাতা মায় রান্নাঘরের যাবতীয় দরকারী জিনিস কিনে দিয়েছেন। যাবার আগে বারবার বলেছেন পুরোনো ছুরি কাঁটা যেন আমরা ব্যবহার না করি। মার কথায় হাসি কান্না দুই-ই পাচ্ছিল। বোর্ডিংয়ে থাকতে যে আমরা পুরনো ছুরি, কাঁটা চামচই ব্যবহার করতাম মা ত তা জানেননা।

পিটার লিঙ্কন স্মিথ আমার সঙ্গে একদিন আলাপের পরেই যে খারাপ ব্যবহার করেছিল তা সবিস্তারে ম্যাডিকে বলেছি। ম্যাডি শুনে বলেছে সব কথা বাবাকে জানিয়ে দেয়া উচিত। আমি বাবাকে অনায়াসেই বলতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছে করেই বলিনি।

আমি চুপিচুপি ভেবে রেখেছি যে মাইকেলের সঙ্গে এবার গোপনে অভিসার শুরু করব। জন্ম নিয়ন্ত্রণ কাকে বলে তাই নিয়ে কয়েক ঘন্টা ম্যাডির সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দিলাম। সত্যি কথা বলতে কি আমরা দু'জনেই ঠিক করে ফেলেছি যে এখন থেকে এমন পুরুষের সঙ্গে

ঘুমোব যে সবদিক থেকে আমাদের মনের মত। সত্যি কথা বলতে কি সেক্সের মত জিনিস দুনিয়ার আর আছে না কি? কুমারী, অক্ষতযোনি এসব পুরোনো বুলি শুনে শুনে দু'কান পচে গেছে, ওসব এখন অচল।

আমার নিজের যৌন অভিজ্ঞতা খুব বেশী নয়। এপর্যন্ত মাত্র তিনজন পুরুষ আমায় চুমু খেয়েছে, তাদের মধ্যে একজন, বলা বাহুল্য পিটার লিঙ্কন স্মিথ। ম্যাডির দৌড়ও প্রায় আমারই মত, তবু এরই মধ্যে সে, আগেই যা বলেছি, আমাদের বোর্ডিংয়ের সেই বাগানের মালীর সঙ্গে একটু বেশীরকম বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। মালীটা যখন ওর ব্রা আর সোয়েটার খুলে নিয়েছিল, তখন ত ম্যাডি প্রায় অর্ধ উলঙ্গই হয়ে গিয়েছিল। ম্যাডির কাছ থেকে এগল্প বহুবার শুনেছি। মালী ছেলেটা নাকি ওর শরীরের গোপনাঙ্গে চুমু খেয়েছিল, তারপর ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যা শুরু করেছিল, তা একেবারে বাচ্চা ছেলের মত। ম্যাডি ওকে আর এগোতে দেয়নি বলে ছেলেটা নাকি ভয়ানক রেগে গিয়েছিল। ম্যাডির স্তনদুটি খুব ছোট, কিন্তু আমার বুকের গড়ন খারাপ নয়। ম্যাডির চাইতে আমার স্তনের আকৃতি বড়। মাঝেসাঝে মাইকেল আমার বুকের দিকে যখন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তখন ভীষণ লজ্জা হয়।

"এই জোনাথন রবার্টস লোকটা কিরকম হবে কে জানে," ম্যাডি হঠাৎ বলে উঠল, "অ্যাই অ্যালেক্স, মাইকেল তোমায় বিয়ে করলে বেশ হয়, তাইনা? আমি তখন তোমার ননদ হব, তাই না?"

ম্যাডিটার বুদ্ধিশুদ্ধি আর এজন্মে হবেনা। লজ্জায় আমার গাল লাল হয়ে উঠল। ধমক দিয়ে বললাম, "বোকার মত কথা বোলনা। এখানে এই লণ্ডন শহরে চেনাশুনো কেউ নেই তাই মাইকেল আমার সম্পর্কে একটু উৎসাহী, তার চাইতে বেশী কিছু নয়।"

"তুমি জানো ঘোড়ার ডিম।" ম্যাডি ঠোঁট উল্টে বলল, "মাইকেলকে চিনতে তোমার এখনো বাকি আছে। হাজার হলেও সে আমার ভাই, তা ভুলে যেয়োনা। ভীষণ স্বার্থপর ও, আমি জানি ও তোমার শরীরের টানেই তোমার দেখাশোনা করছে। তোমার চামড়ার সাদা রং দেখলে মাইকেল ত কোন ছার, যেকোন আচ্ছা আচ্ছা ব্যাটাছেলের মাথা ঘুরে যাবে।"

ম্যাডির কথার মধ্যে যেন বেসুরো কিছু ছিল, আমি ঠিক বুঝতে পারলামনা। মাইকেল গতকাল ফোন করেছিল, বলেছে ও আমাদের দু'জনকে নিয়ে আজ রাতে বেড়াতে যাবে, সঙ্গে ওর একজন বন্ধু থাকবে। "তুমি যাবে ত?" ফিসফিস করে মাইকেল জানতে চেয়েছিল। "নিশ্চয়ই," আমিও ফিসফিস করে উত্তর দিয়েছিলাম।

রাত আটটা নাগাদ মাইকেল তার বন্ধু জোনাথন রবার্টসকে নিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটে এল।

মাইকেল ওর বোনকে বলে রেখেছিল যেন আমরা দুই বান্ধবী জমকালো কোন পোশাক না পরি। আমি আগেই কিংস রোডের এক দোকান থেকে একটা সবুজ রংয়ের টুইডের স্ল্যাকস আর সেইসঙ্গে ম্যাচ করা একটা সোয়েটার কিনে এনেছিলাম। মাইকেল আর ওর বন্ধু রবার্টসের আসতে আধ ঘন্টা দেরী হয়ে গিয়েছিল। ওদের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে আমি একসময় প্রায় ক্ষেপে উঠেছিলাম। মনে মনে প্রায় ধরেই নিয়েছিলাম যে এখানে আসার কথা বোধহয় ওরা দু'জনেই ভুলে গেছে।

জোনাথন ছেলেটাকে দেখতে মোটামুটি বেশ বলা চলে, ওকে দেখে ম্যাডেলিন একেবারে গলে গেল।

মাইকেল বলল, "আচ্ছা মেয়েরা এবার তাহলে আমরা তোমাদের শহর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।" হলুদ রংয়ের রোল নেক একটা সোয়েটার ওর গায়ে ছিল, পরনে ছিল কালো টাউজার্স।

আমরা চারজন গাদাগাদি করে জোনাথনের ছোট গাড়িটার ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ম্যাডি আর আমি পেছনের সীটে বসলাম। প্রথমে আমরা একটা ছোট রেস্তোরাঁয় গেলাম, যার ছাদ ভীষণ নীচু, চারদিকে লোকের ভীড়ে, তারই মধ্যে কোণের দিকে একটা টেবিল ঘিরে আমরা বসলাম। টেবিলের মাঝখানে কাচের হোল্ডারে একটা কালো মোমবাতি জ্বলছে। বেশ একটা রোম্যান্টিক পরিবেশ, কিন্তু হলে কি হবে, চারপাশে সবাই এমন চ্যাচামেচি করছে যে কানে প্রায় তালা ধরে যাবার যোগাড়।

আমি মাইকেলের মুখোমুখি বসেছিলাম। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে ও বলল, "অ্যালেক্স, আজ রাতে তোমায় খুব খারাপ দেখাচ্ছেনা, লণ্ডনে তোমায় বেশ মানিয়ে গেছে বলতে হবে।"

সত্যি, আজকের এ অপূর্ব সন্ধ্যার কথা জীবনে কোনদিন ভুলবোনা।

আমরা চিকেন ক্যাসেরোল আর রেড ওয়াইন খেলাম। আড়চোখে দেখলাম ম্যাডেলিন জোনাথনের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে, আর মাইকেল এমন একটা হাবভাব দেখাচ্ছে যেন আমার সঙ্গে এখানে আসতে পেরে একেবারে উদ্ধার হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ কি যেন বলবে বলবে করে শেষকালে মাইকেল মুখ ফুটে বলেই ফেলল, "জানো, সত্যি কথা বলতে কি এতদিন ভাবতাম তুমি ভীষণ বোকা, তোমার মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি বিশেষ নেই, কিন্তু আজ আমার ধারণাটা পাল্টে গেছে। তুমি যে সত্যিই বুদ্ধি রাখো তা তোমার মুখে চোখে ফুটে বেরোচ্ছে।"

আমরা যখন উঠলাম তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। আমরা চারজন সেই রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম, আমার হাত মাইকেলের হাতের মুঠোর ভেতর, এক অপূর্ব অনুভূতিতে আমার দেহ মন ভরে উঠেছে।

"এবার আমরা কি করব?" জোনাথন মাইকেলকে প্রশ্ন করল, "একবার 'জুডিসে' টুঁ মারবি নাকি? মাল খাবার পর এখন একটু নাচলে খুব খারাপ লাগবেনা।"

"ধ্যাৎ, তোর টেস্ট দিনদিন মাটি হয়ে যাচ্ছে," মাইকেল নাক কোঁচকাল, ওখানে গেলেই আমার বমি পায়। অন্য কোথাও চল্।"

"হোবোতে" যাবে? আমি বললাম। "ওখানে এর আগে একবার ম্যাডেলিনের সঙ্গে গিয়েছি, কিন্তু তখনকার কথা আলাদা। তখন বাবা ওখানে ছিল। এখন মাইকেলকে সঙ্গে নিয়ে হোবোতে ঢোকা পুরো আলাদা ব্যাপার"।

"আমি ত ওখানকার মেম্বার নই", মাইকেল বলল, "আর এসব ব্যাপারে ওদের বড্ড কড়াকড়ি আছে।"

"ঠিকই বলেছো," আমি বললাম, "কিন্তু আমার বাবা ওটা তৈরি করতে অনেক টাকা ঢেলেছেলে,কাজেই ওরা আমায় ঢুকতে বাধা দেবে বলে মনে হয়না।"

"শনিবার রাতে সে চান্স তুমি পাবেনাগো সুইটি," জোনাথন হেসে আমার দিকে তাকাল, "রাতে এই গোটা লণ্ডন শহরে ওটাই সবচেয়ে গরম জায়গা। ভেতরে ঢুকলেই গা চনমন করে উঠবে।"

"আরে বাবা একবার গিয়ে দেখাই যাকনা," আমি বেশ নিশ্চিন্ত গলায় বললাম। জায়গাটা যে ওদের কাছে বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছে তাই ভেবে মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করলাম। হোবোর ম্যানেজারটার নাম মনে করার চেষ্টা করতে লাগলাম। টনি...টনি বার্ড...টনি বিয়ার্ড...। উঁহু, পদবীটা কিছুতেই মাথায় এল না।

"বেশত, অ্যালেক্স যখন বলছে তখন গিয়ে দেখাই যাকনা," ম্যাডেলিন বলল।

"বলছ যখন, তখন যেতে আমার কোন আপত্তি নেই," জোনাথন বলল, "কিন্তু শুধুশুধু সময় নষ্ট, ভেতরে ঢুকতে পারবেনা আগেই বলে রাখছি। মার্লন ব্রাণ্ডো যদি হতে পার, সব

টেবিল ভর্তি থাকলেও তোমার জন্য স্পেশ্যাল ব্যবস্থা হবে, বাড়তি টেবিল এনে দেবে। ফেরলু পার্টি হলে ওরা পাত্তা দেয়না।"

"ঠিক আছে, কোই বাত নেহি," বলে মাইকেল আমার হাত ধরে টানল. "চল গো অ্যালেক্স, আজ তুমিই আমাদের মার্লন ব্রাণ্ডো হয়ে যাও। দেখি তোমায় দেখেও কি করে ওরা আমাদের ঢুকতে না দেয়।"

এবার আমি সত্যিই একটু ঘাবড়ে গেলাম। উস্কে ত দিলাম, তারপর? সত্যিই যদি ওরা আমাদের ভেতরে ঢুকতে না দেয়। কিন্তু এতখানি এগোনোর পর এখন আর পিছিয়ে যাবার কোনও অর্থ হয়না। হোবোর সামনে গাড়ি পার্ক করে আমরা চারজন বুক ফুলিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

সামনেই ডেস্কের ওধারে ফর্সা রংয়ের একটা মেয়ে বসেছিল। মুখ তুলে আমাদের একবার দেখে নিয়ে বলল, "বলুন, কি করতে পারি?"

"ইয়ে হয়েছে," মাইকেল আমতা আমতা করে বলল, "আমরা বেঞ্জামিন খালেদের বন্ধু। উনিই পাঠিয়ে দিলেন, বললেন যে ভেতরে ঢোকার কোনও অসুবিধে হবেনা।"

"আপনারা আগে থেকে বুক করেছিলেন?" মেয়েটা জানতে চাইল।

"না, মানে ইয়ে...।"

"মাপ করবেন," মেয়েটা ঘাড় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আগে থেকে বুক না করলে আমি কিছু করতে পারবনা।"

"তোমাদের তখনই বলেছিলাম," জোনাথন ঠোঁট টিপে চোখ মটকে হাসল, "এবার বিশ্বাস হল ত, এবার চল, ভালয় ভালয় ফেরা যাক।"

"এক মিনিট দাঁড়াও," বলে আমি এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার সামনে দাঁড়ালাম, "মিঃ বার্ড এখানে আছেন?"

"কে? কার কথা বলছেন?" মেয়েটা বুঝতে না পেরে ভুরু কুঁচকে তাকাল।

"মিঃ টনি বিয়ার্ড, এখানকার ম্যানেজার," আমি বললাম।

"ও, আপনি মিঃ ব্রেকের কথা বলছেন?" বলে মেয়েটা ডেস্কের ওপর রাখা কলিংবেল টিপতেই একজন ওয়েটার এসে তার সামনে দাঁড়াল। "লুইগি," মেয়েটা ওয়েটারটাকে বলল, "মিঃ ব্রেককে গিয়ে বল কয়েকজন লোক ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। ওঁরা বলছেন ওঁরা মিঃ খালেদের বন্ধু।"

লুইগি চলে যেতে মেয়েটা আমাদের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির হাসি হাসল, "শনিবার রাতে এসে আগে থেকে বুক করতে হয়, তাছাড়া এখানকার কোন মেম্বারকে আপনাদের রেকমেণ্ড করতে হবে। আপনার জায়গায় আমি মিঃ খালেদকেই রেকমেণ্ড করতে বলতাম। আমি...।"

"আমি খুব দুঃখিত কারণ সব টেবিল ভর্তি হয়ে গেছে, একদম জায়গা নেই," মেয়েটার কথা শেষ হবার আগেই আমার পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল। ঘুরে তাকিয়ে দেখি সেই ম্যানেজার।

"হেলো," তার দিকে তাকিয়ে যতদূর সম্ভব মিষ্টি করে হাসলাম, "আমায় চিনতে পারছেন?"

ছেলেটা হাসল, বলল, "নিশ্চয়ই, এত, সহজে আপনাকে ভোলা যায়?"

"প্লীজ, আমাদের এককোণে কোথাও বসার ব্যবস্থা করে দিন না," আমি মিনতি করলাম, "বাবা বলেছিল বসার ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে যাবে।"

"চলুন, দেখি কি করা যায়," বলে ও মাইকেলের হাত ধরল। আমরা তার পেছন পেছন ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ওঃ, এতক্ষণে ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। ভেতরে ঢুকতে না পারলে ম্যাডি, মাইকেল জোনাথন তিনজনের কাছেই মুখ দেখাতে পারতামনা।

টনি, অর্থাৎ ম্যানেজার ছেলেটা বেশ স্মার্ট আছে। এককোণে একটা টেবিলে আরো কয়েকজনের সঙ্গে আমাদের ঠিক বসিয়ে দিল। মাইকেল আমার পাশে বসল। আমার হাত নিজের হাতের ভেতর নিয়ে বলল, "চমৎকার, সত্যিই তুমি চমৎকার মেয়ে অ্যালেক্স।"

সত্যিই সবকিছুই চমৎকার লাগছিল, কিন্তু এরই মধ্যে একটা ছন্দপতন ঘটে গেল। প্রায় কদমছাঁটের মত ছোট করে ছাঁটা চুল মজার দেখতে একটা মেয়ে এসে একফাঁকে মাইকেলকে দিব্যি পটিয়ে বের করে নিয়ে গেল। যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণ আমায় ভুলে গিয়ে মাইকেল ঐ মেয়েটার সঙ্গে নাচল। আমার মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু এরই মধ্যে যখন টনি আমায় হোবোর মেম্বার করে দিল, তারপর পরদিন নামকরা গাইয়ে স্টিভ স্কটের বাড়ির পার্টিতে আমায় আর ম্যাডিকে যাবার জন্য নেমন্তন্ন করল তখন আবার মনটা খুশিতে ভরে গেল।

ফেরার সময় গম্ভীর হয়ে ছিলাম, মাইকেলকে পাত্তা দিলামনা। ম্যাডিকে স্টিভ স্কটের পার্টির খবরটা জানাতেই ও অবাক হয়ে গেল। মাইকেল হঠাৎ বলে উঠল, "ওখানে তোমাদের যাওয়া হবেনা।"

বুঝতে পারলাম ওর হিংসে হয়েছে। বললাম "কেন? যেতে দেবেনা কেন?"

"কারণ তোমাদের মত দু'জন বোকা মেয়েকে পেলে ও ঠিক খেয়ে ফেলবে।" মাইকেল বলল। বাড়িতে ঢোকার পরই কেঁদে ফেললাম। মনে হল, আমি প্রেমে পড়েছি।

আট

নিউ ইয়র্কে বড় ঠাণ্ডা। পথেঘাটে আর দোকানে যাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে তারাও এত বোর করে যে কি বলব। আপনি জানে ইংরেজ এটা যদি ওরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে, তাহলেই আর দেখতে হবেনা, ওরা দু'মিনিটের মধ্যে আপনার বন্ধু বনে যাবে, তারপর আপনি ইংরেজ শুধু এই সুবাদেই ইংল্যাণ্ডের কোথায় ওর বুড়ি ঠাকুমা পড়ে পড়ে ধুঁকছে, সেই গল্প শুরু করবে।

রে, অর্থাৎ আমার হেয়ার ড্রেসারের কথা বলছিলাম। হঠাৎই যেন প্রায় রাতারাতি ও সোসাইটির মাথা হয়ে উঠেছে। সামান্য হেয়ার সেটিং, এমনকি ভাল করে চুল আঁচড়ানোর জন্যও ধনী মহিলারা আজকাল ওর শরণাপন্ন হচ্ছেন। তাছাড়া বেশ কিছুদিন হল আমি লক্ষ্য করছি রে নিজেও কিরকম যেন মেয়েলী হয়ে উঠেছে। ওর মত তাজা জোয়ান লোকের কাছ থেকে এটা আশা করাই যায়না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এসব আমার মনের উদ্ভট কল্পনা। কিন্তু এমনতর ভুল আমার নিজের কখনো হয়না। ও নিজে যেচে একদিনের জন্যও আমায় বিছানায় ওর সঙ্গে শুতে যাবার কথা বলেনি। এর অর্থ একটাই দাঁড়ায় টাকা রোজগার করে বড়লোক হবার চিন্তা ওর মাথায় বেশী আনাগোনা করতে শুরু করেছে। দাঁড়াও তোমার বড়লোক হওয়া বের করছি। বেঞ্জামিনকে বলে ওর সেলুনটা অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাবার অথবা একেবারে ওর বেরোতে মনে হয়, সেই ব্যবস্থা করছি।

একসপ্তাহ পর টনির কথা হঠাৎ মনে পড়তে শুরু করেছে। ছোঁড়াটাকে অনেকদিন হয় খাইনি, আর এ সপ্তাহেই আমার শরীর বলতে গেলে পুরোপুরি উপোস দিয়েছে, তার খিদে মেটানোর কোন ব্যবস্থাই করিনি। একদম উপোস করে অবশ্য কাটাতে হয়নি, কারণ আমার এক

বান্ধবীর স্বামীকে হঠাৎ পেয়ে গিয়েছিলাম, আমার খিদে ওঁর শরীর দিয়েই মিটিয়েছি। কিন্তু সে নেহাৎ মামুলী খানা, একঘেয়ে ব্যাপার যাকে বলা যায়। ভদ্রলোক বিছানায় একদম খেলতে পারেননা।

শুনলে অনেকেরই হয়ত হাসি পাবে তবু মন থেকেই বলছি, টনিকে না দেখে আমি আর একদম থাকতে পারছিনা। টনি এখানে এসে কয়েকদিন কাটিয়ে গেলে খুব ভাল হয়, আমি রাতারাতি বেশ চাঙ্গা হয়ে যেতে পারব। বিছানায় ওঠার পর টনিকে আমার আর মানুষ বলে ভাবতেই ইচ্ছে হয়না, মনে হয় ও একটা জানোয়ার। কিন্তু কোন্ ছুতোয় ওকে নিউ ইয়র্কে আসতে বলব তাই ভাবছি। বেঞ্জামিনকে বলতে হবে যে টনিকে একবার নিউ ইয়র্কে নিয়ে এলে খুব ভাল হয়, লণ্ডনে 'হোবো' কিরকম চলছে সেসম্পর্কে বেঞ্জামিন ওর কাছ থেকে খোঁজখবর নিক, এটাই বোঝাতে হবে আরকি। মনে হয় এখানে আসতে পারলে টনি নিজেও খুব খুশি হবে। ওকে সঙ্গে নিয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়াব, ভাল ভাল কিছু জামাকাপড় কিনে দেব, ভাল রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া করব।

হ্যাঁ, আজ রাতেই বেঞ্জামিনকে ফোন করে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলতে হবে। টনি অনায়াসেই এখানে সোমবার নাগাত এসে পৌঁছোতে পারে, তারপর উইক-এণ্ডে আমরা প্লেনে চেপে আবার ফিরে যাব।

ভাল করে খুঁটিয়ে সাজগোজ করলাম। আমার বান্ধবী সারার স্বামীর কথা একটু আগেই বলছিলাম, যার সঙ্গে ইদানীং ঘণ্টা দুয়েক রাত্রিযাপন করেছি। সেই সারার সঙ্গে টুয়েন্টি ওয়ানে লাঞ্চ সারলাম। সারা সম্প্রতি এক নতুন প্রেমিক জুটিয়েছে, এক চীনে রেস্তোরাঁর ওয়েটার, আমি জানতাম সারা ওর কথা আমায় বলার জন্য উসখুস্ করছে। টনিকে একবার দেখলে যে সারার নোলায় জল ঝরবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই, সারার বয়স বত্রিশ তেত্রিশের বেশী নয়, ও নিজে একজন উচ্চশিক্ষিতা সোসাইটি মেট্রন, পাতলা ছিপছিপে দেখতে, এককথায় তাকে যে কেউ সুন্দরী বলবে। একসময় সারা আর আমি, আমরা দু'জনে একসঙ্গে মডেলিং করতাম। আমি বেঞ্জামিনের গলায় ঝুলে পড়লাম, সারা টেক্সাসের এক কোটিপতি তেলের খনির মালিককে বিয়ে করল। সে বিয়ে বেশীদিন টিকলনা, সারা তারপর যাকে বিয়ে করল সে আরেক কোটিপতি, ক্যালিফোর্ণিয়ায় তার কোটি টাকার সম্পত্তি আছে। সেও সারার কপালে বেশীদিন সইলনা, তারপর সারা যার সঙ্গে ঘর বাঁধল তার নাম অ্যালেন, সুন্দর লান্টু চেহারার এক লেখক, যার বইয়ের এককপিও বিক্রী হয়না। তা না হোক, তাতে সারার কিছু আসে যায়না। সারা দুই ভূতপূর্ব স্বামীর মাথায় টুপি পরিয়ে যা হাতিয়ে এনেছে সেই টাকায় ও অ্যালেনকে দিব্যি পুষছে বেড়ালের মত। যেদিন অ্যালেনকে আর সারার ভাল লাগবেনা সেদিন টুসকি মেরে তাকে সিগারেটের ছাই ঝারবার মত ফেলে দিয়ে সারা নতুন স্বামী খুঁজবে। ততদিনে অ্যালেন সারার মাথায় টুপি পরিয়ে যেটুকু পারে গুছিয়ে নিকনা, ক্ষতি কি। অ্যালেন থাকা সত্ত্বেও সারা আরো কত পুরুষকে খেয়ে চলেছে তার ইয়ত্তা নেই। অ্যালেন সবই জানে। আবার অ্যালেন নিজেও যে শুধু সারাকে নিয়েই চুপচাপ বসে নেই এটুকু সারার জানতে বাকি নেই। তবে অ্যালেন যে সম্প্রতি আমারই সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে ঘণ্টাদুয়েক কাটিয়ে গেছে তা সারা এখনো জানেনা। জানলেও ক্ষতি নেই, আমার মনে হয় সারা তা জানলে খুব খুশিই হবে। তবে এও ঠিক যে, অ্যালেন আমায় নিরাশ করেছে।

সারার মুখখানা একেবারে দেবীর মত। পাতলা স্লাভ ধাঁচের মুখ, মাথায় ঘন, কুচকুচে কালো চুল, মাঝখানে সিঁথি কাটা, তার দু'পাশ দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে এসে নেমেছে।

শ্যাম্পেন ককটেল দিয়ে আমরা লাঞ্চ শুরু করেছিলাম, এবার তরমুজ আর স্টেকের অর্ডার দিলাম।

"বল, তোমার সবকথা খুলে বল," আমি বললাম। আমি যদি সমকামী হতাম, তাহলে এককথায় সারাকে আমার পার্টনার বেছে নিতাম।

আমার কথা শুনে সারা স্বপ্নময়ীর হাসি হাসল, "তোমায় আর কি বলব ফণ্টেন, প্রাচ্যদেশের লোকেদের শরীরে যে কি রহস্য তার স্বাদ যখন পাওনি, তখন বলতে হবে তোমার জীবনটাই বৃথা গেল।"

এবার আমিও হাসলাম, "আমার যা আছে তাই ভাল সারা, যাদের নিয়ে দিন কাটাচ্ছি তারা আমায় যথেষ্ট সুখ দেয়।"

আমার কথা শুনে সারা খিলখিল করে হেসে উঠল, "আরে বাবা, ক'জন তোমার জীবনে এল সে কথা বলছিনা, তারা কিরকম মাল, সেটাই সবচেয়ে বড়।"

"আমার ওসব যাচাই করে দরকার নেই," আমি বললাম, "আমার শুধু নতুন নতুন লোক দরকার, শুধু ক্যাণ্ডিডেট বাড়িয়ে যাব।"

সারার সঙ্গে লাঞ্চটা সত্যিই বেশ জমেছিল। পরে বেঞ্জামিনকে ফোন করে বললাম, "ডার্লিং, আমার মাথায় একটা সুন্দর আইডিয়া এসেছে। এখানে, নিউ ইয়র্কে একটা 'হোবো' খুললে কিরকম হয়? টনি ব্লেককে কয়েকদিনের জন্য এখানে পাঠিয়ে দাওনা, ওর সঙ্গে এ-ব্যাপারে একটু আলোচনা করে দেখি। কবে? যত তাড়াতাড়ি পার, দরকার হলে কালই। প্লীজ, এটা করে দাও লক্ষ্মীটি। টনিকে এক্ষুণি এখানে পাঠানোর ব্যবস্থা কর। ক'দিন তোমায় না দেখে মনটা এত খারাপ হয়ে আছে যে কি বলব। তোমার মত লোক পৃথিবীতে বেশী নেই বেঞ্জামিন, তোমরা শুধু নিজেদের উজাড় করে দিতেই জান, সব কিছু দিয়ে ভিখিরীর মত নিঃস্ব হয়ে যাও, বিনিময়ে কিছুই কুড়িয়ে নাওনা। তাহলে ঐ কথাই রইল, কেমন? তোমার সেক্রেটারীকে বলে দাও, টনির এখানে আসার ব্যাপারে কি ঠিক হল, সবিস্তারে যেন আমায় জানায়। হ্যাঁ, তুমি একদম চিন্তা করবেনা, আমি শীগগিরই টনিকে নিয়ে লণ্ডন পৌঁছোচ্ছি। তোমার নিঃস্বার্থ ভালবাসার ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারবনা বেঞ্জামিন, বিদায়।"

হতভাগা বেঞ্জামিন, ও এখনো ভেবে বসে আছে যে আমি ওকে ভালবাসি। বুড়োটা খুব সহজেই গ্যাস খায়। আমি ওকে ভালবাসি এটা ভাবার মত দুঃসাহস ওর হল কি করে তাই ভাবছি। ওকি আয়নায় নিজের মুখ একবারও দেখেনা? জানেনা যে ও বুড়ো হয়ে গেছে?

নয় টনি

বিকেল চারটে বাজে। খোনা সুরো জ্যানাইনের বিছানা ছেড়ে ওঠার কোন নামগন্ধ দেখতে পাচ্ছিনা। ওর হাত থেকে সহজে নিস্তার পাব বলে আমার মনে হচ্ছে না। আজ ওর ছুটি, কাজেই গোটা দিনটা ও চুটিয়ে উপভোগ করবে। জ্যানাইন বিছানার ওপর ঠিক একতাল কাদার মত পড়ে আছে, মেক-আপহীন মুখখানা যেন একরাশ চুলের জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে আছে। দিনের বেলা জ্যানাইন এমন মেক-আপ করে যে ওর মুখখানা ঠিক কমলালেবুর মত দেখায়।

আমি ওর কাঁধে আলতো টোকা দিলাম। কিন্তু হা হতোস্মি, ওতে তার বিছানা ছেড়ে ওঠার কোন লক্ষণই দেখা গেলনা। অবশ্য ওর ঘুম ভাঙ্গাবার একটা রাস্তা আমার জানা আছে, কিন্তু সেটা ওর ওপর প্রয়োগ করব একথা ভেবেই আমি মনে মনে খুব কষ্টবোধ করলাম।

বাথরুমে গিয়ে ভাল করে স্নান করলাম। ফিরে এসে দেখলাম ওর ঘুম ভাঙ্গার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছেনা। দু'কাপ কফি তৈরি করে টেলিভিশনটা খুব জোরে চালিয়ে দিলাম, কিন্তু ও নড়বার নামটিও নিলনা। এবার পেছন থেকে ওকে একটা ঠেলা দিলাম। কিছুটা কাজ হল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও মাকড়শার মত ওর হাত দু'খানা মেলে দিল আমার দিকে। কিন্তু আমি তাতে কোনরকম আগ্রহ প্রকাশ করলামনা। এবার ও সত্যিই চোখ মেলল। ঘুমকাতুরে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এসো, টনি, আমার পাশে শুয়ে পড়।"

"জ্যানাইন, ওঠোত," আমি বললাম, "লক্ষ্মী মেয়ের মত বিছানা ছেড়ে উঠে পড়। আমার মা একটু পরে আমায় দেখতে আসবেন।"

"তোমার মা!" বলেই তিড়িং করে ও বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠে বসল, তারপর বড় বড় গোল গোল চোখে তাকাল আমার দিকে।

"হ্যাঁ, আমার মা," আমি অম্লানবদনে গুল দিলাম, "বছরে একদিন মা আমায় দেখতে আসেন, আজই সেই দিন।"

"ভারী বদ্‌খত ব্যাপার," বলে বিশ্রী মুখ করে জ্যানাইন বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। জ্যানাইনের স্বাস্থ্য খুব ভাল, যদিও মেক-আপ ছাড়া ওকে খুব বাজে দেখায়। মেক-আপ একটা মেয়ের মুখকে কি করে দিতে পারে ভাবলে সত্যিই তাজ্জব হতে হয়। এতক্ষণে ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। এবার ধীরেসুস্থে বাইরে বেরিয়ে কোথাও কিছু খেয়ে নেব, তারপর অ্যালেকজান্ড্রাকে ওর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে হাজির হব স্টিভ স্কটের ঠেকে।

স্কার্টের ওপর সোয়েটার চাপিয়ে জ্যানাইন বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডাচোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। "চলি সোনা, পরে আবার দেখা হবে," বলে খোলা সুরো দরজা খুলে এবার সত্যিই বিদেয় হল। জামাকাপড় পাল্টে আমি আমার পুরনো ছোট গাড়িটা চালিয়ে সোজা স্যামির আস্তানায় গিয়ে হাজির হলাম। আসলে এ গাড়িটার মালিক আমি নই, আমার এক গার্ল ফ্রেণ্ড। এই গার্ল ফ্রেণ্ড জাপানের ওদিকে তার গ্রুপের সঙ্গে কিছুদিনের জন্য নাচতে গেছে, যাবার আগে দেখাশোনা করার দায়িত্ব পুরোপুরি আমার হাতে দিয়ে গেছে। এই পুরনো রদ্দি গাড়ি নিয়ে আমি অ্যালেকজান্ড্রার ফ্ল্যাটে যেতে চাইছিলা। দেখি স্যামি যদি ওর গাড়িটা আজ রাতের জন্য আমায় ধার দেয়।

ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে হম্‌দোর মত মুখ করে বসেছিল স্যামি, তার মাথার চুল উস্কোখুস্কো, একগাল খোঁচাখোঁচা দাড়ি, লাল চোখের দৃষ্টি কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত। আমায় দেখেই কোনরকম ভূমিকা না করে বলে উঠল, "নাহে, এসব ফ্রক পরা কচি মেয়েদের পেছনে ছুটে আর এনার্জি নষ্ট করবনা।"

আমি কিছু জানতে চাইবার আগেই ও নিজে থেকে শুরু করল, পনেরো বছর বয়সী বান্ধবীর সঙ্গে খেলাটা যে ও ভাল করে জমাতে পারেনি, সেই দুঃখের কাহিনী। আমি নীরব শ্রোতার মত শুনে যেতে লাগলাম, আর মাঝেমাঝে এমন হাবভাব করতে লাগলাম যেন ওর দুঃখে আমি খুব কাতর হয়ে পড়েছি।

"বিছানায় শোবার পর মনে হল ও মেয়ে সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছে, বুঝলে টনি," স্যামি বলল, "ওর সঙ্গে তাল দিয়ে এঁটে ওঠা এ বয়সে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, এর ওপর সে যাবার আগে বিছানার খানিকটা তুলো পর্যন্ত খামচে তুলে নিল।"

আমি ঘড়ি দেখলাম, সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে, এবার না বেরোলে দেরী হয়ে যাবে।

"আজ রাতে কি করছ, স্যামি?" আমি জানতে চাইলাম।

"আজ আর কোথাও যাবনা গুরু, বিছানায় বডি ফেলে চিংপাত হয়ে শুধু রেস্ট নেব। ও ছুঁড়ি আমার ভেতরটা পুরো ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেছে।"

"খুব ভাল কথা, তোমার গাড়িটা আজ রাতের জন্য ধার দেবে?"

"কেন, তোমার গাড়ি কি হল?"

"আঃ, বাজে প্রশ্ন কোরনা," আমি বললাম, "আমার প্রেয়সীকে ঐ ভুষিমাল বিস্কুটের টিনে চড়াতে পারবনা।"

"নতুন প্রেয়সী?" স্যামির দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "কে এই নতুন মাল, জানতে পারি?"

"গতকাল রাতেই ত দেখলে, আমার মনিব-তনয়া রাজকন্যে অ্যালেকজান্ড্রা" আমি বললাম।

"অ," স্যামি উদাস গলায় বলল, "রাজকন্যে না বলে বলা উচিত খালেদের বেটি। তা তোমার আবার এই ঘোড়া রোগ হল কবে থেকে টনি? ও মেয়ে ত তোমার পছন্দমাফিক নয়। আমি যতদূর জানি তোমার ত জম্পেস মাল ছাড়া অন্য কারো দিকে চোখ পড়েইনা?"

"ওকে আমার ভাল লেগে গেছে, গাড়িটা দেবে কিনা বল?"

"চাইছো যখন নিয়ে যাও, কিন্তু কাল সকাল আটটার মধ্যে ফেরৎ চাই কিন্তু।"

গাড়ি নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসতেই চোখে পড়ল দরজার নীচে একখানা টেলিগ্রাম পড়ে আছে, টেলিগ্রামটা খুলতে যাব, এমন সময় বিশ্রী শব্দ করে টেলিফোন বেজে উঠল।

"মিঃ ব্লেক?" রিসিভার তুলতেই উল্টো দিক থেকে এক পাগলীর গলা ভেসে এল, "আমি অ্যালিস বলছি, বেঞ্জামিন খালেদের সেক্রেটারী। সারাদিন বারবার চেষ্টা করেও আপনার লাইন পাইনি, বোধহয় আউট অফ অর্ডার ছিল, তাইনা?"

"হ্যাঁ, তাই হবে আরকি," আমি নির্ভেজাল গুল মেরে দিলাম। আসলে ঘুমোবার আগে রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছিলাম তাই ও লাইন পায়নি। পরক্ষণেই মনে হল বেঞ্জামিন খালেদের সেক্রেটারী হঠাৎ আমাকে খুঁজছে কেন। ফন্টেনের কোন অ্যাকসিডেন্ট হয়নি ত? হলে ভালই হয়, অন্তত বেঞ্জামিনের বেটি আলেকজান্ড্রার সঙ্গে এখন আমি যে সম্পর্ক পাতাতে চাইছি তাতে ফন্টেন ডাইনী এই মুহূর্তে সরলে আমি বেঁচে যাই, নিদেনপক্ষে ঠ্যাং ভেঙ্গে ও যদি বিছানায় পড়েও থাকে তাহলেও কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্তি।

"মিঃ খালেদের ইচ্ছে আপনি একবার নিউ ইয়র্কে গিয়ে দেখে আসুন ওখানে 'হোবো'র মত একটা নাইটক্লাব খোলা যায় কিনা।।" অ্যালিস ওপাশ থেকে বলে উঠল।

"আঁ!" আমি শুনে তাজ্জব হয়ে গেলাম। এরা কর্তা গিন্নী দুজনে মিলে হঠাৎ আমার পেছনে লেগেছে কেন? অ্যালেকজান্ড্রার কাছ থেকে আমায় সরাবার মতলব? সব টের পেয়ে গেল নাকি?

"মিসেস ফন্টেন খালেদ আপনাকে এক্ষুণি রওনা হতে বলেছেন। আমি তাই আজ রাত আটটার প্লেনে আপনার ফ্লাইট বুক করেছিলাম। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আপনি বোধহয় যেতে পারবেননা, তাই.....।"

"না, না, আজ রাতে আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব হবেনা," আমি চটপট জবাব দিলাম, "আমার একজন নিকট-আত্মীয় মারা গেছেন, আমায় এখুনি একবার না গেলেই নয়।" সময়মত গুল দিতে আমার জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

"শুনে দুঃখিত হলাম," অ্যালিস বলল, "তাহলে কাল সকাল পৌণে আটটায় ফ্লাইটই বুক করি, কি বলেন?"

ব্যাপার কি, এদের এত তাড়া কিসের? বুঝতে না পেরে আমি টেলিগ্রামটা খুলে চোখ বোলালাম, তাতে লেখা :

"এক্ষুণি চলে এসো। বেঞ্জামিন সব খুলে বলবে। যত তাড়াতাড়ি পার।—ফণ্টেন।"

"ওখানে ক'দিন থাকতে হবে।" আমি প্রশ্ন করলাম।

"অল্প কয়েকদিন," অ্যালিস বলল, "তাহলে ঐ কথাই রইল, কাল সকালে পৌনে আটটা, কেমন?"

"অগত্যা," আমি ভাঙ্গাগলায় বললাম।

"সকাল ছ'টায় আপনাকে নিতে গাড়ি যাবে, টিকেট তৈরি থাকবে। নিউ ইয়র্ক পৌছোনোর পর আরেকটা গাড়ি আপনাকে মিসেস খালেদের বাড়িতে নিয়ে যাবে। আপনার যাত্রা শুভ হোক।" আমি কিছু বলার আগেই অ্যালিস ফোন রেখে দিল। আমি কিছুক্ষণ হাঁ করে বসে রইলাম। নিউ ইয়র্ক যাবার ইচ্ছে আমার বহুদিনের। কিন্তু সেখানে আরেকটা 'হোবো' খুন্নতে হবে? বাপরে! পার্স খুলে দেখি মাত্র কুড়ি পাউণ্ড পড়ে আছে। যাকগে, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই, ফণ্টেন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ টাকাপয়সার চিন্তা করা বোকামি।

অ্যালেকজান্ড্রার ঠিকানায় পৌছে চোদ্দ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজার কলিংবেল টিপলাম। দরজা খুলে বেরিয়ে এল মাইকেল, মনে হল আমায় দেখে ও খুব একটা খুশি নয়। তবু মৌখিক হাসি হেসে আমায় ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসাল। কিছুক্ষণ পর অ্যালেকজান্ড্রার বান্ধবী, মাইকেলের বোন ম্যাডেলিন একটা জমকালো নীল পোশাক পরে ঘরে ঢুকল, আমায় দেখেই দাঁত কেলিয়ে বলল, "মিঃ. ব্লেক, আপনাদের সঙ্গে আমিও যাব ত?"

আমি খুব দুঃখী দুঃখী মুখ করে তার দিকে তাকালাম, "উঁহু, তোমায় নিয়ে যাওয়া যাবে না, আর একথা ত কাল আমি অ্যালেক্সকে বলেই দিয়েছি।"

আমার কথা শুনে ম্যাডেলিন একদম ফিউজ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "যাকগে, অ্যালেক্স ফিরে এলে ওর মুখ থেকেই নাহয় সব শুনব।" ওর কথা শেষ হতে না হতেই অ্যালেকজান্ড্রা ঘরে ঢুকল। আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, "অনেক দেরী হয়ে গেছে এবার চল যাওয়া যাক।"

বললাম বটে, আসলে খুব একটা দেরী হয়নি। স্টিভের পার্টি ন'টার আগে শুরু হবে না। একটা ছোট বারে ঢুকে অল্প কিছু ড্রিংক করে স্টিভের আস্তানার দিকে আমি আর অ্যালেক্স যখন রওনা হলাম, তখন ন'টা বাজতে বেশী দেরী নেই।

"শোন অ্যালেক্স," আমি ড্রাইভ করতে করতে বললাম, "আমায় নিয়ে এই ভাবে বেড়াতে যাওয়া হয়ত তোমার বাবা নাও পছন্দ করতে পারেন। আর তাছাড়া তুমি নিশ্চয়ই জানো যে আমি ওঁর অধীনেই চাকরী করছি। কাজেই আজকের ব্যাপারটা চেপে যেও, বাবাকে যেন ভুল করেও বলতে যেও না।"

"ঠিক আছে," অবাক চোখে ও আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল।

আমরা স্টিভের আস্তানায় এসে পৌছোলাম। বেল টিপতেই স্টিভ দরজা খুলে দিল, তার পরনে আণ্ডারপ্যাণ্ট গায়ে শুধু একটা সোয়েটার চাপানো।

"এই যে মক্কেল, ভেতরে এস," স্টিভ হেসে বলল, "আমার বোতল কই?"

এঃ হেঃ, সত্যিই বড় ভুল হয়ে গেছে। স্টিভ গতকাল মালের বোতল নিয়ে যেতে বলেছিল। তার কথার উত্তর দেবার আগেই ঘরের ভেতর থেকে ক্যারোলিন বেরিয়ে এল, তার গায়ে একখানা ড্রেসিং গাউন জড়ানো, ভেতরে অন্য কোন পোশাক নেই। এদের দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারছি দু'জনে মিলে এতক্ষণ ভেতরে শুয়ে কোনও বজ্জাতি করছিল।

"টনি, তুমি দিন দিন কিপ্টে হয়ে যাচ্ছ, বোতল আনবার কথা ভুলে মেরে দিয়েছো, তাই না?" বলে সে অ্যালেক্সের দিকে তাকিয়ে হাসল, "হাই, আমি ক্যারোলিন।"

"আমি অ্যালেকজান্ড্রা, আমায় অ্যালেক্স বলে ডাকবেন," অ্যালেকজান্ড্রা হেসে বলল। আমি আড়চোখে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম ও স্টিভের আণ্ডারওয়ারের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন শরীরের সব নাড়ীনক্ষত্র কোথায় কি আছে, সব ঐ ভাবে তাকিয়েই ঠিক দেখে ফেলবে।

"তোমরা তাহলে একটু জিরোও," স্টিভ বলল, "আমরা ভেতরে গিয়ে জামাকাপড় পাল্টে আসছি। কেউ এলে দরজা খুলে দিও।"

"স্টিভ একখানা মাল বটে," ওরা চলে যাবার পর অ্যালেকজান্ড্রা বলল।

"হ্যাঁ ওকে যে তোমার পছন্দ হয়ে গেছে তা দেখতেই পাচ্ছি," আমার গলা আমার নিজের কানেই কেমন যেন শুকনো শোনাল। এধার ওধার হাতড়ে অনেক খুঁজে ওকে একটু ভদ্‌কা এনে দিলাম। অ্যালেক্স সেটাতে এক চুমুক দিয়েই বিশ্রী মুখ করল, দেখে মনে হল ও কাউকে ভ্যাংচাচ্ছে। রান্নাঘরের কোথাও একদানা খাবার চোখে পড়ল না। আমায় বললে কি হবে, স্টিভ নিজেও কম কিপ্‌টে নয়।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভীড় বাড়তে লাগল। সবাই আমার চেনা। আজ মনে হচ্ছে লণ্ডন সত্যিই এক নিতান্ত ছোট জায়গা। স্টিভ আর ক্যারোলিন খানিকক্ষণ পর জমকালো পোশাক পরে এল। সবার সামনে একফাঁকে গ্লাস হাতে আমি ঘোষণা করলাম যে হোবোর মত নতুন একখানা নাইটক্লাব খুলতে আমি আগামীকাল সকালে নিউ ইয়র্ক রওনা হচ্ছি। দেখলাম খবরটা শুনে সবাই বেশ খুশি হল। অ্যালেকজান্ড্রা ততক্ষণে ভদকার তিন নম্বর পেগে চুমুক দিচ্ছে (আসলে আমি নিজেই ইচ্ছে করে বারবার ওর গ্লাসে মাল ঢেলে দিচ্ছিলাম, ওকে খুব তাড়াতাড়ি কাৎ করবার একটা ইচ্ছে আমায় পেয়ে বসেছিল)।

স্টিভ হঠাৎ গ্লাস হাতে এগিয়ে এসে ঢুলুঢুলু চোখে বলে উঠল, "অ্যাই শালা টনি, তোর সঙ্গে ঐ নতুন মুর্গীটা কে র‍্যা?"

শুয়োরের বাচ্চা! আমি মনে মনে স্টিভকে গাল দিলাম। লক্ষ্য করছি মাল পেটে পড়ার পর যেই একটু নেশা হয়েছে, অমনি স্টিভ গিয়ে অ্যালেকজান্ড্রার পাশে বসে বকবক করতে শুরু করেছে। যতই বকবক কর না কেন বাপু, ও মালকে আমি হাতছাড়া করছি না। ওই নিটোল মুক্তোর মালা তোমার মত বাঁদরের গলায় ঝুলবে, এটা আশা কোর না।

হঠাৎ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল খোনাসুরো জ্যানাইন। অ্যালেক্সকে দেখিয়ে বলে উঠল, "টনি, এই বুঝি তোমার মা? বাঃ, তোমার মায়ের চেহারা ত বেশ, এখনো ঠিক কচি খুকিটির মত দেখায়। তা তোমার চাইতে তোমার মা তো বয়সে ঢের ছোট, তাই না, টনি? চমৎকার! চালিয়ে যাও" বলে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে জ্যানাইন বলে উঠল, "টনি, তুমি একটা বেজন্মা কুত্তার বাচ্চা! তোমার মত লোককে আর আমার কোন দরকার নেই।"

দরকার নেই ত খামোকা দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে ঝামেলা করা কেন? এটা স্টিভের বাড়ি না হয়ে অন্য কোন জায়গা হলে দিব্যি করে বলছি, জ্যানাইনকে আচ্ছা করে পেঁদিয়ে বাপের নাম খগেন করে ছাড়তাম। এবার বাড়াবাড়ি কিছু ঘটার আগে অ্যালেকজান্ড্রাকে নিয়ে কেটে পড়তে হবে।

"চলে এসো," আমি অ্যালেকজান্ড্রার কাছে গিয়ে বললাম, "খিদে পেয়েছে, এবার দেখি কোথায় খাবারদাবার পাওয়া যায়।"

"আমার বিচ্ছিরি লাগছে," অ্যালেকজান্ড্রা জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, "মাথা ঘুরছে।"

ওকে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালেকজান্ড্রা ওর গোটা দেহটা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে এলিয়ে পড়ল। বুঝতে পারছি ও বড্ড বেশী লোডেড্ হয়ে গেছে, এতটা ভদকা ওকে গিলিয়ে দেয়া ঠিক হয়নি। হাজার হোক, একদম বাচ্চা মেয়ে!

"কি, লাটখোর, বাড়ি চললে?" খোনা সুরো জ্যানাইন এককোণ থেকে চেঁচিয়ে উঠল, দেখো মামণিকে যেখানে সেখানে ফেলে চলে যেয়ো না যেন, বাড়ি পৌঁছে দিও, হাজার হলেও তোমার মা বলে কথা।"

বাইরে বেরোতেই এক ঝলক কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের দু'জনের গায়ে মাথায় সূঁচের মত বিঁধল। অ্যালেকজান্ড্রা আমার জ্যাকেট মুঠো করে ধরে জড়ানো গলায় বলল, "আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে", পরক্ষণেই রাস্তার ওপর ওয়াক শব্দ করে বমি করে ফেলল। আমার জ্যাকেটটা অল্পের জন্য বেঁচে গেল। নিজের কৃতকর্মের জন্য এখন আমার নিজের গালে জুতো মারতে ইচ্ছে করছে।

"আমায় বাড়ি নিয়ে চল," ও ডুকরে উঠল।

সারা সন্ধ্যের মজাটা এইভাবে মাটি হল। ধরে ধরে ওকে গাড়িতে তুললাম। স্টার্ট দেবার কিছুক্ষণ পর বলে উঠল, "আমার আগে কোনদিন এরকম হয়নি। আজ হঠাৎ কি যে হল।"

'আরে ও এমন কিছু নয়," আমি তাকে প্রবোধ দিলাম, "ওরকম সবারই একটু আধটু হয়। চল আমার অ্যাপার্টমেণ্টে গিয়ে তোমায় ডিম দিয়ে হালকা কিছু বানিয়ে দেব।"

"না না," ও মুখ ভেংচে কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, "এখন আর কিছু খেতে পারব না, বাড়ি গিয়ে সোজা খাটে উঠে চিৎপাত হয়ে পড়ব।"

হায় ভগবান, এইজন্যই কি ওকে আমি বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম? ওকি এখনো জানেনা কেন আমি ওকে আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছি আরে বাবা, শোবার জায়গা ত আমার ওখানেও আছে খাইয়ে দাইয়ে বিছানায় তুলে তারপর—।

"খেতে ইচ্ছে করছেনা?" আমি বললাম, "তা ডিম না হয় নাই খেলে, কিন্তু একটু কালো কফি ত খেতে পার সোনা।"

কথায় কথায় ওকে ভুলিয়ে আমার বাড়ির সামনে এনে গাড়ি দাঁড় করালাম।

"আমরা কোথায় এলাম?" চোখ বড় বড় করে ও জানতে চাইল।

"এইত আমার বাড়ি, অ্যালেক্স সোনা, এবার লক্ষ্মীমেয়ের মত নেমে পড়, আমি তোমায় কালো কফি বানিয়ে দিচ্ছি। দেখবে খেলে খুব ভাল লাগবে।" আমি বললাম।

"উঁহু, এখন আমি সোজা বাড়ি যাব, আমায় বাড়ি নিয়ে চল," অ্যালেকজান্ড্রা জেদী গলায় বলল।

আমি আরো কিছুক্ষণ চেষ্টা করলাম, কিন্তু সবই বৃথা। ও বাড়ি না গিয়ে ছাড়বে না। অগত্যা ফিরে এসে গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। ওর ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এসে ওকে নামিয়ে দিতেই ও করমর্দন করে ধন্যবাদ জানাল, তারপর পেছন দিকে একবারও না তাকিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকল।

নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরেই ওকে ফোন করতে হবে।

দশ

অ্যালেকজান্ড্রা

ম্যাডেলিন আর আমি এনিয়ে আলোচনা করলাম। মাইকেলের ওপর যে আমার দুর্বলতা জন্মেছে তা কাউকে না বলা পর্যন্ত ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ম্যাডেলিন আমার পুরনো সহপাঠিনী, তাছাড়া মাইকেল ত ওরই দাদা, তাই ওকে ছাড়া আর কাউকে এ কথা খুলে বলা ঠিক হবে বলেও মনে হল না।

সব শুনে ম্যাডির হাসতে হাসতে প্রায় মাটিতে গড়িয়ে পড়ার মত অবস্থা। হাসতে হাসতেই বলে উঠল, "কার কথা বললে অ্যালেক্স, মাইকেল? তুমি ঠাট্টা করছ না ত? হায় ভগবান, তুমি আর মন দেবার মত লোক খুঁজে পেলে না?" আমি চুপ করে আছি দেখে ম্যাডি বুঝতে পারল ঠাট্টা নয়, আমি সিরিয়াসলি ওকে কথাটা বলেছি।

"শোন অ্যালেক্স," ম্যাডি হাসি থামিয়ে বলল, "মাইকেল ওসব মন দেয়ার কারবারের মধ্যে নেই। ও একটা জিনিসের লোভেই মেয়েদের পটায়, তারপর একবার সেটা পেয়ে গেলে সে মেয়েকে ছেড়েছুড়ে দিয়ে স্রেফ কেটে পড়ে।"

ম্যাডি কি করে মাইকেল সম্পর্কে এতটা জানল তা আমি নিজে ভেবেই পাচ্ছি না। ম্যাডি এত বছর আমার সঙ্গে স্কুলেই কাটিয়েছে। কিন্তু মাইকেল যদি সত্যিই সেই একটা এবং একই জিনিসের লোভে আমার পিছু নিয়ে থাকে, তাহলে ও সেটা আমার কাছ থেকে পেতে পারে, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই।

শনিবার হোবো থেকে ফেরার পর অনেক রাত পর্যন্ত আমরা দু'জন জেগে থেকে কথা বলছিলাম। অনেকক্ষণ পর ম্যাডি এই সিদ্ধান্তে এল যে মাইকেলের মনে ঈর্ষা জাগাতে হবে। অর্থাৎ মাইকেল এবং আমার মাঝখানে আরেকজন পুরুষকে খাড়া করতে হবে।

"দ্যাখো অ্যালেক্স," ম্যাডেলিন বলল, "আমার মনে হয় মাইকেল তোমাকে বেশ পছন্দ করে," আর হয়ত এও ঠিক যে ও তোমায় নিছক গার্ল ফ্রেণ্ড হিসেবে দেখতেও রাজী নয়। হাজার হোক, তুমি আমি আর মাইকেল, আমরা তিনজনই ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে মেলামেশা খেলাধুলা করে বড় হয়েছি ত।"

"ও ভাবে আমি এখনো সেই বাচ্চা মেয়েটিই আছি," আমি একটু দমে গিয়ে বললাম, "ওর কথায় আমার অন্তত তাই মনে হল।"

"দাঁড়াও না, দাদার মজা বের করছি," ম্যাডির দু'চোখ ঝকঝক করে উঠল, "ওকে ভাল করে দেখিয়ে দেব তোমার মধ্যে কতটা চটক আছে।" গুছিয়ে প্ল্যান করে যে কোন কাজ হাঁসিল করতে ম্যাডির মত ওস্তাদ মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি। "শোন অ্যালেক্স, কাল রাতে যখন টনি আসবে, সেই সময় মাইকেল যাতে এখানে থাকে সেই ব্যবস্থা আমি করছি। তুমি কিন্তু কাল ওকে একদম পাত্তা দেবে না আগেই বলে রাখছি। পাত্তা না দিয়ে খুব সেজেগুজে ওর পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।"

"খুব সাজগোজ কি করে করব বল?" আমি বললাম "আমার ত চটকদার জামাকাপড় একদম নেই।"

"তোমার ভাঁড়ারে কি আছে আগে তাই দেখা যাক," বলে ম্যাডি আমায় নিয়ে ওয়ার্ডরোবের সামনে দাঁড়িয়ে পাল্লাটা টেনে খুলে ফেলল। ভেতরে জামাকাপড় যা ছিল সব ঘেঁটেঘুঁটে শেষকালে যেটা ওর পছন্দ হল তা ফ্রিল দেয়া একটা টেরিলিনের ড্রেসিং গাউন।

"এইত, এটাই পরতে পারো," ম্যাডি উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, "কোমরে একটা বেল্ট পরবে, তাহলেই ভাল দেখাবে।"

তার কথামত ওটা পরে পায়ে জুতো গলালাম। তারপর কোমরে বেল্ট বেঁধে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলাম আমায় খুব খারাপ দেখাচ্ছে না। যাক পোশাকের সমস্যা মিটল। সব গুছিয়ে রেখে যখন ম্যাডি আর আমি শুতে গেলাম তখন রাত তিনটে।

পরদিন দুপুর বারোটা নাগাদ ম্যাডি মাইকেলকে ফোন করে সন্ধ্যের পর আসতে বলল।

"মাইকেল," ম্যাডি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "ভীষণ মুশকিলে পড়েছি, জানিস! একটা ফিউজ পুড়ে গেছে তাই আলো জ্বলছে না। টিভিটাও ঠিকমত চালাতে পারছি না, আর স্নানের চৌবাচ্চার স্টপারটাও আটকে গেছে, কিছুতেই খুলছে না।"

"ভয় নেই," মাইকেল বলল, "আমি এক্সটেনশনের বাড়তি রিসিভার কানে লাগিয়ে সব শুনছিলাম, "আমি গিয়ে সব সারিয়ে দিয়ে আসব। তোরা এখন কি করছিস?"

"আমরা এখন খেতে বেরোব, খেয়ে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে বিকেলে ফিরব। তুমি সাতটা নাগাদ চলে আসতে পারবে?"

"সাতটা?" মাইকেল অবাক হয়ে বলল, "এতক্ষণ তোরা বাইরে কি করবি?"

"আমরা লাঞ্চ খেয়ে অ্যালেক্সের বাবাকে দেখতে যাব, ওঁর শরীর খুব ভাল নেই। তাহলে ঐ কথাই রইল, ঠিক সাতটা, কেমন?"

"বলছিস যখন তখন সাতটাতেই আসব কিন্তু আজ যেন আবার আমায় ডিনার খাওয়াতে বলিস না," মাইকেল বলল, "আমার এক গার্ল ফ্রেণ্ডকে নিয়ে আজ ডিনার খেতে রাতে বেরোব।"

"ঠিক আছে, আজ আর আমরা তোমায় বিরক্ত করব না," বলে ম্যাডি ফোন ছেড়ে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। "সব ঠিক করে ফেললাম অ্যালেক্স, এবার মাইকেলকে ঘোল খাওয়ানোর দায়িত্ব তোমার।"

সারা বিকেল ধরে সাজগোজ করলাম। মাইকেল এল ঠিক সাতটায়। মাথা ঘষে চুলে রোলার লাগিয়ে মেক-আপ সেরে শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলাম। ম্যাডিই বলে দিয়েছিল মাইকেলের সামনে যেন না বেরোই। ঠিক রাত আটটা নাগাদ সদর দরজার কলিং বেল আবার বেজে উঠল, দরজা খোলার শব্দও কানে এল। ম্যাডির প্ল্যানমত ঠিক এক মিনিট পর দরজা খুলে বসার ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম ম্যাডি আর মাইকেলের সামনে টনি বসে।

মাইকেলের দিকে একবার ঘুরেও তাকালাম না। ম্যাডি বলে উঠল, "জান অ্যালেক্স, আমার যাওয়া হবে না। টনি খুব চেষ্টা করেছিল যাতে আমিও যেতে পারি, কিন্তু হল না।"

আমার শুনে খুব খারাপ লাগল। ম্যাডিকে রেখে স্টিভ স্কটের পার্টিতে যাবার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

"তাড়াতাড়ি, অ্যালেক্স," টনি হেসে বলল, "অনেক দেরী হয়ে গেছে।"

এবার মাইকেলের দিকে তাকালাম। ওর মুখটা ঠিক চুপসে যাওয়া বেলুনের মত দেখাচ্ছে। ভাল, এটাই আমি চেয়েছিলাম।

"গুডবাই," বলে দরজা খুলে পা বাড়ালাম। "অটোগ্রাফ আনতে ভুলোনা যেন," মাইকেল বলল। ম্যাডি আমার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসি হাসল।

টনি যেন আমায় পেয়ে উদ্ধার হয়ে গেছে, এমনি ভাব দেখাচ্ছে। একটু ইতস্তত ভাবও আছে তার সঙ্গে। জানি আমি খুব বড়লোকের মেয়ে বলে সবাই এমনি ভাব দেখায়।

হিল্টন বারে নিয়ে গিয়ে টনি আমায় খানিকটা শ্যাম্পেন খাওয়াল, তারপর রওনা হল স্টিভ স্কটের বাড়ির দিকে।

শ্যাম্পেনের নেশাটা ততক্ষণে বেশ চাগিয়ে উঠতে শুরু করেছে। আজ আর কিছুতেই মাইকেলের কথা ভাবব না এমন একটা চিন্তা তখন আমায় পেয়ে বসেছে। টনি সারাক্ষণ আমার হাত ধরে ছিল, লিফটের ভেতর ঢুকে বলল, 'আজ সন্ধ্যের এ ঘটনাটা যেন বাবাকে কিছুতেই বলে না দিই।' কথাটা শুনে আমার কিরকম যেন খটকা লাগল। আমি ভেবেছিলাম বাবা যেহেতু ওর মনিব, তাই আমায় নিয়ে বেড়াতে বেরোলে টনি ওঁর সুনজরে থাকবে, কিন্তু এখন দেখছি ব্যাপারটা তা নয়।

স্টিভ স্কটের পার্টিতে যথেষ্ট আনন্দ করলাম। স্টিভ ওকে জিজ্ঞেস করল, 'তোর সঙ্গে এই মুর্গীটা কে রে?'

টনি ধমকে জবাব দিল, 'স্টিভ, খবরদার, ওর দিকে হাত বাড়িয়োনা বলছি।' এমন সময় টনির গার্ল ফ্রেণ্ড এসে নোংরা ভাষায় ওকে গালিগালাজ করতে লাগল, আমার ততক্ষণে পাঁচ পেগের মত খাওয়া হয়ে গেছে। স্টিভ এসে আমার কানে কানে বলল 'প্রেয়সী, তোমার ফোন নম্বরটা বলবে? তোমার মত ছোট্ট সুন্দরী মেয়েদের সচরাচর দেখা পাওয়া যায় না।'

কিছুক্ষণ পর টনি এসে বলল আমাদের বাড়ি যাবার সময় হয়েছে। উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার গা ঘুলিয়ে উঠল, ভীষণ বমি পেল।

টনি আমায় ধরে ধরে বাইরে নিয়ে এল, তারপর আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না, রাস্তার ধারে বমি করে ফেললাম। বমি করেই নিজের ওপর লজ্জা আর রাগ দুই-ই হল! এর চাইতে রাস্তার ফুটপাত খুলে গেলেই বোধহয় ভাল হত, আমি ভেতরে সেঁটিয়ে যেতে পারতাম।

"আমায় বাড়ি নিয়ে চল, শরীরটা খুব খারাপ লাগছে," আমি টনিকে অনুনয় করে বললাম। টনি বলল ওর সঙ্গে ফ্ল্যাটে যেতে ও আমায় কফি আর কিছু শক্ত খাবার খাওয়াবে। রাজী হলাম না, এখন আমার বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

টনি ওর গাড়িটা নিয়ে এসে নিজের ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড় করাল, আমায় বলল নামতে, কিন্তু আমি রাজী হলাম না। তাছাড়া কাল সকালে ওর আমেরিকায় যাবার কথা, এখন আমায় কফি খাওয়ানো নিয়ে ওকে বিব্রত করা মোটেই উচিত হবে না। টনি এবার আমায় বাড়ি পৌঁছে দিল।

টনিকে বিদায় জানিয়ে আমি আমার ফ্ল্যাটে ঢুকলাম। বাথরুমে ঢুকেই হড়হড় করে আবার বমি করে ফেললাম।

এগারো

ফণ্টেন

টনিকে দেখার জন্য ছটফটিয়ে মরছি এটা ঠিক, এবং এয়ারপোর্টে যাবার কথা যদিও একবারের জন্যও ভাবিনি তবুও হঠাৎ মনে হল দেখাই যাকনা, গেলে বেশ মজাই হবে হয়ত। তাই বন্ধুদের সঙ্গে সব লাঞ্চ বাতিল করে গাড়ি নিয়ে সোজা কেনেডি ইণ্টারন্যাশান্যাল এয়ারপোর্টে চলে এলাম আসার পথে ড্রাইভারটা বকবক করে আমায় ভীষণ জ্বালিয়েছে।

প্লেন এসে পৌঁছেছে বেশ কিছুক্ষণ হল। কাঁচের এপাশ থেকে টনিকে ঠিক দেখতে পেয়েছি। অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়েছে কাস্টমসের চেকিংয়ের সামনে। ওর হাতে একটা সস্তা সুটকেশ ছাড়া আর কিছু নেই। আশা করছি ওরা টনিকে তাড়াতাড়িই ছেড়ে দেবে।

টনিকে এখান থেকে বেশ আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে, তাছাড়া দিনের আলোয় যথেষ্ট ফর্সাও লাগছে তাকে। আর একটু চালাক চতুর যে ও কেন হল না এটাই খুব লজ্জার বিষয়। অবশ্য এও ঠিক যে এর চাইতে বেশী চালাকচতুর হলে ডিসকোথেকের ম্যানেজারী করে ও নিজের জীবন এইভাবে নষ্ট করত না।

বেচারা টনি! আমার টাট্টু ঘোড়া। এই সুন্দর শরীর আর মাথাভর্তি একরাশ কোঁকড়ানো চুল যেদিন হারিয়ে যাবে সেদিন ওর কি দশা হবে? কোন সুন্দরী তখন ওকে চাইবে?

কাস্টমসের ঝামেলা মিটেছে, টনি আমায় দেখতে পেয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে। ছেলেটার সূক্ষ্মবুদ্ধি একদম নেই, কারণ ওর হাঁটাচলা দেখেই বুঝতে পারছি যে ও এসেই আমায় একটা চুমু খাবে। সেটা এড়াবার জন্য আমি আগেভাগে হাত বাড়িয়ে ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলাম। বোকা ছেলে, চারপাশে এত লোক, ফটোগ্রাফারদের ভিড় গিজগিজ করছে, তার মধ্যে ত একটু বুঝে চলতে হয়।

"তোমার প্লেনের ট্রিপ কি রকম হল তাই বল," আমি প্রশ্ন করলাম।

"চমৎকার," বলেই ও হাই তুলল, "প্লেনে আসতে আসতে একটা সিনেমা দেখলাম, একটু মালও খেলাম। যাকগে, কি ব্যাপার বলত?"

"তেমন কিছুই নয়," আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম। শুধু যে ওকে দেখব বলেই টেলিগ্রাফ করেছি একথা বলা চলবেনা, তাহলেই ওর মাথা ঘুরে যাবে, ভীষণ দর বেড়ে যাবে। তারপর আমার অবস্থা টাইট হয়ে যাবে।

"নাইটক্লাবের জায়গা ঠিক করেছো?" টনি জানতে চাইলো।

"উঁহু, আমরা অতদূর এখনো এগোইনি," আমি জবাব দিলাম, "আগে তুমি কি বল তাই শুনি, তারপর যা করার করব। সব জায়গাগুলো আগে ঘুরে দেখো, তারপর যদি ভাল কিছু বাৎলাতে পার তবে তখন দেখা যাবে।"

টনি হাসল, হাসলে ওর দাঁতগুলো খুব সুন্দর দেখায়। "তাহলে বলছ শুধু ঘুরে দেখে মতামত দেবার জন্যই সাত তাড়াতাড়ি আমায় এভাবে ডেকে পাঠিয়েছো?"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই," আমি বললাম, "আমি ভাবলাম নিউ ইয়র্ক দেখে তুমি একেবারে তাজ্জব বনে যাবে।"

"হুঁ," টনি বলল, "কিন্তু তার জন্য এত তাড়া দেবার কি কোন দরকার ছিল?"

"অবাক করলে টনি," আমি বললাম, "আমি এখানে থাকতে তুমি আস, এটাই কি তুমি চাওনি?"

টনি কি জানি কেন, আমার একথার কোন উত্তর দিলনা। গাড়িতে উঠে শোফারকে আমার অ্যাপার্টমেণ্টে নিয়ে যেতে বললাম। অ্যালিস টনির জন্য হোটেলে একটা ঘর বুক করে রেখেছিল আগেই, কিন্তু আমার মনে হল ওখানে যাবার আগে ও আমার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে যেতে পারবে। আলতোভাবে ওর হাতের ওপর আমার হাত রেখে বললাম "হোবোর খবর কি বল? আমার বন্ধুরা আসাযাওয়া করছে ত?"

টনি মাথা নাড়ল। ওকে ঠিক খুশি খুশি দেখাচ্ছে না, হয়ত এতদূর আসার দরুণ ভীষণ ক্লান্ত।

"ভ্যানেসা আর লিওনার্ডের কি খবর?"

"ওদের সঙ্গে আমার বহুদিন দেখা হয় না।"

"আর সে? সে আসে না?" বলে আমি উদ্দেশ্যপূর্ণ চোখে তার দিকে তাকালাম।

টনি বুঝতে পারল আমি কার কথা বলতে চাইছি। অপরাধীর মত আমার দিকে তাকিয়ে ও চোখ নামিয়ে নিল। বুঝতে পেরেছি, কচি মেয়েটাকে একা পেয়ে নিশ্চয়ই টনি ওর আয়ুক্ষয় করে চলেছে।

আমি আর এ নিয়ে ঘাটালামনা। ও যখন বেশী কথা বলতে চাইছেনা তখন আমিও নিজে থেকে কিছু বলব না। থাকুক ও চুপ করে। সীটে ঠেস দিয়ে বসে আমি চোখ বুঁজলাম।

এই টনি ব্রেককে লণ্ডনের হাজার হাজার নগণ্য মানুষের ভীড়ের মধ্যে থেকে একদিন আমিই খুঁজে বের করেছিলাম। আমি ওকে জীবনে যেভাবে দাঁড় করিয়েছি তাতে ওর আমার পা চাটা উচিত। আমি ওকে তুলে না আনলে এত দিনেও কেউ ওকে চিনত না, বেস্তোরাঁয় এখনো ওয়েটার হয়েই ওকে কাটাতে হত, সেলাম ঠুকে, ফরমাশ খেটে আর বকশিসের জন্য হাপিত্যেশ করেই ওর জীবন শেষ হয়ে যেত। মানুষের জন্য যতই কর না কেন, তারা তা মনে রাখে না।

হয়ত টনি এটাই ভেবে নিয়েছে যে 'হোবো' ওর একার জন্যই চলছে। আসলে 'হোবো'র মত একটা নাইটক্লাব খোলার প্ল্যানটা আমারই মাথা থেকে বেরিয়েছিল। ওটা চালাবার লোকেরও অভাব ছিল না। টনির চেয়েও ভাল দেখতে বহু লোক পাওয়া যেত। তাদের কাউকে ওখানে ম্যানেজার করে দিলে তারাও অল্পদিনের মধ্যে টনির চেয়ে নাম করতে পারত।

"বাঃ! এ ত দেখছি দারুণ ব্যাপার!"

টনির কথা শুনে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি ও গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে বড় বড় চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। নিউ ইয়র্কের বড় বড় আকাশছোঁয়া বাড়ি, পথে ঘাটে অসংখ্য ব্যস্তমানুষ দেখে আর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ও হাঁ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এর নাম নিউ ইয়র্ক। এখানে রূপকথার জীবনের পাশাপাশি দারিদ্র্যের নোংরা চেহারাও ফুটে ওঠে, হাই সোসাইটির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে নানা ধরনের হাঙ্গামা আর দাঙ্গা। যতক্ষণ সঙ্গে টাকা আছে, ততক্ষণ এখানে সবকিছু পাওয়া যাবে, যা খুশি করা যাবে।

"ভাবলাম আগে তোমায় আমার অ্যাপার্টমেণ্টে নিয়ে যাব, তারপর আমার শোফার তোমায় তোমার হোটেলে নিয়ে যাবে। আজ রাতে অনেক মজার মজার জিনিস তোমার জন্য ঠিক করে রেখেছি।" আমি বললাম।

"বাঃ, সে ত খুব ভাল", টনি বলল, ওর গলায় খুব একটা উৎসাহের সুর ফুটে উঠতে দেখলামনা!

বেঞ্জামিন, অর্থাৎ আমার স্বামী এই বিশাল শহরে আমার জন্য কিছু ভাল ভাল ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমার অ্যাপার্টমেণ্ট তাদের মধ্যে একটা। এখানে আমার তিনটে বড় শোবারঘর আছে, সেইসঙ্গে চারদিক খোলা একখানা বারান্দা। বারান্দায় গোলাপের ঝাড়। শীতকালের বাহারী মরসুমী ফুলের সঙ্গে একখানা সুন্দর লেবুগাছও আছে। আমার যে লোকটি এই অ্যাপার্টমেণ্ট দেখাশুনো করে, তার নাম অ্যাডামো, লোকটা জাতে ভিয়েৎনামী। পৌঁছোনোর পর ও বারান্দার ধারে পেতে রাখা টেবিলে আমাদের সামনে মার্টিনির বোতল আর গ্লাস এনে রাখল।

"বু রুমে লাঞ্চ দিয়েছি, ম্যাডাম," অ্যাডামো ঘাড় ঝুঁকিয়ে বলল। ওর আদবকায়দা একদম ইংরেজ বাটলারের মত, কোথাও কোন খুঁত নেই। আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেরই নজর পড়েছে ওর ওপর, বেশী পয়সা দিয়ে ওকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু অ্যাডামো আমাদের ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চায়না, এখানে কাজ করেই ও খুশী।

"ঠিক আছে অ্যাডামো, তুমি যাও," আমি বললাম, "দরকার পড়লে বেল টিপে ডাকব।"

"ঠিক আছে ম্যাডাম," বলে ও সেলাম ঠুকে চলে গেল। এই বিল্ডিংয়ের একতলার বেসমেণ্টে ও থাকে। ব্যবস্থাটা খুব ভাল, ইচ্ছেমত ডাকা যায়, ইচ্ছেমত বিদেয় করা যায়।

"এ ত দেখছি একেবারে স্বপ্নের মত ব্যাপার," চারদিক ঘুরে দেখতে দেখতে টনি বলল, "এমন দৃশ্য আগে কখনো আমার চোখে পড়েনি।"

"এবার বলত এই দৃশ্যটা কিরকম?" বলে আমি জামার বোতাম খুলে সেদিকে ইঙ্গিত করলাম।

টনি বুঝল, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওষুধ ধরেছে এতক্ষণে। টনি জানে ওকে কখন কি করতে হবে, আর, আর সেজন্যই ওকে আমার এত ভাল লাগে। কিছুক্ষণ বুকে জড়িয়ে রেখে টনি ধীরে ধীরে আমায় মেঝেতে চিৎ করে শুইয়ে দিল, তারপর এক এক করে বাকি পোশাক খুলে নিল।

"তোমায় নিউ ইয়র্কে স্বাগত জানাচ্ছি," আমি বললাম।

বারো

টনি

নিউ ইয়র্কে আসার পথে প্লেনের এয়ার হোস্টেসটা খাসা ছিল। সবাই যখন সিনেমা দেখছে সেই ফাঁকে আমি গিয়ে বসলাম একদম পেছনের সারিতে। কিছুক্ষণ পর হোস্টেস মেয়েটাও সেখানে এল, তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লাম একদম প্লেনের মেঝের ওপর, ও একটা কম্বল দিয়ে নিজের আর আমার শরীর ঢেকে দিল। কম্বলের ভেতর ঢুকে এবার আমার প্লেন চালানো শুরু করলাম, যে প্লেনের পাইলট আমি নিজেই।

নিউ ইয়র্কে পৌঁছে প্লেন থেকে নামার আগে সেই হোস্টেস মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম "আজ রাতে কি করছ?"

"আমার ফিয়াসেকে (প্রেমিক) নিয়ে শহরে যাব," মেয়েটা দাঁত বের করে হেসে বলল, "আর এ প্লেনখানা যিনি চালিয়ে নিয়ে এলেন সেই পাইলটই আমার প্রেমিক।" লে হালুয়া!

কাস্টমসের ঝামেলা মিটিয়ে বাইরে বেরোতেই আমার মহারাণীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওকে এখানে দেখে আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম, কারণ ফন্টেন, আমি যতদূর জানি এয়ারপোর্টে সচরাচর যায়না। তাছাড়া ফন্টেন নিজেও জানে যে ভগবান তাকে এমন একখানা চেহারা দিয়েছেন যা একবার দেখলে যেকোন লোক দ্বিতীয়বার ঘুরে তাকাবেই। ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে একটু গম্ভীর মুখেই গিয়ে গাড়িতে উঠলাম, সারা পথ হোবোতে কে কে আসে তাই জানতে চেয়ে বিরক্ত করে গেল, কিন্তু আমি বিশেষ পাত্তা দিলামনা।

ওর অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে আমার চোখ সত্যিই চড়কগাছ হয়ে গেল। মাটি থেকে এত উঁচুতে যে কোন মানুষ বাস করতে পারে, তা চোখে না দেখলে আমি কখনো বিশ্বাসই করতামনা। চারপাশে বাহারী ফুলের বাগান, তার মধ্যে এক ভিয়েৎনামী চাকর আলখাল্লা পরে কথায় কথায় ফন্টেনকে সেলাম ঠুকছে। এসব নিজে চোখে না দেখলে কল্পনাই করা যায়না।

তারপর?

তারপর সেই পুরোনো ফন্টেন, আমার ফন্টেন। চাকরটা চলে যেতে না যেতেই ফন্টেন জামা খুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, যে হাসির অর্থ আমি খুব ভালভাবেই জানি।

"এখানে, মেঝের ওপর" ফিসফিস করে ও বলল, তারপর আমায় প্রায় মেঝের ওপর পেড়ে ফেলল। গতরাতে স্টিভের ওখান থেকে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, তারপর আজ প্লেনের সেই এয়ার হোস্টেস মেয়েটাও আমার শরীরের যথেষ্ট এনার্জি নিংড়ে নিয়েছে, সর্বোপরি অ্যালেকজান্ড্রার সঙ্গে এখন আমার যে সম্পর্ক চলছে, তার কথা চিন্তা করে আমি কতদূর সফল হতে পারব তা নিজেই ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। আমার শরীর মন কিছুই ঠিকমত কাজ করছে না, কিন্তু ফন্টেনকে তাই বলে ফেরাতে পারি না। আমার মন ষোলদিকে ছুটছে, কিছুতেই ফন্টেনের দিকে যাচ্ছে না। দেখছি অ্যালেক্স যা বলেছিল সেটাই ঠিক, ফন্টেন একটা বিশ্রী মেয়েমানুষ ছাড়া কিছু নয়।

"টনি, বহুদিন প্র্যাকটিস না থাকায় তোমার শরীর একদম বসে গিয়েছে," ফন্টেন ঠাণ্ডাগলায় বলল।

"তাত হবেই," আমি তার মন রাখার জন্য বললাম, "তুমি ওখানে নেই, আমি কাকে নিয়ে—?"

"ওঃ টনি," ফন্টেন বলল, "আমার কাছে সতী সেজোনা, বুঝলে? তুমি, আমি আমরা দু'জনেই দু'জনকে ভালমত চিনি। নাও, এবার আরেকটু ভাল করে—।"

আমি আহ্লাদে গলে গেলাম, মনে হল গায়ে যেন নতুন করে জোর পাচ্ছি।

হোটেলে শুয়ে টিভি দেখছিলাম। এর মধ্যেই অন্তত বারতিনেক ক্লাব স্যাণ্ডুইচ খেয়েছি। ফণ্টেন গাড়ি নিয়ে সাতটা নাগাদ আসবে।

বিবাহিতা মহিলাদের আর আমার একদম ভাল লাগে না। সবাই স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে একটু গতরের সুখ অবিবাহিত ছেলেদের কাছ থেকে আদায় করার নেশায় ছুটছে। অ্যালেকজান্ড্রা যদি আমার বৌ হত? মানাত ভালই কারণ ওর বা আমার কারোরই টাকা নেই। ফোনের আওয়াজে চিন্তা কেটে গেল। ফণ্টেন নির্ঘাৎ।

তেরো

ফণ্টেন

টনি হোটেলে চলে যাবার পর গাড়ি নিয়ে বিউটি পার্লারে চলে এলাম। আমার এখন পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটু ভাল ম্যাসাজ দরকার। ওখান থেকেই সারাকে ফোন করলাম। আজ রাতে সবাই একসঙ্গে ডিনার খাব, সেকথাও ওকে জানাতে ভুললাম না। টনির কথা ওকে এখনো জানাইনি, শুধু বলেছি যে বেঞ্জামিনের কারবারের একজন সহকারী আজ আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

"তুমি কি পরে যাবে?" সারা জানতে চাইলো।

"এখনো ঠিক করিনি," আমি বিনা দ্বিধায় জবাব দিলাম, যদিও আমি প্রায় ঠিক করেই রেখেছি যে কালো সিল্কের পিঠখোলা কার্ডিগানটা গায়ে চাপাব।

"আমিও ঠিক করিনি," ও বলল। ইস্, সারা দিন দিন কি মিথ্যেবাদীই না হয়ে উঠছে।

"তাহলে আজ রাত আটটা নাগাদ আমরা তোমাদের ওখানে যাচ্ছি, তারপর সবাই মিলে আগে কার্লটনের পার্টিতে ঢুঁ মারব," আমি বললাম।

"ওটা ভারী বিশ্রী," সারা বলল, "খালি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজেদের চটক দেখানো ছাড়া ওদের আর কোন কাজ নেই। অ্যালেন ওদের দু'চোখে সহ্য করতে পারে না।"

ওর বিরক্তি আর অপছন্দের আসল ব্যাপারটা আমি জানি সারা আর অ্যালেন আসলে ওখানে নেমন্তন্ন পায়নি, কারণ সালামাণ্ডা স্মিথ নামে হলিউডের এক চিত্রাভিনেত্রীর সঙ্গে অ্যালেনের নাম জুড়ে গতবছর গরমের সময় বেশ কেলেঙ্কারী রটেছিল।

"বেল আর সিডওয়েলরাও তোমাদের ওখানে আজ আসছে নাকি?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ, সবকিছুই ঠিকঠাক," সারা গলা নামিয়ে বলল, "আজ বিকেলটা যা দারুন কেটেছে না, তোমায় কি বলব। এই ফণ্টেন, তুমি কখনো যোগাভ্যাস করেছো?"

সারা যখনই গলা নামিয়ে কথা বলবে তখনই যে যৌন প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসে যাবে, তা আমার জানা। ওর হাত থেকে তাই তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাবার জন্য বললাম, "হ্যাঁ সে ত প্রায়ই হয়। আচ্ছা, এখন তাহলে রাখছি, পরে দেখা হবে।" বলে ফোনটা ছেড়ে দিলাম।

গোলাপী শিফনে নিজের আগাপাস্তলা মুড়ে সালামাণ্ডা যেন পার্টির ভীড়ের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল। লক্ষ্য করলাম টনি মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখছে। কড়কড়ে পনেরো ডলার দিয়ে ওকে দু'খানা নতুন টাই কিনে দিয়েছি। কিন্তু এই ফিল্ম স্টারদের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকা এ আমার একদম বরদাস্ত হয় না।

"টনি ব্রেক, ইনিই আমাদের আজকের হোস্টেস মিসেস পিটার কার্লটন." টনির সঙ্গে সালামাণ্ডার আলাপ করিয়ে দিলাম।

"আপনার প্রথম ফিল্মটা আমার দারুন ভাল লেগেছে," টনি আহ্লাদে গলে গিয়ে বলল, "আচ্ছা, অতক্ষণ আপনি মরুভূমির মধ্যে কি করে কাটালেন বলুন ত?"

হা ঈশ্বর। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, সালামাণ্ডার একজন ফ্যান বাড়ল। কি কুক্ষণেই যে ওকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম।

"তাতে কি, ও আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল," সালামাণ্ডা খুশিতে বিগলিত হয়ে দাঁত দেখাল, "উইক এণ্ডে পিটার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত।"

নাঃ, টনি ভীষণ বোর করছে। আমি আশেপাশে তাকালাম, নতুন মুখ যদি দেখা যায় এই আশায়। কিন্তু উঁহু, বিধিবাম, সেই পুরনো মুখের ভীড়।

চোদ্দ

টনি

সালামাণ্ডা স্মিথের পার্টিতে হঠাৎ গোলমাল শুরু হয়ে গেল। একজন ওয়েটার মাল খেয়ে চুর হয়েছিল, টলতে টলতে সালামাণ্ডার দিকে এগিয়ে গেল, তারপর তার সামনে দাঁড়িয়ে সোজা নিজের প্যাণ্টের জিপ খুলে অশ্লীল ইঙ্গিত করল।

আর যায় কোথায়। পরমুহূর্তে তিনচারজন ঝাঁপিয়ে পড়ল সে ব্যাটার ওপর। দুমদাম কয়েকটা ঘুঁষো ঝেড়ে ওয়েটারটাকে একদম কাৎ করে ফেলল তারা। ভাবলাম এই ফাঁকে আমিও একটু হাতের সুখ করে নিতে পারতাম।

সবাই এখন ওয়েটারকে নিয়ে রসালো আলোচনায় মেতে উঠেছে, আমি এই ফাঁকে টুক করে পাশের ঘরে চলে এলাম। এটা শোবার ঘর, খাটের পাশে টেবিলের ওপর সুন্দর টেলিফোন সেট রাখা আছে। আমি রিসিভার তুলে লণ্ডনে অ্যালেকজাণ্ড্রাকে ট্রাঙ্ক কল করলাম।

"হ্যালো", অ্যালেকজাণ্ড্রার গলা বহুদূর থেকে ভেসে এল।

"হ্যালো খুকুমণি, আমি কে বলত?" আমি বললাম, "আজ শরীর কিরকম আছে?"

"ওঃ টনি," অ্যালেকজাণ্ড্রার গলায় একরাশ খুশি ঝরে পড়ল, "আমেরিকা থেকে রাতে আমায় ফোন করছ? আমি আজ একটু ভাল আছি। সত্যি, কাল রাতে যে বোকামি করেছি তার জন্য লজ্জিত।"

"বোকামি তুমি নয়, আমিই করেছি, অ্যালেক্স," আমি বললাম, "এরকম একটা বাজে পার্টিতে তোমায় নিয়ে যাওয়া আমারই উচিত হয়নি। যাক, এখন তুমি কি করছ?"

"আমি এখন শুয়ে পড়েছি," ওর গলা ভেসে এল।

"তোমায় না দেখে মন ভীষণ খারাপ লাগছে," আমি বললাম।

"আমি জানি," ও ফিসফিস করে বলল।

"তাহলে?"

"তাহলে কি?" ও জানতে চাইল।

"তাহলে আমার জন্যও তোমার মন খারাপ করছে ত?" আমি বললাম।

"ঠিক জানিনা, বুঝলে?" অ্যালেকজাণ্ড্রা জবাব দিল, "মানে তুমি ত রওনা হয়েছো মাত্র একদিন হল, তাছাড়া আমরা নিজেদের এখনো ভাল করে চিনে উঠতে পারিনি, তাই না?" বলে ও একটু থামল, তারপর আবার বলল, "তবু তোমায় না দেখে একটু খারাপ লাগছে, এটা ঠিক।"

ওর কথা শুনে সত্যি বলছি আমার বুকটা হঠাৎ দুলে উঠল। "ভেবোনা, আমি শীগগিরই ফিরে আসছি," আমি চটপট উত্তর দিলাম, "তারপর আমাদের চেনাজানার পালাটা শুরু হবে। ইতিমধ্যে একদম লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকবে, একদম দুষ্টুমি করবেনা।"

"হুঁ-উ।" ও কেমন মিষ্টি করে বলল।

"আমি শীগগিরই ফিরে আসব, আজ তাহলে রাখছি, কেমন? শুভরাত্রি," বলে আমি রিসিভার রেখে দিলাম।

এ ঘরে পার্টিতে ফিরে আসতেই ফন্টেনের চোখে চোখ পড়ে গেল। "এই যে টনি, এতক্ষণ কোথায় ছিলে, এবার আমাদের যেতে হবে," ও চিবিয়ে ধারালো গলায় বলল। ফন্টেনের ব্যবহারটা যেন একটু খাপছাড়া লাগছে,আগের মত আর বন্ধুত্বপূর্ণ নেই, একটু কড়া মনে হচ্ছে।

গাড়িতে বসে ফন্টেন আমায় ঝাড়তে শুরু করল, "দেখো টনি, পার্টিতে ফিল্ম স্টার দেখে তোমার ঐরকম আদেখলাপনা আমার একদম ভাল লাগেনি। আমি আরো ভাবলাম এতদিন হোলোতে নামী মানুষদের ঘেঁটে এসব তোমার কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে।"

আমি আবার কখন আদেখলাপনা করলাম। কিছু বুঝতে না পেরে ফন্টেনের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

ফন্টেন বোধহয় আমার মনের কথা ধরতে পারল। পাখির নখের মত লম্বা নখে নিজের সোনার (খাঁটি, পুরোপুরি) হ্যাণ্ডব্যাগের গায়ে টোকা মারতে মারতে বলল, "সালামাণ্ডার সঙ্গে তুমি যেভাবে কথা বলছিলে তা দেখে যে কেউ বলবে তুমি ওর একজন ফ্যান। তুমি কি এটাও বুঝতে পারোনি যে আজ থেকে মাত্র পাঁচ বছর আগে ও ছিল একটা রাস্তার মেয়ে, দশ ডলার খরচ করলেই যাকে কেনা যেত।"

ছোটবেলা থেকে মেয়েদের ঘেঁটে ঘেঁটে আমার একটা দারুণ শিক্ষালাভ হয়েছে, তাহল যখন কোন মেয়ে আরেকজন মেয়ের নিন্দে করবে, তখন তার মুখেমুখে একদম তর্ক করবে না।

"ও হ্যাঁ," আমি যেন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি এভাবে বললাম, "তুমি ঠিকই বলেছো, আমারই হয়ত ভুল হয়েছে।"

আমার কথা শুনে এবার বরফ গলল, ও একটু নরম গলায় বলল, "একটা কথা মনে রেখো টনি, এখানে যে ক'দিন থাকবে ততদিন ওর চাইতে আরো অনেক বড় বড় স্টারের সঙ্গে তোমার আলাপ হবে। কখনো ওদের অভিনয় বা কাজের ব্যাপারে কোন কথা তুলবেনা, সেটা এখানকার সামাজিক রীতির বাইরে।"

নাঃ, ফন্টেনটা একটা গোরু ছাড়া কিছু নয়, আমি হাই তুলে বললাম, "কিছুদিন ফ্লোরিডা থেকে ঘুরে এলে কিরকম হয়?"

ফন্টেন আমার কথায় পাত্তা না দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের গাড়ি একখানা বিরাট অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। দারোয়ান ছুটে এসে গাড়ির দরজা খুলে আমার মহারাণীকে নামাল। এগিয়ে যেতে যেতে ফন্টেন আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "এরা নিউ ইয়র্কে আমার সবচাইতে বড় বন্ধু, সারা আর ওর স্বামী আলেন গ্রাণ্ট, দেখো ওদের সামনে যেন আবার কোন বোকামি করে বোস না।"

ফন্টেন কি ভেবেছে কি? আমি কি ওর বান্ধবীর সামনে কার্পেটের ওপর পেচ্ছাপ করতে বসব, নাকি তার চেয়েও মারাত্মক কোন অপকর্ম করে

ফন্টেনের বান্ধবী সারা একতলায় থাকে। ঘরভর্তি দামী পুরোনো ফার্নিচার, মরা জন্তু জানোয়ার আর রকমারী গাছের চারা। ফন্টেনের বান্ধবী এগিয়ে এসে ওর গালে চুমু খেল।

মেয়েটার মুখের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, কোথাও একফোঁটা মাংস নেই, মাথার চুল পেছন দিকে টান করে বাঁধা। দেখে মনে হয় ভাল করে পেটপুরে খাওয়াদাওয়া করে না। চুমো খাবার পালা শেষ হলে দু'জনেই দু'জনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে তাকিয়ে দেখল, অর্থাৎ জামাকাপড়ের দিক থেকে কে কাকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে তাই দেখা। তারপর ফন্টেন আমায় দেখিয়ে বলল, "সারা, এই হল টনি, বেঞ্জামিন ওকে এখানে পাঠিয়েছে।"

বড় বড় কালো চোখে কটমট করে সারা আমায় দেখল। আমার মনে হল ওর চোখের চাউনীতে আমার ভেতরটা স্রেফ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এ ধরনের কঙ্কাল টাইপ মেয়েদের আমার একদম পছন্দ নয়। এ মেয়ে ফন্টেনের বান্ধবী হল কি করে তাই আমার মাথায় ঢুকছেনা। পাতলা ঠোঁটে গাঢ় লাল লিপস্টিক লাগিয়েছে সারা, হেসে বলল, "বাঃ, কি সুন্দর, আলাপ করে খুশী হলাম।" বলেই ফন্টেনের হাত ধরে সারা নাচে সেই কঙ্কালী দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বারে চলে গেল। আমি একা একা বেকুবের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। খানিকক্ষণ পর সারার স্বামী অ্যালেন এসে হ্যাণ্ডশেক করে আমার সঙ্গে আলাপ করল, তারপর আমায় টানতে টানতে বারে নিয়ে গিয়ে বরফের কুচির ওপর স্কচ হুইস্কি ঢেলে অফার করল, আমি গ্লাস সবে ঠোঁটে ছুঁইয়েছি ইতিমধ্যে ওর নিজের তিন ঢোক গেলা হয়ে গেছে। গ্লাসে আবার মাল ঢেলে অ্যালেন জানতে চাইল, "তুমি কে?"

প্রশ্নের ধরন শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। ঘাড়টাড় চুলকে বললাম, "আমি বেন খালেদের তরফে এখানে কিছু বিষয় সম্পত্তি কিনতে এসেছি।"

"অ," অ্যালেন আরেক ঢোক স্কচ গলায় ঢেলে বলল, "তার মানে তুমি মিসেস খালেদের জলপাত্র, অ্যাঁ? দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছ মনে-হচ্ছে?"

তার প্রশ্নের উত্তরে হয়ত একখানা মোক্ষম ঘুঁষিই ঝেড়ে দিতাম, এমন সময় ফন্টেন এসে হাজির হওয়ায় নিজেকে সামলে নিলাম। "অ্যাই অ্যালেন, কি যা তা বলছ ওকে?" ফন্টেন ধমকে উঠল।

"না, তেমন কিছু নয়," অ্যালেন এমনভাবে হাসল যেন আদতে কিছুই হয়নি, "তুমি কেমন আছ ফন্টেন, তাই বল শুনি।"

"আমার কথা বলছ?" ফন্টেন অ্যালেনের দিকে চেয়ে হাসল, "আমি খুব ভাল আছি। তার হাসি দেখে আমি এ-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হলাম যে ওদের দু'জনের মধ্যে একটা নটখট্ চলছে। আর ফন্টেনের মত মেয়ে যেখানে সারার বান্ধবী, সেখানে তেমন কিছু না থাকাটাই ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। যাকগে, মরুকগে, ফন্টেনের জন্য এখন আর আমার কোন মাথাব্যথা নেই, আমি বারবার ভাবছি অ্যালেকজাণ্ড্রার কথা। আমার ছোট্ট অ্যালেক্স, আমার খুকুমণি, ও বেচারা আমি নেই বলে বাড়িতে আটকে আছে।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ওদের দু'জনের কাছ থেকে একটু তফাতে সরে দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় সারা এসে আমার হাত ধরে টানল, "এস টনি, আর সবার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।"

আমি বাধ্য সুবোধ বালকের মত তার সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। যেতে যেতে সারা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "ফন্টেন আগে কখনো আমায় তোমার কথা বলেনি। তুমি—তুমি সত্যিই অপূর্ব!"

বারে কিছুক্ষণ মাল খেয়ে আমরা চারজনে নিউ ইয়র্কের কয়েকটা ডিসকোতে চুঁ মারলাম। ডিনার এবং আরো কয়েক দফা মাল সাঁটিয়ে যখন সারার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম তখন রাত তিনটে বেজে গেছে।

সারার ড্রইংরুমে আমরা চারজনে মুখোমুখি বসলাম। আমার পাশে সারা, উল্টোদিকে অ্যালেনের পাশে ফণ্টেন। হঠাৎ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সারা তার কিমোনোর ভেতর হাত দুটোকে আড়াল করে ফেলল. পরক্ষণেই আমি টের পেলাম সাঁড়াশির মত তার রোগা হাড়সর্বস্ব দুটি হাত আমার শরীরের কি যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

আমি উল্টোদিকে বসা ফণ্টেন আর অ্যালেনের দিকে তাকালাম। দেখলাম মহারাণী গদীর ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েছেন। অ্যালেন তার জামা ধরে টানছে। আমি ব্যাপার বেগতিক দেখে পালাবার উদ্যোগ করতেই সারা আর ফণ্টেন দুই ডাইনী দু'দিক থেকে এসে আমায় সোফার ওপর সেঁটে ধরল। এবার ওরা দু'জন নির্ঘাৎ আমার সব রক্ত শুষে খাবে।

হায় অ্যালেক্স, তুমি কোথায়!

পনেরো

অ্যালেকজান্ড্রা

ম্যাক্লটন কোম্পানীতে আজ থেকে আমি কাজে লাগলাম। প্রথম দিনটা যেভাবে কাটল তা আর কহতব্য নয়। আজই দেরীতে অফিস পৌছোলাম যেটা কোন মনিবই ভাল চোখে দেখবেন না। দ্বিতীয়তঃ, আমার ভীষণ ভয় ভয় করছিল। সারাদিন একটা ছোট টেবিলে বসে খুটখুট করে টাইপ করে যাওয়া কি বিশ্রী ব্যাপার তা আজ টের পেলাম। এখন মনে হচ্ছে এর চাইতে বাবাকে বলে আরো ভাল একটা চাকরী যোগাড় করলেই বোধহয় সুখের হত।

পাঁচটা বাজতেই আমি উর্ধ্বশ্বাসে অফিস থেকে ছুটে বেরিয়ে একখানা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি পৌছোলাম। ম্যাডি দিব্যি আরাম করে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল। ম্যাডির কপাল ভাল, কারণ ও যেখানে কাজ পেয়েছে সেখানে জয়েনিং ডেট আসতে আসতে আরো এক সপ্তাহ।

"কি, কেমন কাটালে বল," ম্যাডি ম্যাগাজিন সরিয়ে রেখে জানতে চাইল "তোমার বস কি ডিকটেশন দেবার সময় টেবিলের ফাঁক দিয়ে তোমার পায়ের দিকে দেখছিল?"

"ধ্যাৎ," আমি বললাম, "তুমিও যেমন! আমার বস ভীষণ বুড়ো, মেয়েদের পা কিরকম, তা জানার কোন কৌতূহলই ওর নেই।"

"শোন, ভাল খবর আছে," ম্যাডি দুষ্টুমিভরা চোখে আমার দিকে তাকাল, "মাইকেল আর জোনাথন আজ একটু পরেই আসবে, ওরা এখানেই ডিনার খাবে।"

শুনে সত্যিই খুব খুশি হলাম। "কি করে ম্যানেজ করলে?" আমি জানতে চাইলাম।

"খুব সোজা," ম্যাডি বলল, "আমি ফোন করে একবার বলতেই মাইকেল রাজী হয়ে গেল। হাজার হোক, আমারই ভাই ত, ফোকটে ডিনার খাবার চান্স একবার পেলে ও ছাড়তে নারাজ।"

"তাই ত," আমি চিন্তায় পড়লাম, "কি পরব বলত? লণ্ডনে জামাকাপড় নিয়ে ভীষণ অসুবিধায় পড়ে গিয়েছি, এখন আবার দোকানে না ছুটতে হয়।"

"আরে ও নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কিছু নেই," ম্যাডি বলল, "একটা স্ল্যাকস পর, গায়ে আঁটো দেখে একটা সোয়েটার চাপাও, ব্যস্! মাইকেলকে সেদিন পাত্তা না দিয়ে যথেষ্ট ডাউন করেছো, আজ তোমার বুকের বাহার দেখিয়ে ওকে ভির্মি খাইয়ে দাও।"

আমি জানি আমার বুকের গড়ন বরাবরই ভাল। শুধু ভাল নয়, আমার বয়সের চাইতে একটু বেশী পরিণত। স্কুলে থাকতে একবার আমার চারজন ছাত্রী বাথরুমে ঢুকে কার বুকের গড়ন কিরকম তাই নিয়ে তুলনা করছিলাম। সবাই আমায় দেখে হেসেছিল। তখন আমার বয়স মাত্র

বারো। একমাত্র ম্যাডিই সেদিন বলেছিল যে আমার বুক একবার দেখলে যেকোন পুরুষমানুষ নাকি একদম পাগলা হয়ে যাবে।

আমার নিজের আঁটো সোয়েটার একটাও নেই, তাই ম্যাডির কাছ থেকে একটা চেয়ে নিলাম। ওটা পরে দেখলাম আমায় খুব খারাপ দেখাচ্ছে না, তবু কেন জানিনা একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

"অ্যাই অ্যালেক্স," ম্যাডি বলল,'তুমি কি সোয়েটারের নীচে ব্রা পরেছো নাকি?"

"হ্যাঁ।" আমি বললাম।

"পাগল, না মাথাখারাপ," ও বলল, "শীগগির ওটা খুলে ফেল।"

"ধ্যাৎ ম্যাডি," আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "তুমি কি আরম্ভ করেছো বলত, আমি ব্রা খুলতে পারব না।"

"ওঃ হোঃ," ম্যাডি কপালে হাত দিয়ে আক্ষেপের সুরে বলল, "তুমি ত মাইকেলকে বশ করতে চাও, তাই না? ওর মাথা একেবারে ঘুলিয়ে দেবে এটাই ত তোমার মনের গোপন বাসনা, তাই না?"

অগত্যা আর কথা না বাড়িয়ে আমি শোবার ঘরে গিয়ে ব্রা খুলে ফেললাম। খানিকক্ষণ পর মাইকেল আর জোনাথন এল। টিভিতে একটা ধারাবাহিক গোয়েন্দা নাটক দেখল, তারপর আমরা চারজন একসঙ্গে বসে ডিনার খেলাম। মাইকেল আসা ইস্তক আমার সঙ্গে একটা কথা বলা দূরে থাক, আমায় একবারের জন্য পাত্তাও দেয়নি। ডিনারের পর বেচারা আর চুপ করে থাকতে পারল না, হঠাৎ বলে বসল, "কাল রাতে পার্টি কিরকম জমেছিল?"

"ভালই জমেছিল," আমি জবাব দিলাম, "কিন্তু বাড়ি ফেরার সময় আমার শরীর.....।"

আমার কথা শেষ হবার আগেই ম্যাডি হঠাৎ বলে বসল, "জানিস দাদা, স্টিভ স্কট ওর প্রেমে পড়ে গেছে। ওর ফোন নম্বর লিখে রেখেছে, বলেছে অ্যালেক্সকে দেখে ও নাকি একদম পাগলা হয়ে গেছে।"

দেখেছো কাণ্ড। ম্যাডিটা এমন মিথ্যেবাদী হয়ে উঠেছে আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি। ইচ্ছে হল এক চড়ে ওর গালটা লাল করে দিই।

"অ্যাই ম্যাডি।" আমি চোখ পাকিয়ে তাকালাম, "কি হচ্ছে কি?"

"তাহলে অ্যালেক্স," মাইকেল গম্ভীর গলায় বলল, "তুমি এতদিনে লণ্ডনে চলে ফিরে বেড়াতে শুরু করেছো দেখছি। কিন্তু যাদের সঙ্গে তুমি মেলামেশা করতে শুরু করেছো তাদের কথা জানলে তোমার মা কিন্তু খুব খুশী হবেন না।"

মাইকেলের হেডমাস্টারী দেখে ভীষণ রাগ হল। একটা কথাও ওর সঙ্গে বললাম না। আরো কিছুক্ষণ টিভি দেখে ওরা দু'জনে চলে গেল।

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পাজী ম্যাডিটা খিলখিল করে হাসতে হাসতে মাটিতে প্রায় গড়িয়ে পড়ল। "কেন মিছে রাগ করছো অ্যালেক্স," ও হেসে বলল "দেখলে ত আমার প্ল্যানমত সব কিছু হচ্ছে। ওর মনে হিংসে ঢুকে গেছে।"

"তুমি ভুল করছ ম্যাডি," আমি বললাম, "মাইকেল আমায় যা বলে গেল, তার নাম বক্রোক্তি, এর মধ্যে হিংসের ছিটেফোঁটাও আমি খুঁজে পাচ্ছি না।"

"উঁহু," ম্যাডি বলল, "আমার কথা বিশ্বাস কর অ্যালেক্স, এটা খুবই ভাল লক্ষণ। এতদিনে ও তোমার সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠেছে, এখন আর ও সেই পুঁচকে মাইকেল নয়, তুমিও সেই ছোট্ট অ্যালেকজান্ড্রা নও যারা ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলা করতে। আমি লক্ষ্য

করেছি, ও যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ তোমার সোয়েটার থেকে একবারের জন্যও চোখ সরায়নি। দেখে নিও, ও এরপর ঠিক তোমায় ওর সঙ্গে বেড়াতে যেতে বলবে।"

"ঠিক আছে, তুমি না আমি কার ধারণা ঠিক তাই নিয়ে বাজী ধর," আমি বললাম। বললাম বটে, কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করলাম ভেতরে ভেতরে মাইকেলকে আমি ঘেন্না করতে শুরু করেছি।

দু'জনে মিলে হাত চালিয়ে এঁটো বাসনপত্র মেজে তুলে রাখলাম। এ কাজটা আমার একদম পছন্দ নয়। বাড়িতে মার সঙ্গে থাকলে এসব ঝামেলা পোয়াবার কোন দরকারই হত না। প্রথমদিনেই দেখছি আমি ক্লান্তিতে একদম এলিয়ে পড়ছি। যাক, মাইকেল তাহলে আমার সোয়েটারের দিক থেকে চোখ ফেরায়নি, আমার কাছে এটা নিঃসন্দেহে ভাল খবর।

স্নান করে চুল আঁচড়ে শুয়ে পড়লাম। বিছানায় পড়তে না পড়তে রাজ্যের ঘুম এসে আমার দু'চোখ জড়িয়ে নিল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা বিশ্রী বিদঘুটে স্বপ্ন দেখলাম। আমি অফিসে গেছি, কিন্তু আমার পরণে কোন জামাকাপড় নেই, একদম উলঙ্গ। আমার শরীরে অনেকগুলো আঙ্গুল যেন সমানে টাইপ করে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ আমার বুকটা একটা টাইপরাইটার হয়ে গেল, মাইকেল এসে গম্ভীর মুখে সেদিকে একবার তাকাল, তারপর খুব বিরক্তির ভাব দেখিয়ে চলে গেল। হঠাৎ আমার কানের কাছে একটা ঘণ্টা তারস্বরে বেজে উঠতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম ঘণ্টা নয়, মাথার কাছে টেলিফোনটা বাজছে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

ম্যাডিরও ঘুম ভেঙ্গেছে ঐ আওয়াজ শুনে। ওই হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলল, তারপর আমার দিকে এগিয়ে বলল, "নাও, তোমার ফোন, টনি ব্রেক নিউ ইয়র্ক থেকে তোমার সঙ্গে কথা বলবে। রাত দেড়টা বাজে, এবার প্রাণের সুখে প্রেমলীলা কর। সত্যি অ্যালেক্স, তুমি যা শুরু করেছো তাতে মাইকেল দূরে থাক, তোমার ওপর আমারই হিংসে হচ্ছে। টনির কথা শুনে মনে হল ও বেচারারও মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছো।"

আমি টনি ব্রেকের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। পাজীর পা ঝাড়া ম্যাডিটা টেলিফোনের সঙ্গে কান সেঁটে রাখল, যাতে সব কথা শুনতে পায়। হঠাৎ ফিসফিস করে ও আমায় বলল, "অ্যালেক্স, বল ওকে না দেখে তোমারও মন ভীষণ খারাপ।"

কিছু না ভেবেই ওর শেখানো বুলি বলে বসলাম। তারপর ফোন হতে রিসিভার রেখে ওর দিকে তেড়ে গেলাম, "অ্যাই ম্যাডি, পাজী নচ্ছার মেয়ে কোথাকার, ওকথা আমায় কেন বলতে বললি শুনি?"

ম্যাডি আমার রাগ দেখে হেসে কুটিপাটি। "আরে বাপু, ও বেচারা এতরাতে পয়সা খরচ করে যখন তোমায় ট্রাঙ্ককল করছে, তখন তোমারও ওর সঙ্গে একটু ভদ্র ব্যবহার করা উচিত। আমার ত মনে হল টনি ব্রেকের তোমায় পছন্দ হয়েছে, সত্যিই অ্যালেক্স, ওর মত লোক পাওয়া ভাগ্যের কথা!"

"অতই যখন সখ তখন তুমিই ওকে নাওনা," আমি রেগে গিয়ে বললাম, "আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওকে না দেখে আমার মোটেই মন খারাপ করছে না। ছিঃ ছিঃ এ কথাটা আমার বলা মোটেই উচিত হয়নি। ম্যাডি, একেক সময় আমার মনে হয় তোর মাথা সত্যিই খারাপ, ম্যাডিই তোর ভাল নাম হওয়া উচিত ছিল।"

"মাইকেলকে যদি ব্যাপারটা জানাই, তবে তখন কিন্তু তুমি আমায় আর মাথাখারাপ বলবে না। দেখবে একদিকে স্টিভ স্কট, অন্যদিকে টনি ব্রেক এই দু'জনে তোমার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে শুনে হিংসায় ওর মুখচোখের চেহারা কিরকম হয়।"

"ম্যাডি, আমায় ঘুমোতে দিবি?"

"ঠিক হ্যায় বাবা," ম্যাডি হেসে বলল, "কিন্তু দেখে নিও, শেষকালে তুমি তোমার মনের মানুষকে পেয়ে যাবে।"

ঘুম ভেঙ্গে দেখি হোটেলে আমার ঘরে খাটের ওপর শুয়ে আছি। বেলা দুটো বাজে। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। রুম সার্ভিসকে ডেকে গোটা তিনেক ডিম সিদ্ধ আর একটা হ্যামবুর্গার দিয়ে যেতে বললাম। উঠে স্নান সেরে খেয়ে নিলাম। এতক্ষণে পেটটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। গতকাল রাতের কথা মনে হতে ফন্টেনের ওপর ভীষণ রাগ হল। ওর সঙ্গে আমার একটা আলাদা সম্পর্ক আছে ঠিক আছে, কিন্তু ও কোন আক্কেলে সারা আর অ্যালেনের সামনে আমায় নিয়ে ওসব নোংরামি করতে গেল? আমার মনে পড়ল সারা আর ফন্টেন দু'জনে দু'দিক থেকে আমায় সোফার ওপর ঠেসে চেপে ধরে যাচ্ছেতাই সব কাণ্ড করছিল। মাল খেয়ে আমিও একটু বেশী আউট হয়েছিলাম তাই কিছু বলিনি।

কিন্তু এখন আমি কি করব? মহারাণী যতক্ষণ না ডাকেন ততক্ষণ একা একা শুয়ে কড়িকাঠ গুনব? কিছুক্ষণ বসে টিভি দেখলাম, ভাল লাগল না। অ্যালেকজান্ড্রাকে একবার ফোন করে দেখব নাকি? আমি কোন কর্মে যে এই নিউ ইয়র্ক শহরে এসেছি তাই এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিজেরই খেয়াল ছিল না। ফোনের আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

"হেলো?"

"আমি বলছি," ওপাশ থেকে মহারাণীর গলা ভেসে এল, "আমরা দিব্যি আমেরিকান হয়ে উঠেছি, কি বল টনি?"

আমি আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকালাম, বিকেল সাড়ে পাঁচটা।

"কি খবর বল?" আমি বললাম।

"দারুণ সব ব্যাপার ঘটছে, এটাই খবর, সোনা। কাল রাতের মজাটা ভাল লেগেছে?"

"না"। গম্ভীর গলায় জবাব দিলাম।

"সেকি গো, কেন?" ফন্টেন বিষণ্ণ গলায় প্রশ্ন করল।

"ফন্টেন," আমি গলা ঝেড়ে বললাম, "আমি এসবে ঠিক অভ্যস্ত নই। তাছাড়া ওখানে তোমার ওসব নিয়ে মাতামাতি করাটাও ঠিক হয়নি বলেই আমার মনে হয়। মোদ্দা কথা, আমার একদম ভাল লাগেনি।"

"ওঃ টনি," ফন্টেন যেন এতক্ষণে আমার অখুশীর কারণ বুঝতে পেরে মধুর হাসি হাসল, "তুমি এখনো পুরোপুরি মফঃস্বলের টেস্ট নিয়ে বেঁচে আছো। আরে বাবা, ব্যাপারটা ত হালকাভাবেও নেয়া যায়। মজা, বুঝলে, আমি তোমায় নিয়ে একটু মজা করছিলাম। তুমি যদি আমার মত হালকাভাবে নিতে তাহলে আরো কিছু মজা করা যেত।"

"আমি আর ওসবের মধ্যে নেই, বুঝতে পেরেছো?"

ওর গলায় এবার কেমন এক ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল, "ঠিক আছে স্যার টনি,আমরা আপনাকে আর কখনো খারাপ করব না।"

"খুব ভাল কথা," আমি বললাম, "আজ তাহলে কি হচ্ছে শুনি?"

"টনি, আমার প্রিয়, আমার সোনা, আমার খোকাবাবু," ফন্টেন গলা নরম করে বলতে লাগল, "আমি তোমায় মোটেই নষ্ট করতে চাইনা, কিন্তু আমার মনে হয় ঘণ্টাখানেকের জন্য

তুমি আমার এখানে চলে আসতে পার, তারপর না হয় সারা আর অ্যালেনের সঙ্গে ডিনার খাওয়া যাবে।"

আবার সারা আর অ্যালেন? অসম্ভব, আমি মনে মনে বললাম, ওদের মুখ আমি আর দেখতে চাইনা।

"শোন ফণ্টেন," আমি বললাম, "আমি ওদের সঙ্গে আর দেখা করতে চাইনা। আমি তোমার সঙ্গে পার্টিতে যেতে রাজী আছি, কিন্তু তারপর আমি নিজের মনে ঘুরে বেড়াব, সবকিছু নিজে দেখেশুনে বোঝার চেষ্টা করব।"

"উঃ টনি, তুমি একেক সময় এত বোর করতে পার।" ফণ্টেন বলে উঠল, "ঠিক আছে, তাই সই, তোমার কথাই থাকবে, আধঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে এখানে চলে এসো।" বলেই খুব জোরে শব্দ করে ও রিসিভারটা রেখে দিল।

এখনো হোবোতে কেউ আসেনি, কাজেই ওখানে ফোন করে কোন লাভ নেই, কিন্তু অ্যালেকজান্ড্রা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরেছে। একবার ফোন করে দেখব নাকি? ফোন করা ঠিক হবে? থাক্‌গে।

এবার লণ্ডনে ফিরে অ্যালেক্সকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবো। সবার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেবো। ওর মত সুন্দরীর সঙ্গে আমায় দেখে সবার নিশ্চয়ই তাক লেগে যাবে।

সাজগোজ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে টাকাকড়ি যা ছিল সব ফুরিয়ে গেছে ফণ্টেনের কাছ থেকে কিছু ধার নিতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, ট্যাক্সি ভাড়া করার মত পয়সাও সঙ্গে ছিলনা, তাই হেঁটেই ফণ্টেনের আস্তানায় গিয়ে হাজির হলাম। ফণ্টেন তখন মেক আপ করছিল। লম্বা চুল পিঠের ওপর এলো হয়ে ঝুলছে, সারা মুখে ক্রীম মাখা। তার পরনে পাতলা রেশমী একটা ড্রেসিং গাউন ছাড়া আর কিছু নেই।

"আমি মেক আপ সেরে নিই, তুমি ততক্ষণ শোবার ঘরে একটু বোস," ফণ্টেন বলল, "তেষ্টা পেলে ফ্রীজ থেকে শ্যাম্পেনের বোতল বের করে নিও।"

রান্নাঘরে ফ্রীজ খুলে শ্যাম্পেনের বোতল বের করে শোবার ঘরে এলাম। ফণ্টেন ততক্ষণে মেক আপ সেরে বিছানায় শুয়ে পড়েছে, তার পরনের ড্রেসিং গাউন কোমরের নীচ থেকে খোলা, তাই গোটা ব্যাপারটা কিরকম অশ্লীল দেখাচ্ছে। মাথার পেছনে দু'হাত মেলে শুয়েছিল ফণ্টেন, আমায় দেখেই বলে উঠল, "গ্লাসের দরকার নেই, শুধু বোতলটা নিয়ে এসো, এমনিই গলায় ঢেলে নেব।"

আমি ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা বোধ করলাম। শার্ট আর স্যুট খুলে ফেলে তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

"তাড়াতাড়ি এসো টনি," ও অধৈর্য হয়ে বলল, "আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।"

ফণ্টেনের সঙ্গে সেই পুরোনো শরীরের খেলা-শেষ করে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ওর বিছানায় পড়ে রইলাম। ফণ্টেনের শরীরে ঈশ্বর বোধহয় একফোঁটা ক্লান্তি দেননি। ও দিব্যি আমার চোখের সামনে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। সারা ঘর শ্যাম্পেনের গন্ধে ম ম করছে। আমি বললাম, "তোমার এখানে একটু স্নান করতে দেবে?"

"নিশ্চয়, এতে আবার জিজ্ঞেস করবার কি আছে," ফণ্টেন ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, "গেস্ট রুমের বাথরুমটা তুমি ব্যবহার করতে পার।"

স্নান করতে করতে হঠাৎ এতদিন বাদে নিজেকে কেন যেন অপবিত্র মনে হতে লাগল। দৈহিক সুখ আমি বরাবরের মত আজো পেয়েছি, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি ভাবছি অন্যকথা। এই অপবিত্র ভাবটা মনের ভেতর হঠাৎ দানা বাঁধবার পর থেকেই ফণ্টেনকে কেমন

যেন ভীষণ নোংরা বলে মনে হচ্ছে। অন্যান্য কোন মেয়ের দেহ উপভোগ করার সময় তার প্রতি একটা অনুরাগ বোধ জাগে, জানিনা তারই আরেক নাম প্রেম কিনা? কিন্তু ফন্টেনের দেহে সেই অনুভূতি কোনদিন খুঁজে পাইনি, ওর শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা। এমনও হতে পারে যে ও শুধু নিজের শরীরের খিদে মেটাতেই আমায় বারবার কাজে লাগাচ্ছে। ওটা একটা কুত্তী, তাতে আজ আর আমার কোন সন্দেহই নেই। ও মাগীর কামানল থেকে যেমন করে হোক পালাতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, অ্যালেকজান্ড্রা এখন পিকচারে এসে গেছে, এখন মেয়ে আর তার সৎমা, দু'জনকে দিয়ে চলবেনা।

শাওয়ারের জলের ধারার সঙ্গে শ্যাম্পেনের আর ফন্টেনের গায়ের মদির গন্ধও ধুয়েমুছে গেল। আরো কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা জলের ধারার নীচে দাঁড়িয়ে রইলাম, খুব ভাল লাগছে।

ঢের হয়েছে, হোবোর মায়া এবার কাটাতে হবে। এবার লণ্ডনে ফিরেই একজন ফিন্যান্সিয়ার খুঁজতে হবে, তারপর তাকে দিয়ে একখানা নতুন নাইট ক্লাব খোলাতে হবে। এ লাইনে প্রচুর লোকের সঙ্গে আমার জানাশুনো আছে, নতুন ক্লাব খুললে আমায় দিয়ে আর যাই হোক লোকসান হবে না। আমি অহংকার করছিনা কিন্তু এও ঠিক যে আমি না থাকলে হোবোর এত উন্নতি কিছুতেই হতনা। নতুন নাইটক্লাবের নাম দেব টনি'স। দাঁড়াও, আগে ফিরে গিয়ে প্রথমে মালদার একজন ফিন্যানসিয়ার ধরি। তারপর জায়গা দেখে গতরখাকি ফন্টেন খালেদকে শেষবারের মত চুমু খেয়ে টা-টা বাই বাই করে কেটে পড়ব।

"টনি, তোমার হল?" বাথরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে ফন্টেন কেমন যেন রাগ রাগ গলায় চেঁচিয়ে বলল, "এতক্ষণ ওখানে বসে কি করছ?"

শাওয়ার বন্ধ করে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম। ফন্টেন একখানা কালো রংয়ের বাহারী জমকালো সাটিনের পোশাক পরেছে, তার গলায়, হাতে, কানের হীরের গহনা ঝিমমিক করছে।

"সাজগোজ করে বসে থাকা আমার একদম্ ভাল লাগেনা," বলে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, ও বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, হাতের দু'আঙ্গুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট ধরা। আমি তার পাশে দাঁড়ালাম।

"শোন ফন্টেন," আমি বললাম, "আজ আর এখানে ফেরা হবেনা তাই বলছি আমায় কিছু টাকা দাও। এত তাড়াতাড়ি এখানে এসেছি যে আসার সময় বাড়তি টাকা একদম সঙ্গে আনা হয়নি।"

"হুঁ," ফন্টেন রাগত গলায় বলল, "বেঞ্জামিনের সেক্রেটারীকে বলোনি কেন?"

"বলব কখন, ওর সঙ্গে ত আমার দেখাই হয়নি।" আমি বললাম, "গোটা ব্যাপারটাই টেলিফোনে হয়েছে।"

জানি ফন্টেন চলে যাবার সময় টাকাপয়সা দিতে ভীষণ কিপ্টেমি করে। তবু ব্যাগ খুলে তিনটে দশ ডলারের নোট বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, "আমার সঙ্গে এই আছে। আজ এই ক'টাই নাও, কাল আবার দেব।" বাঃ, ফন্টেন খালেদ, চমৎকার দেখালে যাহোক? নিউ ইয়র্ক দেখানোর জন্য মাত্র ত্রিশ ডলার? তার চেয়ে বলে দিলেই পারতে যে তোমার সঙ্গে টাকাকড়ি নেই।

প্রথম পার্টিতে গিয়ে পরপর তিনটে স্কচ মেরে দিলাম। আধঘণ্টা পর ফন্টেন আমায় বগলদাবা করে নিয়ে গেল আরেকটা পার্টিতে। এবার ক্লাউস নামে এক পোশাকের ডিজাইনার আমাদের সঙ্গে আছে। নিউ ইয়র্কে ওর নাকি খুব নাম।

দ্বিতীয় পার্টিটা আগের চাইতেও খারাপ। চারপাশে দামী পোশাক পরা সুন্দরী মেয়েরা ঘুরঘুর করছে। ফণ্টেন আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, "নিউ ইয়র্কের সেরা ডিজাইনারেরা সবাই এসে জড়ো হয়েছে। তুমি বরং আমার কাছাকাছি থাকো, টনি, আমি জানি এদের দেখে তোমার নোলা সকসক করছে।"

আমার এখন ফণ্টেনকে ভারী ঘেন্না হচ্ছে। মিনিট দশেক ওর কাছে থেকে বললাম, "আমি এখুনি বাড়ি যাব, আর একটি মুহূর্তও এখানে ভাল লাগছে না।"

ফণ্টেন আমায় জোর করে ধরে রাখার কোন চেষ্টাই করলনা। ঠাণ্ডাগলায় বিদায় জানাল। আমি বেরিয়ে এসে নিউ ইয়র্কের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম।

হোটেলে ফিরে আসতেই ডেস্ক ক্লার্ক আমার হাতে একখানা টেলিগ্রাম ধরিয়ে দিল। লণ্ডন থেকে সেদিনই এসে পৌঁছেছে সেটা। তাতে লেখা : "আগামীকাল দুপুরের প্লেনে লণ্ডন ফিরে আসুন, ইতি অ্যালিস:বেঞ্জামিন আল-খালেদের সেক্রেটারী। কেনেডি এয়ারপোর্টের ইনফর্মেশন ডেস্কে খোঁজ করলেই টিকেট পেয়ে যাবেন।"

হুররে! আবার দেশে ফিরে যাব।

সতেরো

ফণ্টেন

গোটা ব্যাপারটা ভেবে দেখার পর এখন দেখছি আমারই ভুল হয়েছিল। টনিকে নিউ ইয়র্কে নিয়ে আসা আমার উচিত হয়নি।

এখানে আসা ইস্তক লক্ষ্য করেছি টনি কেমন যেন ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিল। আগের সেই চনমনে ভাবটা যেন রাতারাতি উবে গিয়েছিল ওর ভিতর থেকে। সবচাইতে বড় কথা সাল্লামাওার মত সাদামাঠা এক ছিঁচকে ফিল্ম স্টারকে দেখে ও যে এমন ভির্মি খাবে তা আমি আগে বুঝতে পারিনি। তারপর অ্যালেন আর সারাদের বাড়িতে সেই দারুণ মজার ব্যাপার, যেখানে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে শরীরের সুখ করলাম, সে ব্যাপারটাও টনির খুব ভাল লাগেনি। পরদিন আবার টেলিফোনে আমায় জ্ঞান দিয়ে টনি বলল, ওইসবের মধ্যে যাওয়া নাকি আমার একদম উচিত হয়নি। অথচ সেদিন সারাদের বাড়িতে টনির মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে ব্যাপারটা টনির খুব ভাল লেগেছে।

সারারও টনিকে খুব পছন্দ হয়নি। "ওর শরীরে শুধু একখানা ইয়াবড় ইয়েই আছে," সারা পরে আমায় বলেছে, "কিন্তু মাথায় ঘিলু বলে কিছু নেই। ওদের দিয়ে কিছু হবেনা ফণ্টেন। এবার দেখো পূর্বদেশের কোন বাদামী চামড়ার লোক পাও কিনা।"

সারা ঠিকই বলেছে। আমার আদরের টাট্টু ঘোড়া টনি নিউ ইয়র্কের মাঠে একেবারে হেরে ভূত হয়ে গেল। বেঞ্জামিনকে ফোন করে আজ দুপুরের প্লেনে ওকে লণ্ডন পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। এবার আর আমি এয়ারপোর্টে যাচ্ছিনা। তাছাড়া আজ বেঞ্জামিন আসছে।

টেলিফোন বেজে উঠতেই অ্যাডামো গিয়ে রিসিভার কানে তুলল। কে আবার ফোন করল?

"মিঃ ব্রেক ফোন করেছেন ম্যাডাম," অ্যাডামো ঘরে ঢুকে বলল।

"হ্যালো, টনি ডার্লিং, কি খবর বল," রিসিভার তুলে যেন কিছুই হয়নি এমন গলায় বললাম। বেচারা নিশ্চয়ই খুব ভেঙ্গে পড়েছে, তাই ফিরে যাবার আগে ওকে একটু হেসে বিদায় জানাতে হবে।

"হ্যালো ফন্টেন," টনি ওপাশ থেকে বলল, "এই একটু আগে লণ্ডন থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছি, আমায় আজই দুপুরে রওনা হতে হবে।"

বোকা কোথাকার! ও এখনো বুঝতে পারেনি যে আমিই ওকে ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি।

"হ্যাঁ ডার্লিং," আমি বললাম, "বেঞ্জামিন আজই এসে পৌঁছোবে, তাছাড়া আমার মনে হচ্ছে এখানে নিউ ইয়র্কে একটা নাইটক্লাব খোলার ব্যাপারে তোমার একটা মতামত এতদিনে নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছে।"

"হ্যাঁ আমারও তাই মনে হচ্ছে," টনি বলল। "কিন্তু আমি ত চরকির মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুমি কাল রাতেও বলতে পারতে যে আজই আমায় যেতে হবে।"

"আঃ, টনি, তুমি বড্ড বোর করতে পার," আমি বললাম, "কাল রাতে আমি নিজেই কিছু জানতে পারিনি। আমি আজই সকালে টেলিফোনে খবর পেলাম। যাক, সবাইকে আমার ভালবাসা দিও, বিশেষতঃ ভ্যানেসাকে। কেমন?"

"হ্যাঁ, তাহলে রাখছি," টনি বলল, "লণ্ডনে আবার আমাদের দেখা হবে, বিদায়।"

যাক, আপদটার হাত থেকে বাঁচা গেল। ও লণ্ডনে ওর সেই ছোট ছোট পুতুল মেয়েগুলোর কাছে ফিরে যাক। টনির মন বড্ড নীচু, ওর মাথায় কিছু নেই।

আবার ফোন বাজল, অ্যাডামো সেলাম করে বলল, "মিঃ গ্র্যাণ্ট ফোন করেছেন।"

"হ্যালো, অ্যালেন ডার্লিং," রিসিভার তুলে বললাম।

"কে, ফন্টেন? শোন, আজ কখন আসবে?"

"সারা কোথায়?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"ও একটু বেরিয়েছে," অ্যালেন বলল, "দুপুর দুটোয় প্লাজায় লাঞ্চ খাবে?"

"উঁহু, অনেক দেরী হয়ে যাবে," আমি বললাম, "বিকেলে বেঞ্জামিন আসবে, বাইরে বেশীক্ষণ থাকতে পারব না। তুমি বরং সেণ্ট রেগিসে একটা নাগাদ চলে এসো।"

"ঠিক আছে, তাহলে ঐ কথাই রইল," বলে অ্যালেন ফোন ছেড়ে দিল।

আঠারো

টনি

প্লেনে চেপে লণ্ডনে ফিরে আসতে আসতে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম—

(১) যত তাড়াতাড়ি পারি 'হোবো'র চাকরী ছেড়ে অন্য কোথাও ঢোকা যেখানে ফন্টেনের মত সেক্স পাগলা মনিবের খপ্পরে আমায় পড়তে হবে না।

(২) অন্যান্য সব মেয়েদের ছেড়ে দিনরাত শুধু অ্যালেক্সের কথা ভাবা এবং অ্যালেক্স আমার কাছে কি, সুবিধেমত সেকথা তাকে বলা (আমি অ্যালেক্সকে ভালবাসি)।

(৩) কিছু টাকা বাঁচানো, যদি কখনো বিয়ে করব ঠিক করি, তবে তখন সে টাকা কাজে লাগবে।

নতুন একটা নাইটক্লাব খোলার ব্যাপারে এখন আমি একদম বদ্ধপরিকর হয়ে গিয়েছি। জায়গাটার নাম দেব টনি'স। আমার প্রচুর বন্ধুবান্ধব আছে, বললে তারাই আমার নাইটক্লাবের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা তুলে দেবে, আমায় তখন আর ফিন্যানসিয়ার খুঁজে বেড়াতে হবে না। আমার নতুন নাইটক্লাব হোবোকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। সবদিক থেকেই সে হবে একদম সেরা, এ আমি এখন থেকেই বলতে গেলে দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি।

আগামী কাল থেকেই জায়গা দেখতে শুরু করব। আমার মনে হচ্ছে দশ হাজার পাউণ্ড হলেই আমি কাজটা শুরু করে দিতে পারব, আর ঐ টাকাটা তোলা আমার পক্ষে খুব কঠিন হবে না। পাঁচজন লোক প্রত্যেকে যদি দু'হাজার পাউণ্ড করে আমায় দেয় তাহলেই দশ হাজার পাউণ্ড উঠে আসবে।

প্লেন যখন লণ্ডনে ল্যাণ্ড করল তখন রাত বারোটা বেজে গিয়েছে। প্লেনে ওঠার আগে পেচ্ছাব করার সময়টুকুও পাইনি। খুব ভালভাবেই বুঝতে পারছি যে আগামীকাল সকাল পর্যন্ত আমায় অ্যালেকজান্ড্রাকে ফোন করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, বেচারা নিশ্চয়ই এখন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে। আমার সঙ্গে যদি ওর বিয়ে হয় তবে আর ওকে কোথাও চাকরী করতে দেব না। বাড়িতে যেটুকু সময় আমি থাকব, সেটুকু সময় ও আমার দেখাশোনা করবে।

এয়ারপোর্ট থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা ক্লাবে পৌঁছে গেলাম। আমার সঙ্গে শুধু একটা স্যুটকেস ছাড়া অন্য কোন মালপত্র ছিল না।

হোবোর কর্মচারীরা সবাই আমায় দেখে চমকে উঠল। আমি যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসব তা ওরা কল্পনাই করতে পারেনি। ভেতরে ঢুকেই চমকে উঠলাম। এককোণে অ্যালেকজান্ড্রা আর সুকি পাশাপাশি বসে আছে, ওদের উল্টোদিকে বসে আছে সেই ছোঁড়াটা, যাকে দেখলে এখনো স্কুলের ছাত্র বলে মনে হয়, মাইকেল না কি যেন ওর নাম।

আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই অ্যালেক্স আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে অ্যালেকজান্ড্রাকে। আমি ওদের মুখোমুখি একটা চেয়ারে ঐ মাইকেল ছোঁড়ার পাশে গিয়ে বসলাম।

"নিউ ইয়র্কের গল্প বল," সুকি বলল। ও অ্যালেক্স না মাইকেল কার সঙ্গে এসেছে তা ঠিক বুঝতে পারছি না।

"তুমি কেমন আছো?" আমি অ্যালেক্সকে প্রশ্ন করলাম।

"ভাল," অ্যালেক্সের মুখ উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠল, "তোমার ঘুরে আসতে ত খুব বেশী সময় লাগল না।"

"এই যে ডার্লিং, সব ঠিক করে এলাম," বলতে বলতে হঠাৎ আমাদের টেবিলে স্টিভ স্কটের আবির্ভাব হল। আমায় দেখে তার দু'চোখ চড়কগাছ। "আরে টনি, তুমি এর মধ্যেই ফিরে এলে?"

"হ্যাঁ, কাজকর্ম তাড়াতাড়ি চুকে গেল, তাই ভাবলাম শুধুশুধু দেরী করে লাভ কি," বলে স্টিভের সঙ্গে করমর্দন করলাম।

"ঠিক আছে, তাহলে চল যাওয়া যাক," স্টিভ সুকির দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল বটে, কিন্তু উঠে দাঁড়াল অ্যালেক্স। স্টিভ ওর হাত ধরে পাশেই আরেকটা টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসল। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা কি হল। ঐ মাগীবাজ স্টিভ আমার অ্যালেক্সকে নিয়ে করছেটা কি। অ্যালেক্সের মত মেয়ে দিব্যি ওর সঙ্গে এক কথায় সুড়সুড় করে উঠে গিয়ে অন্য টেবিলে গিয়ে বসল—উঁহু—নিশ্চয়ই কোথাও কোন গণ্ডগোল হয়েছে, আমায় তা খুঁজে বের করতে হবে।

আমি উঠে গিয়ে স্টিভের টেবিলে একটা চেয়ার টেনে বসলাম, তারপর অ্যালেক্সের দিকে তাকিয়ে বললাম, "অ্যালেক্স, তোমায় আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই।"

"বল টনি," ও মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

"বোস টনি, একটু মাল খাও বাবা, তারপর নিউ ইয়র্কে কি অপকর্ম করে এলে সব খুলে বল," স্টিভ স্কট বলল।

আমি তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে অ্যালেক্সের দিকে তাকালাম। আমার ইচ্ছে হল এক ঘুঁসি মেরে স্টিভের মুখটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিই।

"অ্যালেক্স, আমি.....।" আমি কিছু বলতে গিয়ে ইতস্তত করতেই স্টিভ হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলে উঠল, "ওকে ছেড়ে দাও টনি, আজ রাতটুকু ও শুধু আমার, আর অন্য কারো নয়।"

"একজন মহিলার সামনে ভদ্রভাবে কথা বলতে হয় স্টিভ," আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'অ্যালেক্স, তুমি বাইরে এসো, তোমার সঙ্গে আলাদাভাবে কয়েকটা কথা বলব।"

অ্যালেক্স চটপট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। স্টিভকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তার হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে বারান্দায় নিয়ে এলাম। এককোণে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, "শোন, হয়ত তুমি আমায় বলবে নিজের চরকায় তেল দাও, তবু বলছি তোমার মত একটা মেয়ের পক্ষে স্টিভ স্কটের মত এক নচ্ছার, ইতর, পাজীর পাঝাড়া লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়।"

"ও খুবই যাচ্ছেতাই লোক," হাত দিয়ে কপালের ওপর এসে পড়া চুলগুলোকে পেছনে সরিয়ে দিয়ে অ্যালেক্স বলল। শুনে আমার ধড়ে প্রাণ এল। যাক, স্টিভের ওপর ওর এখনো তাহলে কোনরকম দুর্বলতা জন্মায়নি।

"খুব ভাল কথা," আমি বললাম, "এবার লক্ষ্মীমেয়ের মত ওকে গুডবাই করে এসো, একেবারে জন্মের মত।"

"তা হয়না টনি," অ্যালেক্স বলল, "হাজার হোক, ও আজ আমায় ডিনার খাইয়েছে, গাড়িতে নিয়ে অনেক ঘুরেছে, ওর সঙ্গে আমি এতটা খারাপ ব্যবহার করতে পারি না।"

"খারাপ ব্যবহারের কথা বলছ সোনা," আমি বললাম, "খারাপ ব্যবহার করা কাকে বলে তা ঐ জানোয়ারটা নিজেই জানে না।"

"জানি, তুমি মন থেকেই কথাটা বলছ," অ্যালেক্স বলল, "কিন্তু সত্যি বলছি ওকথা আমি কিছুতেই বলতে পারব না।"

আমি আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলাম না। অ্যালেক্সকে দু'হাতে জাপটে ধরে তার ঠোটে চুমু খেলাম। অ্যালেক্সের দিক থেকে প্রথমে কোনরকম সাড়া পেলাম না, ওর ঠোঁট শুকনো, কিছুতেই মেয়েটা আমায় পাল্টা চুমু খেতে চাইল না। তারপর আমি ওর ঠোঁট ফাঁক করে জোর করে মুখের ভেতর আমার জিভটা চালিয়ে দিতে তখন বশে এল। দু'হাতে ওর বুক স্পর্শ করলাম, কিন্তু অ্যালেক্সের তাতেও খুব অনিচ্ছা দেখলাম। ছটফটিয়ে উঠে ও আমায় একরকম ঠেলেই সরিয়ে দিল।

"একটু আগে তুমিই আমায় স্টিভ স্কট সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলে টনি," অ্যালেক্স হেসে বলল, "আর এখন তুমি নিজেই।"

"অ্যালেক্স, আগামীকাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে?" পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল। ঘুরে তাকিয়ে দেখি সেই মাইকেল ছোঁড়া। পাঁঠাটা গন্ধে গন্ধে ঠিক এখানে এসে হাজির হয়েছে।

"দুঃখিত টনি, আমি একটু ব্যস্ত আছি, পরে কথা হবে," বলে আমার হাত ছাড়িয়ে অ্যালেক্স ভেতরে ঢুকল, পাঁঠাটাও ওর পেছন পেছন গেল।

আমিও ভেতরে ঢুকলাম। দেখি অ্যালেক্স আগের মতই স্টিভের পাশের চেয়ারে গিয়ে বসেছে, ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন ফিসফিস করে বলছে। স্টিভ একটা বেজন্মা তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি এবার সুকির টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম সেই মাইকেল পাঁঠা টেবিলের নীচে হাত গলিয়ে সুকির সঙ্গে কি একটা খেলায় মেতেছে।

"অ্যালেকজান্ড্রা আজ কার সঙ্গে এখানে এসেছে?" আমি সুকিকে প্রশ্ন করলাম।

"জানিনা," সুকি তেরিয়ে মেজাজে বলল।

"বলেই ফেলোনা খুকুমণি, আমার ওপর অত রোয়াব নিচ্ছ কেন?" আমি দাঁত বের করে সুকির দিকে তাকিয়ে নরম হাসলাম।

"স্টিভ ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে," সুকি বলল, "এদিকে ক্যারোলিন স্টিভকে একতলায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তোমার এত কৌতূহল কেন?"

"হাজার হোক অ্যালেক্স ত এখনো বাচ্চা মেয়ে," আমি বললাম, "তাই ওর ওপর নজর রাখছি।"

হঠাৎ স্টিভকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার একটা দারুণ প্ল্যান মাথায় এল। আমি অফিসে ঢুকে স্টিভের বাড়িতে ফোন করলাম। ক্যারোলিন ফোন ধরল। গলার আওয়াজ পাল্টে বললাম, "আপনি আমায় চিনবেন না। আপনার বয় ফ্রেণ্ড স্টিভ স্কট হোবোতে আরেকটা মেয়ের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করে যাচ্ছে। ওদের ধরতে হলে এক্ষুণি চলে আসুন।" তারপর ফোন রেখে দিয়ে ভালমানুষের মত ওপরে এসে সুকির পাশের টেবিলে বসে নজর রাখতে লাগলাম।

বেশীক্ষণ গেল না, মিনিট পনেরোর মধ্যেই ক্যারোলিন ছুটতে ছুটতে এসে ভেতরে ঢুকল। তারপর স্টিভকে দেখতে পেয়ে চুপিসাড়ে এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে তাকে টেনে এক থাপ্পড় কষাল। স্টিভ মুখ ঘুরিয়ে তাকে দেখতে পেয়েই চমকে উঠল।

"বেজন্মা কুত্তার বাচ্চা কাঁহিকা," ক্যারোলিন চেঁচিয়ে উঠল, "এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে বসে মজা লোটা হচ্ছে, তাই না?" পরক্ষণেই সে অ্যালেক্সের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল, "তোমার জানা দরকার যে এই বদমাশ লোকটা আমার স্বামী। গতসপ্তাহে আমাদের বিয়ে হয়েছে, ওর ফ্যানেরা শুনলে দুঃখ পাবে, তাই ব্যাপারটা চেপে রাখব ভেবেছিলাম, কিন্তু পারলাম না।"

অ্যালেক্সের মুখ এখন মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। স্টিভের অবস্থা আরো শোচনীয়। মাথা নীচু করে ও যেভাবে বসে আছে, তাতে মনে হচ্ছে ক্যারোলিন ইচ্ছে করলে এক ধমকে ওকে টেবিলের তলায় ঢুকিয়ে দিতে পারে।

"তোমার আরো একটা কথা জানা দরকার," ক্যারোলিন ফুঁশতে ফুঁশতে অ্যালেক্সকে বলল, "আমি তিন মাসের পোয়াতি, ওর বাচ্চা আমার পেটে—কাজেই বুঝেসুঝে চলবে বাছা, হাঁদার মত যা তা করে বসোনা যেন।"

"আমি খুব দুঃখিত, আগে এসব কিছুই জানতে পারিনি," বলে মুখ কালো করে অ্যালেক্স চেয়ার ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। পেছনে পেছনে আমিও চলে এলাম। আমায় দেখেই ঝরঝর করে ও কেঁদে ফেলল। আমি ওকে আর কিছু বললাম না। একটা ট্যাক্সি ডেকে অ্যালেক্সকে নিয়ে উঠে পড়লাম। ড্রাইভারকে আমার বাড়ির রাস্তা বাৎলে দিলাম। এবার আর ওকে সেদিনের মত পালিয়ে যেতে দিচ্ছি না। যতক্ষণ না ট্যাক্সিটা আমার বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, ততক্ষণ অ্যালেক্স একটা কথাও বলল না। তারপর সেদিনের সেই পুরনো বাক্যালাপ শুরু হল।

"আই টনি, আজ নয়, অনেক দেরী হয়ে গেছে, আজ বাড়ি ফিরতেই হবে। আরেকদিন আসব।"

"আরে বাবা এক ঢোক ব্রাণ্ডি গলায় ঢালতে আর কতক্ষণ নেবে," আমি বললাম, "ওটা তোমার খুব দরকার।"

"আবার ব্রাণ্ডি ভীষণ বাজে লাগে," অ্যালেকজান্ড্রা ন্যাকান্যাকা গলায় বলল।

"ঠিক আছে," আমি বললাম, "ব্র্যাণ্ডি থাক তাহলে। তুমি বরং একটু কফি খাও।"

"কফি খেলে আমায় সারারাত জেগে থাকতে হবে," অ্যালেকজান্ড্রা বলল, "তোমায় অনেক বিরক্ত করেছি, এবার আমায় বাড়ি নিয়ে চল।"

বলাবাহুল্য সব কথাই হচ্ছিল গাড়ির ভেতর বসে। শকুনের মত দেখতে ট্যাক্সি ড্রাইভারটা দু'কান খাড়া করে আমাদের প্রত্যেকটা কথা শুনছে টের পাচ্ছিলাম।

"শোন অ্যালেক্স," আমি বললাম, "পাঁচ মিনিটের বেশী সময় নেব না কথা দিচ্ছি। চটপট এককাপ কফি বানিয়ে তোমার সঙ্গে একটু আড্ডা মারব, তারপর আমি নিজে তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেব।"

অ্যালেক্স দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে, চল।"

ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে অ্যালেক্সকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিলাম। ড্রাইভার বজ্জাতটা চোখ পিটপিট করে বলল, "কফি খেয়ে যা করার করে নিন দাদা, তারপর চটপট ওঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিন।" আমি কোন যুতসই জবাব দেবার আগেই ব্যাটা স্টার্ট দিয়ে গাড়ি নিয়ে ভেগে পড়ল।

অ্যালেকজান্ড্রাকে বাইরের ঘরে সোফায় বসিয়ে আমি বন্ধ সবকটা জানাল খুলে দিলাম। নিউ ইয়র্ক রওনা হবার দিন জানালাগুলো বন্ধ করেছি, লণ্ডনে ফিরে আসার পর আজ এতক্ষণে খুললাম। ভ্যাপ্‌সা গন্ধে চারদিক ভরে গেছে।

মুশকিল হচ্ছে অ্যালেক্সকে ত নিয়ে এলাম, কিন্তু এবার ওকে নিয়ে কি করব তা ঠিক ভেবে পাচ্ছিনা।

"তোমার ফ্ল্যাটটা খুব সুন্দর," অদ্ভুত শান্ত আর মিষ্টি গলায় অ্যালেক্স বলল, "এখানে অনেকদিন ধরে আছো, তাই না?"

"না অনেকদিন কোথায়, এই মাস কয়েক হল," আমি বললাম, "আসলে জায়গাটা ভীষণ ছোট, বুঝলে? এর থেকে আরো ভাল কোন জায়গা দেখতে হবে।"

কেৎলীতে জল চাপিয়ে দিয়েছি, টগবগ করে ফোটার আওয়াজ কানে আসছে। হঠাৎ মনে হল কফির কথা বলা আমার উচিত হয়নি, আসলে ওকে একটু মদ খাওয়ানো দরকার।

"অ্যালেক্স, তুমি কখনো আইরিশ কফি খেয়েছো?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"না ত," ও জবাব দিল, "আমি খাওয়া দূরে থাক, ওর নামই কোনদিন শুনিনি।"

এমন নয় যে আমি নিজে আইরিশ কফি বানাতে জানি। হঠাৎ মুখ দিয়ে নামটা বেরিয়ে পড়েছে। তবু বলেছি যখন তখন ওকে খাইয়ে তাক লাগিয়ে দিতেই হবে। ভাবলাম দুধের বদলে কফিতে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে দেব, তাহলেই হবে।

"খেয়ে দেখো, খুব ভাল লাগবে," আমি বললাম। অ্যালেক্স কিছু বলল না। প্লেয়ারের একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিয়েছিলাম, গানটা এতক্ষণে বেশ জমে উঠেছে, "তোমার হাসির রেশটুকু যে ভুলতে পারিনা।" অ্যালেক্সের বদলে অন্য কোন মেয়ে থাকলে এতক্ষণে তাকে নিয়ে আমি ঠিক বিছানায় তুলতাম।

"আমেরিকায় তাহলে তোমার সময় বেশ ভালই কেটেছে, কি বল?" অ্যালেক্স জানতে চাইল।

"হ্যাঁ, তা বলতে পার," আমি জবাব দিলাম। ওর দিকে একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে নিজে একটাতে চুমুক দিলাম। দুধ বা চিনি না থাকলেও খেতে খুব মন্দ হয়নি।

"জানো অ্যালেক্স," আমি বললাম, "তোমায় আমার অনেক কথা বলার ছিল।"

অ্যালেক্স কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল। তারপর দেয়ালে টাঙ্গানো আমার একটা ছবি মন দিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে উঠল, "টনি, তুমি কি আমায় নিয়ে বিছানায় শুতে চাও?" আমি শক খাবার মত একটা ধাক্কা খেলাম। ওর প্রশ্নের ধরন শুনে মনে হল যেন জানতে চাইছে বাড়ি ফেরার পরের বাসটা কখন ছাড়বে।

"কি? কি বললে?" আমি বোকার মত প্রশ্ন করলাম। হাতে ধরা কাপ থেকে কিছুটা কফি হঠাৎ চলকে পড়ে গেল।

অ্যালেক্সের চোখেমুখে এখন লাল ছোপ ধরেছে। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে বলল, "কি, চাও?"

সত্যি কথা বলতে কি, গোটা জিনিসটা এইরকম দাঁড়াক, তা আমি চাইনি। আসলে আমি চেয়েছিলাম ওকে একটু আদর করে, একটু চুমু খেয়ে আজকের মত ছেড়ে দেব।

"হ্যাঁ, চাই বইকি," আমি ঘাড় চুলকে বলেই ফেললাম। নিজেকে আমার এখন একটা বোকা উল্লুকের মত লাগছে।

"ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করব," অ্যালেক্স শান্ত গলায় বলল। আমরা দু'জনেই দুজনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বসে রইলাম। আমি লক্ষ্য করলাম কফির কাপ ধরা ওর হাতটা থরথর করে কাঁপছে।

আমি উঠে এগিয়ে গিয়ে ওর হাত থেকে কাপটা নিলাম, তারপর গভীরভাবে চুমু খেলাম ওর ঠোঁটে। এবার আর অ্যালেক্স বাধা দিল না, শুধু টের পেলাম আমার ঠোঁটের ওপর ওর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। হাত বাড়িয়ে ওকে কৌচ থেকে টেনে তুলে নিলাম, তারপর এক এক করে ওর জামার বোতামগুলো টেনে খুলতে লাগলাম।

"আমি আগে শোবার ঘরে যাচ্ছি, কেমন? অ্যালেক্স বলল, "তুমি পরে এস।"

"অ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে," আমি উত্তর দিলাম।

"আমি তৈরী হয়ে তোমায় ডাকব," বলে ও পাশের শোবার ঘরে চলে গেল।

জামাকাপড় সব খুলে ফেলব কিনা ভাবতে লাগলাম। প্লেন থেকে নেমে আর পোশাক পাল্টানো হয়নি। বড্ড গরম লাগছে, এই ফাঁকে বাথরুমে ঢুকে একটু স্নান করে নিলে খুব ভাল হয়।

"টনি, আমি তৈরী," শোবার ঘর থেকে অ্যালেক্স বলে উঠল, "দেখো ঘরে ঢুকে লাইট জ্বালিয়ো না যেন।"

ঘরে ঢুকে আমি এক এক করে জামাকাপড় খুলে মেঝের ওপর রাখলাম। চিবুক পর্যন্ত বেড কভারে ঢেকে অ্যালেক্স আমার বিছানায় শুয়ে আছে। আমার পরনে শুধু প্যান্ট। খাটে উঠে তার পাশে শুয়ে পড়লাম।

উনিশ

ফল্টেন

টাট্টু ঘোড়াটাকে বেদিয়ে এবার নিজেকে হালকা লাগছে। আমার একটু শিক্ষা হওয়া বোধহয় বাকি ছিল, ঈশ্বর সেটুকু এইভাবে পূর্ণ করলেন। যে যেখানে সুখে থাকে এবং যাকে যেখানে মানায়, সেখান থেকে তাকে কখনো সরিয়ে আনতে নেই, এ যে কতবড় খাঁটি কথা তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। বনের জানোয়ারদের খাঁচায় পুরলে তারা যেমন পাগল হয়ে যায়, টনিকে হোবো থেকে এখানে নিয়ে এসে সেই অবস্থাই হয়েছিল। হোবোতে টনিকে দেখলে মানুষ বলে মনে হয়, এখানে একদম ফালতু।

বেঞ্জামিন আজই এসে পৌঁছেছে, বহুক্ষণ হল বাথরুমে ঢুকেছে। স্নান করতে করতে দাঁত মাজছে। মুখে জল নিয়ে কুলকুচো করছে সেই আওয়াজও পাচ্ছি। বেঁটে মোটা বেঞ্জামিন দিনে তিনবার স্নান করে। আমার সঙ্গে দেহমিলনের আগে এবং পরেও স্নান করে। আমার খুব খারাপ লাগে বটে, কিন্তু এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, সেকথা মানতেই হবে। দিনে দু'বার, কখনো তিনবার ও আণ্ডারওয়্যার আর মোজা পাল্টায়। ব্যবসায়ী হিসেবে ও নিঃসন্দেহে প্রতিভাধর পুরুষ, কিন্তু স্বামী হিসেবে একদম যাচ্ছেতাই।

আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে সুন্দর সুঠাম শরীর আর টাকা ছাড়া আর কিছুই আমি বুঝি না। আমাদের দু'জনের মধ্যে বলার মত কথাও প্রায় হয় না বললেই চলে। সামাজিক কেচ্ছা কেলেঙ্কারীর খবর শুনতে ওর যেমন কোন আগ্রহ নেই, ওর ব্যবসার খবর শুনতে তেমনি আমার ভীষণ বিশ্রী লাগে। ওর ছেলেমেয়ের কথা শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে, আবার আমার জামাকাপড়ের প্রসঙ্গ উঠলেই ও বিরক্তিতে নাক কোঁচকায়। সত্যিই আমরা দু'জন নিজেদের কাছে বড় একা।

কিছুদিন আগে ও জানতে চেয়েছিল আমি মা হতে চাই কিনা। আমি ওকে সাফ বলে দিয়েছি এই বয়সে ওর বাবা হওয়া মানায় না। তাছাড়া আমি কচি ছেলেপুলে একদম পছন্দ করি না। ওরা শুধুশুধু সময় নষ্ট করে, তাছাড়া ঘরদোর ভীষণ নোংরা করে, দিনরাত চিৎকার চেঁচামেচি, মাথা ধরে যায়। সবচেয়ে বড় কথা, আমার ফিগার নষ্ট হয়ে যাবে। তার সবচাইতে বড় উদাহারণ হল আমার বান্ধবী ভ্যানেসা। একগাদা ছেলেপুলে নিয়ে ওকে ঠিক গোরুর মত দেখায়।

হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে বাধা নেই, যেভাবে এখন আমার জীবন চলছে, আমি জীবনে যা কিছু পাবার, সব পেয়েছি। দিব্যি খাচ্ছি দাচ্ছি, বেড়াচ্ছি, দু'হাতে পয়সা ওড়াচ্ছি, আর তারই মাঝে নতুন সুন্দর চেহারার টাট্টু ঘোড়ার দৌড় দেখছি। দেখছি তারা কে কত ছুটতে পারে। টনিই তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ—ছিল একটা বাজে রেস্তোরাঁয় ওয়েটার, কপালগুণে আর আমার হাতযশে আজ সে আমার প্রেমিকে পরিণত হয়েছে। আসলে টনি যে কি, তা এক একসময় আমি নিজেই ভেবে পাইনা।

এক একটা সময় মাঝে মাঝে আসে যখন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষের দেহটা আর প্রধান থাকে না। আমার মনে হয় টনির সঙ্গে আমার সম্পর্কও ঠিক সেই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এবার ওকে বিদেয় করার সময় এসেছে। এতদিনে মনে হচ্ছে ওকে যে করেই হোক খেদাতেই হবে, এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। 'হোবো' থেকে খেদিয়ে ওকে পুতুল পুতুল চেহারার সেই সুন্দরী মেয়েগুলোর সামনে ফেলে দেব, দেখব তখন তাদের মধ্যে কে ওর দিকে মুখ তুলে তাকায়। বেঞ্জামিনকে আগে থেকে বলে ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ফিরে গিয়েই ও টনিকে ছাঁটাই করে।

একথা মানতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে একজন ধনী পয়সাওয়ালা টাট্টু আমার খুব দরকার। বেঞ্জামিনের মত যার পয়সা আর সুনাম দুই-ই রয়েছে। তেমন কাউকে পেলে তখন আমি বেঞ্জামিনকে ডিভোর্স করে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারি। তবে এ পর্যন্ত তেমন পয়সাওয়ালা কোন টাট্টু আমার জীবনে আসেনি, অন্তত এখনো পর্যন্ত তেমনি কেউ আছে বলে ত আমার মনে হচ্ছে না। যাদের পয়সা, সুনাম দুই-ই আছে, তারা সবাই মোটা, বুড়ো, আর বিশ্রীরকম একঘেয়ে, ঠিক বেঞ্জামিনের মত।

বেঞ্জামিন স্নান সেরে বেরিয়ে এসেছে। আমি একগাল হেসে বললাম, "ভাল করে স্নান করেছো ত?"

"হ্যাঁ, খুব ভাল করে স্নান করেছি," ও বলল, "আমার সেক্রেটারী এসেছে?"

"জানিনা," আমি ঠোঁট উল্টে বললাম, "অ্যাডামোকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে হবে। সারা আর অ্যালেনের সঙ্গে আমরা আজ ডিনার খাব। সারা হালে ওকে বিয়ে করেছে, ছেলেটা লেখক। আমার মনে হয় ওকে তোমার খুব পছন্দ হবে।"

"ফন্টেন," বেঞ্জামিন বলল, "তুমি জান যে সারাকে আমি একদম বরদাস্ত করতে পারিনা, ওকে দেখলেই আমার বমি আসে।"

"ডার্লিং," আমি এগিয়ে গিয়ে বেঞ্জামিনের পরনের তোয়ালে খুলে ফেলার জন্য টানাটানি শুরু করলাম, ও ছটফটিয়ে উঠে তোয়ালেটা চেপে ধরল যাতে খুলে না যায়।

"এখন নয় ফন্টেন," বেঞ্জামিন বলল, "পরে। আমার সেক্রেটারী এক্ষুণি এসে পড়তে পারে।"

"ঠিক আছে, তুমি তোমার মিস ক্লার্কের সঙ্গে বকবক কর, আমি ততক্ষণে স্নান সেরে নিই," আমি বললাম, "বেঞ্জামিন, তোমার কি মনে হয় আমি খুব মোটা হয়ে যাচ্ছি?" যদিও আমি খুব ভালভাবেই জানি যে আমার শরীরে এক আউন্স চর্বি নেই। আমি এও জানি যে আমার শরীর বেঞ্জামিনকে চনমন করে তোলে।

"না, না তুমি মোটা হতে যাবে কেন?" বলে দু'চোখ দিয়ে সে আমার শরীরটা ভাল করে জরীপ করে নিল।

আমি অ্যাডামোকে ইন্টারকমে ডাকলাম, "অ্যাডোমো, মিস্টার খালেদের সেক্রেটারী কি এসেছেন?"

"হ্যাঁ, ম্যাডাম।"

বেঞ্জামিন তখন জামাকাপড় পরছে। আমি বললাম, "শোন, তোমার সেক্রেটারী এসে গেছে, ছটায় ভেতর সব কাজকর্ম চুকিয়ে ফেল। আমি সিডওয়েলদের কথা দিয়েছি যে আমরা ওদের ওখানে গিয়ে একটু ড্রিংক করব।"

কুড়ি

অ্যালেকজান্দ্রা

ম্যাডিটা ঘুমিয়ে পড়েছিল। একটা জিনিস দেখেছি, যখনই ওর সঙ্গে কোন ব্যাপারে কথা বলার দরকার, হয় তখনই ও ওটিসুটি মেরে কম্বলের নীচে ঢুকে পড়ে। ম্যাডিকে কষে একটা গুঁতো মারলাম, কিন্তু ওর জাগার কোন লক্ষণই দেখলাম না। দেখেছো কাণ্ড! আজ আমার জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রাত, ওকে কত কথা শোনাব ভেবে রেখেছি, কিন্তু ওর সেসব শোনার কোন ইচ্ছেই দেখছি না।

লক্ষ্য করে দেখলাম আমার হাঁটুদুটো ঠকঠক করে কাঁপছে। কিন্তু আয়নায় মুখ দেখে নিজেকে আলাদা কিছু মনে হল না।

আজ সন্ধ্যে থেকে যেভাবে কাটল তা চিরকাল আমার মনে থাকবে। প্রথমে স্টিভ স্কট পর্ব, তারপর তার বৌয়ের খিস্তি-খেউর। আমার ত লজ্জায় মাটির ভেতর ঢুকে পড়তে ইচ্ছে করছিল। সবচেয়ে বড় কথা, মাইকেল চুপচাপ বসে গোটা ব্যাপারটা দেখে গেল। ওর সামনে আমায় বেকুব বনে যেতে হল। আমার মুখটা রইল?

যাকগে, অন্তত এই ব্যাপারটার শেষে টনি হাসিমুখে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলায় মনটা ভাল হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটার ব্যবহার এত ভাল যে ওর ফ্ল্যাটের বাইরে ট্যাক্সিতে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম যে আমার কারও শয্যাসঙ্গিনী যদি হতেই হয় তবে টনিই হচ্ছে সেদিক থেকে একমাত্র উপযুক্ত লোক। অন্তত ও হল একমাত্র লোক যে আজ আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিল।

আমার এখন মনে হচ্ছে যে ওকে যখন আমার সঙ্গে দেহমিলনের প্রস্তাব দিয়েছিলাম তখন ও কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিল। সত্যি, আমি যে লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে এটুকু বলতে পারব তা স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করিনি। কিন্তু তখন আর আমার কিছুই করার ছিল না। আমি ঠিক করছিলাম নিজের কুমারীত্ব সেদিন যেভাবেই হোক বিসর্জন দেব।

চুলোয় যাক আমার সতীপনা! ভেতরে ভেতরে ওমরে নিজেকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর নয়।

আচ্ছা, আমি কি বাজারের মেয়েমানুষ হয়ে গেলাম? মাইকেল প্রায়ই খুব বাতেল্লা দিয়ে বলে যে বাজারের মেয়েমানুষ ওর খুব ভাল লাগে। আসলে টনির সঙ্গে আজ যা হল, তার মধ্যে আমি কোন মজাই খুঁজে পাইনি। আমি অন্ধকার ঘরে চিৎপাত হয়ে শুয়ে রইলাম, টনি আমার ওপর উঠে বসল। ছেলেটা দেখতে পাতলা হলে কি হবে, ওজন আছে। বেজায় ভারী, আমার বেশ ব্যথা লেগেছে। তাছাড়া ব্যাপারটা বড্ড বিশ্রী। আমার একদম ভাল লাগেনি। আমার মা আর বাবাও একদিন ওরকম করেছিলেন, এটা কল্পনা করতেই কিরকম যেন মনে হয়। সত্যি কি তাঁদের মধ্যে ওরকম কোন ব্যাপার ঘটেছিল? নিশ্চয়ই হয়েছিল নয়ত, আমি আর কেন, আমরা দু'ভাই বোন এলাম কোত্থেকে? ইস্, মাকে ঐ অবস্থায় কল্পনা করতে আমার ভীষণ বিশ্রী লাগছে।

ম্যাডিটাকে আরেকটা ধাক্কা দিলাম, কিন্তু ওর জেগে ওঠার কোন ইচ্ছে দেখছি না। এদিকে আমার হয়েছে জ্বালা। আজকের ব্যাপারটা কাউকে না বলা পর্যন্ত আমি ঘুমোতে যেতে পারব না।

অবশ্য এও ঠিক যে সবচাইতে তাজ্জব ও রোমাঞ্চকর ব্যাপার হল মাইকেল একদিন ওর সঙ্গে বেরোবার জন্য বলেছে। বেরোনো মানেই অভিসার তা আর খোলাখুলি বলার দরকার নেই। যেদিন আমি আর মাইকেল শুধু বেরোব, আর কেউ আমাদের সঙ্গে থাকবে না। ও নিশ্চয়ই একটা নিরিবিলি ভদ্র গোছের কোন রেস্তোরাঁয় আমায় নিয়ে যাবে, আর তার মানে আমায় ওর নিশ্চয়ই খুব ভাল লেগেছে।

এখন আবার নিজেকে ভীষণ দুর্বল মনে হচ্ছে। জানিনা আগামীকাল কোন মুখ নিয়ে অফিসে কাজ করতে যাব। এই সেক্রেটারীর চাকরী কতদিন থাকবে, আদৌ থাকবে কিনা, তাও ছাই জানিনা।

ওগো মাইকেল সোনামণি, আমি আজ যা করেছি তা কি ঠিক? এটুকু জেনে রেখো যেটুকু করেছি তা তোমার মুখ চেয়েই করেছি।

কিন্তু টনির সঙ্গে যা হল, তার ফলে যদি আমার পেটে বাচ্চা এসে যায়, তখন কি হবে? যদি আমায় মা হতে হয়? টনি বলছিল, ও এ বিষয়ে ঠিক হুঁশিয়ার আছে, মারাত্মক কিছু ঘটতে দেবে না। ও আমায় কি ভাবে? জানি না আর কখনো ওর সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারব কিনা। এখন মনে হচ্ছে পুরনো দিনের সেই কড়া নিয়ম কানুনই ভাল ছিল যখন প্রত্যেক পুরুষ চাইত তার স্ত্রী অক্ষতযোনি কুমারী হবে। বিয়ের আগে অন্য কোন পুরুষ যার শরীরের স্বাদ পায়নি, এখন দিনকাল পাল্টে গেছে, এখন কুমারী সেজে বসে থাকার মধ্যে কোন বাহাদুরী নেই, সে ব্যাপারটাই বিশ্রী। আসলে আমার মাথাটাই এখন গুলিয়ে যাচ্ছে, কোন্‌টা যে ঠিক, কোন্‌টা যে ভাল, তা নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না।

"অ্যাই ম্যাডি, ওঠ! কতক্ষণ ধরে ডাকছি, ওঠ না!" আমি ম্যাডিকে আরেকটা ঠেলা দিলাম।

টনি

একুশ

আয়ান লোকটাকে জপিয়ে বাগে আনতে খুব বিশেষ বেগ পেতে হলনা। লোকটার কথা আগে কেন আমার মনে আসেনি আমি তাই ভেবে পাচ্ছিনা। সমাজে বিরাট নামী লোক হবার জন্য, কেউকেটা হবার জন্য ও বেচারা হেদিয়ে মরছে, আর ওর এই বাসনা পূরণের জন্য নাইটক্লাবের মালিক হওয়া ছাড়া আর কোন ভাল রাস্তা আছে?

একনাগাড়ে এতক্ষণ আমিই শুধু বকবক করে গেলাম, ও শুধু বাচ্চা ছেলের মত শুনে গেল। আসলে আমি গতকাল পর্যন্ত ওকে একটা নোংরা শুয়োরের বাচ্চা ছাড়া অন্য কিছু ভাবিনি, এতসময় ওর সঙ্গে কথা বলব, তা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবিনি। এখন কথা বলে দেখছি ওর মধ্যে এমন একটা হাবভাব ফুটে উঠছে যেন আমি ওকে উদ্ধার করে দিয়েছি।

একটা নাইটক্লাব খুলতে কত খরচ পড়বে, কিরকম লাভ থাকবে, এসব আলোচনা করতে করতেই এক ঘণ্টা কেটে গেল। একঘণ্টা পর আমরা উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলাম।

"তাহলে কথাবার্তা সব পাকা হয়ে রইল।" আয়ান বলল।

খুব ভাল কথা। টাকাপয়সা যা লাগবে সব আয়ান দেবে, চালানোর ভার আমার। মাইনে ছাড়া আমি লাভের শতকরা উনপঞ্চাশ ভাগ পাব। আমি শতকরা পঞ্চাশের জন্য খুব চাপাচাপি করেছিলাম, কিন্তু আয়ান ওর জেদ কিছুতেই ছাড়ল না।

"তাহলে নাইটক্লাবের নাম হবে "আয়ানস', কি বল টনি?" ও যাবার আগে বলল।

"হুঁ", আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, ও ব্যাপারটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে।

রাত প্রায় চারটে বাজে। আয়ান আর তার দলবল এখনো বসে থাকায় আমার ওয়েটারদের মুখ ফুলেছে। ওদের বাড়ি যেতে দেরী হচ্ছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "না হে, এবার বাড়ি যেতে হবে, শোবার সময় হয়ে গেছে, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।"

"হ্যাঁ চল যাওয়া যাক," বলে সে উঠে দাঁড়াল।

বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে আয়ান তার গাড়ির দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, "তোমার গাড়ি কোথায় টনি?"

"আমার গাড়ির একটা পার্টস খারাপ হয়েছে, তাই গ্যারেজে পাঠিয়েছি," আমি বললাম।

"ঠিক আছে, আমার গাড়িতে ওঠ, তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।"

"না না, থাক আয়ান," আমি ভদ্রতা করে বললাম, "তুমি আর অতদূরে কষ্ট করতে যাবে কেন, আমিই না হয় একটা ট্যাক্সি ডেকে নেব।"

"বলছি তোমায় নামিয়ে দেব," বলে আয়ান এক গুঁতোয় আমায় ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, "শুধু শুধু কথা বাড়াচ্ছো কেন? তাছাড়া আমি চাই তুমি ডায়ানাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। ওকে তোমার খুব ভাল লাগবে।" বলে আমার কানে কানে ফিসফিস করে ডায়ানা সম্পর্কে এমন একটা কথা বলল যা এখানে বলা যাবেনা, শুনলে আপনারা যে যতই লাটখোর হোন ঠিক কানে আঙ্গুল দেবেন।

"শোন আয়ান," আমি ইতস্তত করে বললাম, "আমি চাইনা।"

কিন্তু আয়ান আমার কথায় কোন পাত্তা না দিয়ে নিজের মনে গাড়ি চালাতে লাগল। ডায়ানা পেছনের সীটে আমার ঠিক গা ঘেঁষেই বসেছিল। আড়চোখে ঝাড়ি মেরে দেখলাম মেয়েটার মুখ ঘোড়ার মুখের মত লম্বা, গায়ে মাংস নেই, হাড়গোড়ে ভর্তি। এ মেয়েকে পাশে নিয়ে শুয়ে রাত কাটানোর কথা ভাবতেই আমার ঘেন্না হল।

"কোনদিকে যাব?" আয়ান জানতে চাইল।

"আয়ানকে রাস্তার হদিশ দিয়ে চুপ করে বসে ভাবতে লাগলাম, কি করে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাব। জানি আয়ান এইমুহূর্তে মনে মনে ভাবছে ও আমায় দারুণ একটা উপকার করে দিয়েছে।

বাড়ির সামনে এসে আয়ান গাড়ি থামাতে আমি দরজা খুলে নেমে পড়লাম, পেছন পেছন ডায়ানাও নেমে পড়ল।

"ওকে নিয়ে যাও টনি, গুরুদেব আমার," আয়ান গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল। "একদম সাটিল মাল, আরাম পাবে। তাহলে কাল বেলা তিনটেয় আমার অফিসে চলে এসো,

কেমন?" বলে সে আর আমার উত্তরের অপেক্ষায় না দাঁড়িয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল। ডায়ানাকে পাশে নিয়ে আমি বেকুবের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

"তুমি থাকো কোথায়? এতক্ষণ পর আমি এই প্রথম ডায়ানার সঙ্গে কথা বললাম।

"আয়ানের সঙ্গে," ডায়ানা কিছুটা অবাক হয়ে উত্তর দিল "কেন?"

তার কথার কোন সদুত্তর সেইমুহূর্তে আমার মাথায় এলনা। হঠাৎ ভাবলাম আমি এরকম করছি কেন? আয়ানের সঙ্গে আমি ব্যবসায় নামতে চাইছি এখন তার কোন নর্মসহচরীর সঙ্গে রাত কাটালে যদি সে সন্তুষ্ট হয়, তবে তাতে অরাজি হবার কি কারণ থাকতে পারে? না, ওকে আজ রাতের মত আমায় ঘরে নিয়ে তুলতেই হবে।

"এসো, বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই," আমি ক্লান্ত গলায় ডায়ানাকে বলে এগিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুললাম।

অ্যালেকজান্ড্রা., আমার রূপসী, আমার সুন্দরী অ্যালেক্স, দয়া করে আমায় ক্ষমা কোর। আমি আজ যা করছি তা আমাদের দু'জনের কথা ভেবেই করছি এটা জেনে রেখো।

বাইশ

টনি

অ্যালেক্স টেলিফোনে উইকএণ্ডে আমায় ওদের দেশের বাড়িতে নিয়ে যাবে শুনে মনে যেটুকু আনন্দ হয়েছিল, তা পুরোপুরি চুপসে গেল যখন দেখলাম হতচ্ছাড়ি ম্যাডিও সেজেগুজে আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি। অ্যালেক্স আর ম্যাডি দু'জনেরই পরনে রঙীন ট্রাউজার্স ম্যাডি আবার মাথায় একটা জন লেনন ক্যাপ চাপিয়েছে। আমায় দেখে অ্যালেক্স হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বলল, "এই যে, এসে গেছে। একটু কফি খাবে নাকি?"

"না, এখন আর কফি খাবার সময় নেই," আমি বললাম, বাইরে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি, এবার রওনা হওয়া যাক।"

ট্রেনে সারাটা পথ দুই বান্ধবী এমন বকবক শুরু করল যে আমার কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। ওদের বকবকানি শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিজেরই খেয়াল ছিল না। ঘুম ভাঙ্গল অ্যালেক্সের কনুইয়ের গুঁতোয়, আমার কানের কাছে মুখ এনে ও বলল "ওঠ, আমরা এসে গেছি।"

প্লাটফর্মে নেমে চারদিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম অ্যালেক্স আর ম্যাডি দৌড়ে গিয়ে এক বয়স্কা ভদ্রমহিলাকে জড়িয়ে ধরল। নিশ্চয়ই ইনি অ্যালেক্সের মা। স্যুটকেসগুলো টানতে টানতে আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে অ্যালেক্স তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল, বলল, "মা, টনি ব্লেক, আমার বন্ধু।"

"আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশী হলাম," অ্যালেক্সের মা বললেন। আমি ভাল করে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর চোখও অ্যালেক্সের মতই কটা। ভদ্র মহিলাকে দেখতে এককথায় সুন্দরী বলা চলে।

"আমার মেয়ের আর এজীবনে বুদ্ধিসুদ্ধি হবেনা," ভদ্রমহিলা হাসতে হাসতে বললেন, "দেখুননা, আপনি অতিথি, এদিকে সমস্ত বাক্স পেটরা আপনার হাতেই ধরিয়ে দিয়েছে।"

"না না, ঠিক আছে," আমি কেশে বললাম, তারপর তাঁর পেছন পেছন গিয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা স্টেশন ওয়াগানে গিয়ে উঠে বসলাম।

অ্যালেক্সদের বিশাল বাড়ি দেখে আমি সত্যিই তাজ্জব বনে গেলাম, গ্রাউন্ডবল, সুইমিং পুল, গেস্ট হাউস থেকে শুরু করে তিনখানা হাল ফ্যাসনের পেল্লায় গাড়ি, ঝি চাকর, কি নেই। এই

বিশাল সম্পত্তির যিনি মালিক, তাঁর মেয়ে হয়ে অ্যালেক্স কোন্ সুখে সেক্রেটারীর চাকরী করছে তা আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছেনা।

একটা বাটলার ঘরে ঢুকে আমায় বলল "স্যার, আপনার ব্যাগটা খুলে জামাকাপড় সব গুছিয়ে দেব?"

"না থাক," আমি বললাম, যতক্ষণ ব্যাগ না খোলে ততক্ষণই মঙ্গল, কারণ ব্যাগ খুললেই ভেতর থেকে বেরোবে আমার দুটো দোমড়ানো মোচড়ানো পুরনো সোয়েটার, আর গোটাদুয়েক আণ্ডারপ্যান্ট যেগুলোর গায়ে অসংখ্য ফুটো। চাকর বাকরদের সামনে ওসব বের করলে আমার নয়, বরং অ্যালেক্সেরই প্রেস্টিজ থাকবেনা।

"তাহলে একটু ড্রিংক করবেন, স্যার?" ব্যাটা তবু যেতে চায়না। আমার একটু সেবা করতে পারলে যেন বর্তে যায়।

"হ্যাঁ, তুমি আমায় একটু স্কচ আর কোক এনে দিতে পার," আমি বললাম, "সঙ্গে বরফ দিও কিন্তু।"

"স্কচ আর কোকাকোলা স্যার?" বাটলারটা আবার প্রশ্ন করল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ," আমি মুখ ভেংচে বললাম, "কোকাকোলাই দিতে বলেছি।"

গাঁইয়া বাটলারেরা যে এত বেকুব হয় তা আগে জানতাম না। কোক আর কোকাকোলা যে একই বস্তু, এ ত শিশুও জানে।

আসার সময় অন্তত একটা স্যুট না এনে খুব ভুল করেছি, কারণ এ ঘরে আমায় পৌঁছে দেবার সময় ম্যাডি আর অ্যালেক্স বলে গেছে যে সন্ধ্যে ঠিক সাতটায় ডিনার খেতে হবে, তাই ওরা জামাকাপড় পাল্টে নিতে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে গোটা দুই পুরনো সোয়েটার আছে, আপাততঃ ওরই একটা গায়ে চাপাতে হবে। আরেকটা আগামীকাল পরব। কিন্তু অ্যালেক্সের শোবার ঘরটা কোথায়? ওটা কোন্‌দিকে তা না জানা পর্যন্ত মনে একদম শান্তি পাচ্ছিনা।

বাটলার স্কচ নিয়ে আসতে আমি একঢোকে তা মেরে দিলাম। তারপর সোয়েটার পরে ঘর থেকে বেরোলাম অ্যালেক্সের খোঁজে।

ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নামতেই একদম অ্যালেক্সের মার মুখোমুখি পড়ে গেলাম। এক লাল টুকটুকে দৈত্যের মত চেহারার আধবুড়োর সঙ্গে দাঁড়িয়ে তিনি গল্প করছিলেন, আমায় দেখেই বললেন, "আসুন মিঃ ব্রেক, ইনি ডঃ সাটন, আমাদের পারিবারিক শুভার্থী।"

আমি এগিয়ে আধবুড়ো দৈত্যের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলাম। অ্যালেক্সের মা আমার পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, "মিঃ ব্রেক, লণ্ডনে থাকেন, অ্যালেকজাণ্ড্রার বন্ধু।"

"ও, তাই নাকি? হুঁউম্!" বলে নাক দিয়ে বাঘের ডাকের মত ছোট একটা হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি, "বন্ধু-তাইনা? লণ্ডনে থাকেন, হুঁউম্! বাঃ, খুব ভালো, লণ্ডন খুব ভাল জায়গা। আমিও শীগগিরই যাচ্ছি ওখানে, হুঁউম্। হ্যাঁ, অ্যালেক্স খুব ভাল মেয়ে, ঠিক ওর মার মত, হুঁউম্! হুঁম্-হুঁম্ হুঁম্ হুঁউম্!"

তাঁর এই হুঙ্কার শুনে আমার বেদম হাসি পেলেও বহুকষ্টে তা চেপে রাখলাম।

"আপনি একটু ড্রিংক করবেন মিঃ ব্রেক?" অ্যালেক্সের মা জানতে চাইলেন।

"ড্রিংক? অ্যাঁ-হ্যাঁ, তা একটু দিতে পারেন। আপনি আমায় টনি বলে ডাকবেন," আমি বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বললাম। ওঁর ইঙ্গিতে সেই গাঁইয়া বুড়ো বাটলারটা এগিয়ে এল, তারপর আমি কিছু বলার আগেই বলল, "স্কচ আর কোকাকোলা দেব ত স্যার?"

"হ্যাঁ।"

"হুঁউম্, এটা একটা বাসা ড্রিংক," ডঃ সাটন মাথাটা ঝুঁকিয়ে বললেন, "অ্যালকোহল দিয়ে কার্বনেটেড ড্রিংক খাচ্ছেন, হুঁউম্! তা এর চাইতে শুধু কোকাকোলা খেলেই ত হয়।"

এই বুড়ো পাঁঠাটা কতক্ষণে এখান থেকে বিদেয় হবে তাই ভাবছিলাম, এমন সময় অ্যালেক্স আর ম্যাডি দু'জনেই খুব সেজেগুজে এল। আমায় দেখেই ম্যাডি অবাক হয়ে বলল, "একি, তুমি এখনো পোশাক পাল্টাওনি?"

"চুপ, ম্যাডি" অ্যালেক্সের মা বললেন, "মিঃ ব্রেকের পোশাক পাল্টাবার দরকার নেই।"

"আমারই ভুল হয়ে গেছে টনি," অ্যালেক্স দুঃখী দুঃখী মুখে বলল, "আমাদের এখানে ডিনারের সময় ডিনার স্যুট পরতে হয়। ভেবেছিলাম তুমি জান....." তারপরই হেসে ফেলল অ্যালেক্স, হাসি থামতে বলল, "আমিও যেমন বোকা। সত্যিই ত, তুমি এখানকার নিয়ম কি করে জানবে?"

সত্যিই ত, আমি কি করে জানব? এই সেদিনও ত আমি একটা রেস্তোরাঁর ওয়েটার ছিলাম।

"আপনি এ নিয়ে মাথা ঘামাবেননা মিঃ ব্রেক," অ্যালেক্সের মা বললেন, "আপনি এখন যা পরে আছেন তাতেই আপনাকে খুব ভাল দেখাচ্ছে।"

আমি আর কি বলব, বাটলার এসে আমার হাতে স্কচের গ্লাস ধরিয়ে দিতে আমি মাথা নীচু করে চোরের মত চুক চুক করে চুমুক দিতে লাগলাম। আমার করুণ দশা দেখে ম্যাডি খিলখিল করে হেসে উঠল। আমার খুব রাগ হল, ইচ্ছে হল ওর পেছনে ধাই করে একখানা লাথি কষাই।

"মিঃ ব্রেক, আপনি ঘোড়ায় চড়তে জানেন ত?" অ্যালেক্সের মা জানতে চাইলেন। আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে। আমায় মিঃ ব্রেক বলে ডাকা বন্ধ না করলে ওঁকে আমি মেরেই ফেলব।

ভাবলাম বলি হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিলক্ষণ জানি, কিন্তু আমার ঘোড়ায় চাপার ধরনটা আপনাদের চাইতে আলাদা, অর্থাৎ বিছানায় না শুলে সেটা ঠিক বোঝানো যাবেনা, অনেক কষ্টে নিজের সে ইচ্ছে দমন করলাম।

বললাম, "না।"

"ইশ্, তাহলে ত খুব মুশকিল হল দেখছি, আপনাকে আমাদের সঙ্গে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারবনা। থাকগে, আপনি বরং শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। ওরা কাল সকালে দুপুরে লাঞ্চের আগে ফিরে আসবে।"

আমি আর কিছু বললাম না। অ্যালেক্সের মা বেরিয়ে যেতে আমিও টুক করে নেমে বাইরে চলে এলাম। সামনেই অ্যালেক্সকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

"আই," আমি অ্যালেক্সকে বললাম, "তোমার ঘর কোন্‌টা চটপট বলে দাও।"

"অ্যাঁ!" অ্যালেক্স কেমন ফ্যাকাশে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার সঙ্গে ম্যাডি শোবে, তা জানো?"

"কোই পরোয়া নেই।" আমি তাকে সাহস দেবার জন্য বললাম, "তাহলে তুমি আমার ঘরে এসে শোও।"

"অ্যাই, না টনি," ও আমার কথা শুনে আঁতকে উঠে বলল, "এখানে ওসব করতে যেয়োনা, জানাজানি হয়ে যাবে।"

"শোন," বলে তার নরম তুলতুলে হাতের পাতাটা একটু আলতো করে টিপে দিয়ে বললাম, "আমি শুধু তোমার সঙ্গে একটু কথা বলব, দিব্যি করে বলছি।"

দিব্যি গাললে কি হবে, আমার শরীর যে গরম হয়ে উঠছে তা স্পষ্ট টের পাচ্ছি।

"ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখব," অ্যালেক্স বলল। আমি এই ফাঁকে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম ম্যাডি ছাড়া আর কেউ ধারেকাছে নেই। জুলজুল চোখে ও আমাদের দেখছে। ম্যাডির চোখের সামনেই টুক করে আমি অ্যালেক্সকে একটা চুমু খেয়ে নিলাম।

"তাড়াতাড়ি কোর, দেরী কোরনা," আমি বললাম।

"দেখি চেষ্টা করে," বলে ও ম্যাডির সঙ্গে অন্যদিকে চলে গেল।

একটু পরেই গোটা বাড়ির লাইটগুলো একে একে নিভে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি মাত্র সাড়ে ন'টা। এবার শুতে যেতে হবে। সতেরো বছর বয়সে পা দেবার পর রাত সাড়ে ন'টায় কোনদিনই ঘুমোইনি।

আমি আমার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। টিভি নেই, টেলিফোন নেই, এমনকি হাতের কাছে একটা রেডিও পর্যন্ত নেই যে কোন স্টেশন ধরে গান শুনব। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পরপর কয়েকটা সিগারেট খেয়ে গেলাম। ঘণ্টাখানেক এইভাবে কেটে গেল কিন্তু অ্যালেক্সের পাত্তা নেই। আমার মন বলছে ও আমার ঘরে আসবেনা। এবার নিজেই উঠে পড়লাম।

বাইরে প্যাসেজের বড় লাইটগুলো সব নেভানো এককোণে শুধু একটা কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। সারি সারি বন্ধ দরজার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে উবু হয়ে একটার পর একটা চাবির ফুটোয় চোখ রাখলাম।

প্রথম কয়েকটা ঘরে কিছুই দেখতে পেলামনা, তারপর তিন নম্বর ঘরের দরজার চাবির ফুটোয় চোখ রাখতেই লজ্জায় চমকে উঠে ছিটকে সরে এলাম। স্পষ্ট দেখলাম ভেতরে আলো জ্বলছে, বিছানায় শুয়ে আছেন অ্যালেক্সের মা, আর ডাক্তার সাটন তাঁর ওপর—, নাঃ, সেকথা আর মুখে আনা যায়না। কিন্তু অ্যালেক্সের মা ত বেশ চৌকশ মহিলা দেখছি। বেঞ্জামিনকে ডিভোর্স করার পর দিব্যি বাড়ির ডাক্তারের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন। তা চালান, ক্ষতি নেই। আমিও যেমন তাঁর মেয়ের সঙ্গে চালিয়ে যেতে চাইছি। অ্যালেক্সের হাসিটা পর্যন্ত ওর মার মত।

এমনিভাবে চাবির ফুটোয় চোখ রেখে একসময় আমি অ্যালেক্সের ঘরখানা বের করে ফেললাম। ম্যাডি খাটের ওপর শুয়ে আছে, ঘুমের ঘোরে নাক ডাকাচ্ছে, অ্যালেক্স একটা ডিভানের ওপর শুয়ে আছে।

দরজা খোলাই ছিল, আস্তে ঠেলতেই ভেতর থেকে খুলে গেল। চোরের মত পা টিপে টিপে অ্যালেক্সের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। গলা পর্যন্ত চাদর চাপা দিয়ে অ্যালেক্স শুয়ে আছে, চুলগুলো বালিশের ওপর ছড়ানো, নিঃশ্বাসের তালে তালে ওর বুকটা ওঠানামা করছে। হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও পাশ ফিরে শুল।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'চোখ দিয়ে ওর শরীরটা যেন গিলে খাচ্ছি এইভাবে তাকিয়ে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে ওর বুকের ওপর হাত রাখতেই অ্যালেক্স চোখ মেলল। ঘুমের ঘোর কেটে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, "এ্যাঁ, টনি, তুমি—"

"চুপ, আস্তে," আমি ঠোঁটে আঙুল রেখে ওকে হুঁশিয়ার করে দিলাম, "কি হল, তুমি আসবে বলে এলেনা কেন?"

অ্যালেক্সের দু'গাল লাল হয়ে উঠল, মাথা নীচু করে বলল, "যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এমন ঘুম পেল যে আর চোখ খুলে রাখতে পারলামনা।"

"ঠিক আছে," বলে ওর হাত ধরলাম, "এবার চল।"

"ম্যাডির কি হবে? ও যদি জেগে উঠে দেখে যে আমি নেই?"

"ম্যাডি এখন ঘুমে কাদা হয়ে আছে, আমি পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে তোমায় তোমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি।"

আমার ঘরে ঢুকে ও চেয়ারে আরাম করে পা এলিয়ে বসল, "কি কথা বলবে বলেছিলে, এবার বলে ফেল?"

তার কথায় উত্তর না দিয়ে আমি ঘরের সব লাইট নিভিয়ে একটা হালকা বাল্ব জ্বালিয়ে দিলাম। তারপর চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে ওর চুলে আলতো করে বিলি কেটে দিতে লাগলাম।

আমার ভেতরের ছটফটানিটা বেড়ে যাচ্ছে, টের পাচ্ছি, আজ রাতে ওকে না পেলে আমি, মাইরি বলছি পটকার মত ফেটে একদম চৌচির হয়ে যাব।

"ডিনারের জন্য আমি দুঃখিত," অ্যালেক্স বলল, "মা আবার এসব ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে। তোমায় ডিনার স্যুটের কথা বলে দেয়া আমার উচিত ছিল।"

"আলেক্স," আমি কি বলতে গিয়ে থেমে গেলাম, মনে হল গলাটা কে যেন চেপে ধরল। চুল থেকে হাত সরিয়ে দু'হাতের আঙ্গুল দিয়ে আস্তে আস্তে ওর ড্রেসিং গাউনটা খোলার চেষ্টা করলাম, ও ঝটপটিয়ে উঠে আমার হাত সরিয়ে দিতে চাইল।

"তুমি ঘোড়ায় চড়তে জানোনা এটা খুব লজ্জার ব্যাপার টনি," অ্যালেক্স আবার বলে উঠল। এবার একটান মেরে ওর গা থেকে ড্রেসিং গাউনটা টেনে খুলে ফেললাম, তারপর জোর করে পাঁজাকোলা করে ওকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। অ্যালেক্স উপুড় হয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে রইল। আমার ভেতরের পশুটা এবার জেগে উঠল।

জামাকাপড় খুলে তার কাছে গিয়ে বসলাম, পরক্ষণেই ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, কাতর গলায় বলে উঠল, "না টনি, আজ নয়, দোহাই তোমার, দয়া কর।"

মেয়েদের না মানেই হ্যাঁ, তা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে একটা চিন্তা হঠাৎ আমার মাথার ঘুরপাক খেতে শুরু করল—এই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতে চাই, এর সঙ্গে ঘর বাঁধতে চাই। আমি জোর করে নিজেকে সামলে নিলাম। ওকে কিছুক্ষণ আদর করে বললাম, "ঠিক আছে সোনা, কেঁদোনা, তুমি যখন চাইছনা, তখন তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি ওটা করবনা।"

এবার ও কান্না থামিয়ে উঠে বসল, ভেজা ভেজা চোখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "ধন্যবাদ টনি, এবার আমায় ঘরে পৌঁছে দাও।"

শালা এরই নাম প্রেম তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। অ্যালেক্সকে ওর ঘরে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মাথাটা ধরেছে, ঘুমের দফারফা হল বেশ বুঝতে পারছি।

অ্যালেক্স এতক্ষণে নিশ্চয়ই আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি বাকি রাতটা কাটাব কি করে?

বাইশ

অ্যালেকজান্ড্রা

সকালবেলা পিঠে কার আঙ্গুলের সুড়সুড়ি লাগতে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখি ম্যাডি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। হাই তুলে বললাম, "কটা বাজে রে?"

"সাতটা বাজে, উঠে পড়," ম্যাডি বলল, "কাল রাতে কোথায় গিয়েছিলি শুনি? মাঝ রাতে উঠে বাথরুম করতে গিয়ে দেখি তোর বিছানা খালি। ঐ টনিটা বুঝি তোকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল, তাইনা? তোর ফিরে আসার দেরী অপেক্ষা করে করে শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়লাম।"

"ধ্যাৎ ও কেন আমায় টেনে নিতে যাবে?" প্রতিবাদ করতে গিয়েও আমার গলাটা যেন কেঁপে গেল।

"আবার মিথ্যে কথা?" ম্যাডি ধমক দিয়ে বলল, "আমি জানি ও কালরাতে তোকে চিবিয়ে খেয়েছে। কেমন লাগল তাই বল।"

ম্যাডির কথার কোন উত্তর না দিয়ে সোজা বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম। ফিরে এসে গম্ভীর মুখে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বেরোলাম। সঙ্গে আরো দুটো ঘোড়ায় মা আর ম্যাডি

ছিল। ফিরে আসার সময় একটা ছোট নদী পেরোতে গিয়ে আমার ঘোড়া হঠাৎ সামনের দুটো পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল, আর আমিও টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে গড়িয়ে পড়লাম। মা আর ম্যাডি দু'জনেই আমায় পড়তে দেখে ঘোড়া থামিয়ে ছুটে চলে এল। দু'জনে আমার হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। দেখলাম হাড়গোড় কিছু ভাঙেনি বটে, কিন্তু বাঁ পা মাটিতে ফেলতে গেলেই ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

"পা টা মচকে গেছে মনে হচ্ছে?" মা গম্ভীর গলায় শুধু বললেন। দু'জনে ধরাধরি করে আমায় কোনমতে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এল। বাড়ি ফেরার পর মা ডাক্তার সাটনকে ডাকতে পাঠালেন। ডাক্তার সাটন এসে পরীক্ষা করে দেখলেন মার অনুমান ঠিক, সত্যিই আমার বাঁ পা-টা মচকে গেছে।

"পাঁচ ছ'দিন বিশ্রামে শুয়ে থাকলেই সেরে যাবে," ডঃ সাটন গম্ভীরমুখে ফতোয়া জারী করলেন।

"ইশ্, বেচারি!" ম্যাডির আক্ষেপ করার ধরন শুনে মনে হল ও যেন ঠাট্টা করছে।

একমাত্র মাকেই দেখলাম আমার পা মচকানো সত্ত্বেও দারুণ ঠাণ্ডামাথায় কাজ করছেন। ম্যাডির আক্ষেপ শুনে বললেন, "কিছু করার নেই। যাকগে, বেলা দুটোয় একটা ট্রেন লণ্ডন যায়। মিঃ ব্রেককে ঐ ট্রেন ধরে আজই চলে যেতে বলে দাও। আর তুমি, তুমি কি করবে ম্যাডি? তুমি এখানে এ ক'টা দিন থাকবে, না মিঃ ব্রেকের সঙ্গে চলে যাবে?"

"তুই চলে যা ম্যাডি," আমি ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে বললাম, "এখানে আমার সঙ্গে থেকে কি করবি বল?"

"উঁহু," ম্যাডি ঘাড় নেড়ে বলল, "আমার কোন অসুবিধে হবে না। তুই যদি বলিস তাহলে আমি থেকে যেতে পারি।"

"না," আমি চোখ বুঁজে বললাম, "যা বলছি শোন, তুই টনির সঙ্গে চলে যা।" আমার কথা জড়িয়ে আসছিল। ডঃ সাটন কয়েকটা ঘুমের বড়ি আর ব্যথা কমার ওষুধ খাইয়ে দিয়েছেন. রাজ্যের ঘুম আমার দু'চোখের পাতায় নেমে আসছে স্পষ্ট টের পাচ্ছি।

"চলে এসো ম্যাডি," মার গলা কানে এল, "একটু ঘুমোতে পারলে মনে হয় ও সুস্থ হয়ে উঠবে।"

চোখ না খুলেও বুঝতে পারলাম মা আর ম্যাডি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমার পা-টা টনটন করছে, মাথাও ব্যথা করছে, ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে, আমি আর কিছু চিন্তা করতে পারছি না।

তেইশ

টনি

অতঃপর আমি শ্রীমান টনি ব্রেক গোমড়ামুখে ট্রেনে চেপে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, আমার পাশে বসে ম্যাডি, অ্যালেক্সের সবচাইতে অন্তরঙ্গ বান্ধবী।

"আমাদের লাকটাই পচা, তাই না?" ম্যাডি এই নিয়ে অন্ততঃ বারদুয়েক এই একই প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করল।

"হুঁ," আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, ইচ্ছে করেই ওকে বেশী আমল দিচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে আমার এই দুরবস্থা দেখে ও মনে মনে খুব খুশী হয়েছে।

"আজ রাতে আপনি কি করবেন?" ও আবার গায়েপড়া ভাব নিয়ে জানতে চাইল।

"শনিবার রাতে যা করি তাই করব," আমি বললাম,"ক্লাবে যাব।"

"আপনি খুব লাকি," ম্যাডি বলল, "এদিকে দেখুন না, আমার বয়ফ্রেণ্ড কোথায় যেন বেড়াতে চলে গেছে, অ্যালেক্সও বাড়িতে মার কাছে পড়ে রইল, আমায় এখন একা একা কাটাতে হবে।"

আমি তার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। মিনিট পাঁচেক এইভাবে কাটার পর ও বলল, "টনি, আজ রাতে তোমার সঙ্গে ক্লাব যেতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। আমি খুব লক্ষ্মী হয়ে থাকব, বিশ্বাস কর তোমার কোন ব্যাপারে নাক গলাব না।"

আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল। অ্যালেক্স নেই, তাই ওর বদলে নিজে আমার সঙ্গে হোবোতে যেতে চাইছে। অথচ ওকে নিয়ে যাবার ইচ্ছে আমার একদম নেই।

"না ম্যাডি," আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, "ওখানে তোমার খুব ভাল লাগবে না। তাছাড়া শনিবার রাতে হোবোতে প্রচণ্ড ভীড় হয়, রাজ্যের যত পাগল ঐদিন এসে জোটে।"

"প্লীজ টনি," ম্যাডি অনুনয় করে বলল, "আমায় না বোলনা। আমি জানি তুমি আমায় নিয়ে আজ ওখানে যাও অ্যালেক্স নিজেও তাই চাইবে। সত্যি কথা বলতে কি, ও নিজে বলেওছিল যে আমি যেন তোমার সঙ্গে আঠার মত লেপ্টে থাকি।"

আঠার মত লেপ্টে থাকি, তার মানে? আমি মনে মনে বলে নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, ম্যাডির কি মাথা খারাপ হল নাকি? আমার সোনা অ্যালেক্স কেন যে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ঠ্যাং মচকাল।

"কি হল, তুমি রাজি ত?" ম্যাডি বলে উঠল।

"ঠিক আছে," আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে ফেললাম। না বলেই বা কি করব, ও অ্যাক্সেকে গিয়ে বলবে যে আমি ওকে হোবোতে নিয়ে যাইনি, এটা আমারও ইচ্ছা নয়।

কিং ক্রস স্টেশনে ট্রেন এসে থামতে আমি নেমে চট করে একটা ট্যাক্সি ধরলাম। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ম্যাডি বলল, "তোমার ট্যাক্সিতে আমায় তুলে নাওনা টনি, আমরা দুজনে শেয়ার করে যাব?"

নাঃ এ ছিনেজোঁকের হাত থেকে সহজে রেহাই পাব বলে মনে হচ্ছে না। আমি কিছু বলার আগে ও আবার বলে উঠল, "তুমি আমায় আটটা নাগাদ তুলে নিতে পারবে?"

"স্যরি ম্যাডি," আমি বললাম,"এক্ষুণি একবার মা বাবাকে দেখতে যেতে হবে। আর তুমি যদি একান্তই ক্লাবে যেতে চাও তাহলে তৈরি হয়ে থেকো, আমি রাত বারোটা নাগাদ এসে তোমায় নিয়ে যাব।"

দেখলাম ওষুধে কাজ হয়েছে, ওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

"রাত বারোটা! ইশ্, গোড়ার দিকের প্রোগ্রামগুলো তাহলে আর দেখা হবেনা।" ম্যাডির গলায় আক্ষেপ ফুটে উঠল।

"স্যরি ডার্লিং", আমি বললাম, "আমার কাজ আগে, তারপর অন্যসব। রাত বারোটার আগে কিছুতেই ওখান থেকে বেরোতে পারবনা।"

"ওঃ, অ্যালেক্স এসব শুনলে খুব দুঃখ পাবে।" ম্যাডি বলল।

ওর কথা বলার ধরন শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। এমন ভাব করছে যেন আমি অ্যালেক্সকে জেনেশুনে দুঃখ দেবার জন্যই ওকে হোবোতে নিয়ে যেতে চাইছিনা।

"অ্যালেক্স একথা শুনলে কিন্তু খুব খুশী হবেনা টনি," ম্যাডি বলল, "যাক, পরে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

আমি আর কথা না বাড়িয়ে ইঙ্গিত করতেই ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

"তাহলে পরে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে," পেছন থেকে ম্যাডির গলা আবার ভেসে এল।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে আছে। গতকাল রাতেও ঠিক করে রেখেছিলাম আমার সোনা অ্যালেক্সকে নিয়ে রাজার হালে উইকএণ্ড কাটাব, ওর সঙ্গে ভবিষ্যতে ঘর বাঁধার প্ল্যান করব, কিন্তু ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে অ্যালেক্স সবকিছু বানচাল করে দিল। চলে আসার আগে অ্যালেক্সের মা আমায় ওর সঙ্গে একবার দেখা পর্যন্ত করতে দেননি।

নাঃ, যেভাবেই হোক আমাদের বিয়েটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলতে হবে। সামনের সোমবার থেকে নতুন নাইটক্লাবের জন্য জায়গা খুঁজতে বেরোব। অ্যালেক্স সেরে ওঠার আগে সব গোছগাছ করে ফেলতে হবে।

চব্বিশ

ফণ্টেন

বেঞ্জামিনের সঙ্গে প্লেনে লণ্ডন ফিরে যাচ্ছিলাম, সারাপথ আমাদের দু'জনের মধ্যে কোন কথাবার্তা হয়নি। ওর ছেলেকে সেই যে সেদিন পাত্তা দিইনি, তারপর থেকেই বেঞ্জামিনের মুখ ফুলেছে।

এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করার কিছুক্ষণ আগে বেঞ্জামিন হঠাৎ আমার হাত ধরতেই আমি চমকে তার দিকে তাকালাম। দেখলাম তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। ফ্যাশফেঁশে গলায় ও বলল, "ফণ্টেন, আমি তোমায় ডিভোর্স করতে চাই।"

ঐমুহূর্তে প্লেনের ভেতর একটা টাইমবোমা ফাটলেও হয়ত আমি অতটা চমকাতাম না। অবাক হয়ে বললাম, "কি বললে? তুমি কি চাও?"

গলা ঝেড়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে বেঞ্জামিন আবার বলল, "আমি তোমায় ডিভোর্স করব।"

"ডিভোর্স করবে? বললেই হল?" তার দিকে তাকিয়ে নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললাম, "দুঃখিত, বেঞ্জামিন, আমার তাতে মত নেই।"

"তোমার মত দেবার কোন প্রশ্নই এখানে ওঠেনা," ও কড়া গলায় বলে উঠল, "আমি তোমার ওপর এতদিন নজর রেখেছি, তোমার কাজকর্ম জানতে আমার বাকি নেই," বলে ব্রীফকেস খুলে একটা খাম বের করল বেঞ্জামিন, তারপর ভেতর থেকে কয়েকটা ফটো বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, "অ্যালেন গ্রাণ্ট আর টনি ব্লেকের সঙ্গে তোমার সব কীর্তিকলাপ আমি জেনে ফেলেছি। লুকিয়ে লুকিয়ে সেসবের ফটোও তুলিয়েছি।"

ফটোগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার চক্ষুস্থির হবার উপক্রম। মিঃ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেণ্টে টনি আর আমি দু'জনে উলঙ্গ দেহে খাটে শুয়ে আছি, বিভিন্ন পোজে। আমাদের সব গোপন অন্তরঙ্গতার কে যেন আড়াল থেকে ক্যামেরায় ধরে নিয়েছে। ফটোতে টনিকে ঠিক গরিলার মত দেখাচ্ছে।

"এসব ফটো কে তুলেছে?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"আড়ালে," বেঞ্জামিন বলল, "আমার কথামত আড়াল থেকে ও সব ছবি তুলেছে।"

আমার মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। তখন ভাল করে কথাও বলতে পারছি না। লণ্ডনে পৌঁছে একটা উকিল খুঁজতে হবে।

"এয়ারপোর্টে দুটো গাড়ি থাকবে," বেঞ্জামিন আবার বলল, "আমি ক্লারিজ হোটেলে উঠব, তুমি বাড়িতে যেমন ছিলে তেমনি থাকবে যতদিন না ওটা বিক্রীর ব্যবস্থা করতে পারছি।"

আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। বেঞ্জামিন বলল, "তাই বলে ভেবোনা আমি তোমায় মুক্ত হতে এড়িয়ে দিচ্ছি। আমি তোমার উপযুক্ত খোরপোষের ব্যবস্থা করেও যদি ও টাকা দিতে

[illegible] কামাল জাত'র গণগ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।

আমি বাধ্য নই! আর কালো হরিণের চামড়ার যে কোটটা কিনেছো ধরে নাও বিচ্ছেদের আগে ওটা তোমায় দেয়া আমার শেষ উপহার।" বলে আমার হাত থেকে ফটোগুলো একরকম কেড়ে নিয়ে ও সেগুলো ব্রীফকেসে রেখে দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্লেন লণ্ডনের মাটি ছুঁল।

আমার দু'চোখ কেন জানিনা হঠাৎ জলে ভরে উঠল, ধরাগলায় বললাম,"কিন্তু .....কিন্তু বেঞ্জামিন, ভেবেছিলাম তুমি আমার খুব ভালবাস।"

বেঞ্জামিন সিরিয়াস চোখে আমার দিকে তাকাল, "কথাটা আমিই তোমায় বলব ভেবেছিলাম ফণ্টেন। আমি ভেবেছিলাম তুমি আমায় খুব ভালবাস।"

আমি কিছু বলার আগে ও সীটবেল্ট খুলে উঠে দাঁড়াল। ব্রীফকেস হাতে নিয়ে এগোতে এগোতে বলল, "বিদায় ফণ্টেন, ভালভাবে থেকো এই কামনা করছি।"

পঁচিশ

অ্যালেকজাণ্ড্রা

'অ্যালেক্স, তুই এসেছিল?" দরজা খুলে আমায় দেখেই ম্যাডি লাফিয়ে উঠল, "ভেতরে আয়, অনেক খবর আছে।"

"মাইকেল আছে?" ঘরে ঢুকে জানতে চাইলাম।

"আজ রাতে ও এখানে আসবে বলেছে। সেই সুকি নামে মেয়েটার সঙ্গে নাকি সব সম্পর্ক ও চুকিয়ে দিয়েছে।"

মাইকেলের ঘাড় থেকে ঐ পেত্নীটা নেমেছে শুনে আমার খুব আনন্দ হল। বললাম, "তোর খবর বল শুনি, জোনাথন কেমন আছে?"

"ওর কথা বাদ দে," ম্যাডি বলল, "হোবোতে স্যামির সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এখন ওকে না পেলে আমি ঠিক পাগল হয়ে যাব। টনির লিস্টে তোর পরেই এখন আমি এসে গেছি, জানিস?"

"কি বলছিস পাগলের মত?" আমি প্রায় ধমকে উঠে বললাম, "আমার পর টনির লিস্টে তুই এসে গেছিস, এসব কি যা তা বলছিস?"

"যা তা নয় গো সখী, যা বলছি তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি," ম্যাডি বলল, "টনি দিনরাত শুধু মেয়েদের পেছনে ছোঁকছোঁক করে ঘুরে বেড়ায়। যার তার সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটায়। জানিস স্যামির টুপির কারবার আছে। আমায় দুটো টুপি প্রেজেণ্ট করেছে, কিন্তু মুশকিল কি জানিস ও জাতে ইহুদী। মা শুনলে অজ্ঞান হয়ে যাবে।"

"তুই তাহলে স্যামিকেই বিয়ে করবি ঠিক করেছিস?" আমার দু'চোখ কপালে উঠল।

"এখন নয়, আরো কিছুদিন যাক, বড়দিনের পর যা করার করব। শোন অ্যালেক্স, স্যামি বলেছে, টনি আর ফণ্টেন খালেদ নাকি লুকিয়ে যেখানে সেখানে যা তা করে বেড়ায়। ফণ্টেন নাকি এইজন্যই ওকে হোবোতে চাকরী দিয়েছে। বিশ্রী ব্যাপার, তাইনা?"

ম্যাডির কথা শুনে আমার কানদুটো লজ্জায়, রাগে, অভিমানে তেতে উঠল। ছিঃ ছিঃ, এই তাহলে টনির আসল পরিচয়? না জেনেশুনে কেন আমি বোকার মত ওর কাছে পরপর দু'দিন নিজেকে সঙ্গ দিতে গিয়েছিলাম। হয়ত আমার বোকামী দেখে টনি নিজের মনে হেসেছে। হয়ত ফণ্টেনকেও আমার সব কথা খুলে বলেছে।

"অ্যালেক্স চল একটু দোকান থেকে ঘুরে আসি" ম্যাডি বলল, "কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনতে হবে।"

"না তুই একাই যা ম্যাডি," আমি বললাম,"আমি এখন একটু শোব, মাথাটা বড্ড ধরেছে।"

ছাব্বিশ ফন্টেন

"মিসেস খালেদ?"

"বলুন, কথা বলছি।"

"আমার নাম আয়ান থেন।"

"বলুন, কি ব্যাপারে কথা বলতে চান?"

"ইয়ে.....আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমি কে, তাইনা?"

"না, মিঃ থেন, আমি জানিনা।"

"ইয়ে..... মানে আমাদের নতুন নাইট ক্লাবের কথা বলছি। টনি ব্রেক আপনাকে নিশ্চয়ই বলেছে যে আমি একটা নতুন নাইট ক্লাব খুলতে যাচ্ছি?"

"নতুন নাইট ক্লাব?"

"হ্যাঁ, আপনি জানেন কোথায়! হোবোর চাইতে ওটা দশগুণ ভাল হবে। হোবোর সবখদ্দের আমরা টেনে নেব। মনে হয় আমার সঙ্গে আপনার একবার দেখা করা দরকার কারণ আমি আপনাকে আমার পার্টনার করতে চাই।"

"ও, এই ব্যাপার, তা আগে বলবেন ত। শুনুন মিঃ থেন, আজ বিকেলে এই ধরুন চারটে নাগাদ আমার বাড়িতে চলে আসুন, চা খেতে খেতে আলাপ করা যাবে। আর হ্যাঁ একটা কথা। আমার সঙ্গে আপনার এই কথাবার্তা বা আপনি যে আমায় পার্টনার করতে চান সে সব কিছু যেন টনি ব্রেককে বলতে যাবেন না। কেমন, মনে থাকবে ত?"

সাতাশ টনি

আজ নিউ ইয়ার্স ইভে হোবোয় পা রাখার মত জায়গাটুকু নেই। পাঁড় মাতালেরা সবাই ভীড় করে এসে বসেছে। রং-বেরংয়ের বড় বড় বেলুন, কাগজের বল, আর বাহারী টুপিই শুধু চোখে পড়ছে, মানুষের মাথা আর চোখে দেখা যায় না।

চারদিকে এই আনন্দের হাটের মধ্যে আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে আছে। মন খারাপ হবার কারণ অ্যালেক্সকে ফোন করেছিলাম, কিন্তু পাইনি। ফোন ধরেছিল ম্যাডি, বলেছে অ্যালেক্স নাকি অনেকক্ষণ আগে বেরিয়েছে, ফিরতে অনেক রাত হবে। কোথায় গেছে বা সঙ্গে কে আছে, তার কিছুই সে জানেনা। অ্যালেক্স কিরকম আছে জানতে চেয়েছিলাম, উত্তরে ম্যাডি শুধু বলেছে ভাল। ম্যাডির গলা যেন কিরকম শোনাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আমার সম্পর্কে এখন আর ওর কোন উৎসাহ নেই। আমি হোবো আর আমার ফ্ল্যাটের ফোন নম্বর ওকে দিয়েছিলাম, বলে দিয়েছিলাম অ্যালেক্স এলে যেন আমায় ফোন করে।

অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ নিউ ইয়ার্স ইভে হোবোর আসর একটু তাড়াতাড়ি বসেছে। এগারোটা নাগাদ হলের ভেতরে আর তিলধারণের জায়গাটুকুও নেই। সাড়ে এগারোটা নাগাদ, আমার চেনা পুরনো মুখগুলো একে একে ঢুকতে শুরু করল। খোনাসুরো জ্যানাইন, সুকি আর ম্যান্ডি, কয়েকজন ফিল্ম স্টার, দুজন এম, পি, আর তাদের পেছন পেছন একগাদা মডেল, ফোটোগ্রাফার, অভিনেতা সবাই যেন উড়ে এসে জুড়ে বসল।

এদের সবার পেছনে ঢুকল ফন্টেন, তার গায়ে কালো হরিণের চামড়ার তৈরি একটা বাহারী কোট। আমার সামনে আসতে তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম, কিন্তু ফন্টেন পাল্টা হাসি হাসলনা, একপলক শুধু আমার দিকে তাকিয়ে পাত্তা না দেবার ভঙ্গিতে পাশ কাটিয়ে চলে

গেল। তার চাউনীটা বড় ঠাণ্ডা বলে মনে হল, ঠিক বরফের ধারালো ফলার মত। ফন্টেন একা আসেনি, তার পেছন পেছন এল আয়ান থেন, ভ্যানেসা, আর লিওনার্ড।

"হাই আয়ান," বলে আমি আয়ানের হাতে আলতো করে চাপ দিলাম। আয়ান ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "এই যে টনি, সারাদিনে তোমায় ফোন করার এত চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই পেলামনা।"

বলে এগিয়ে গিয়ে আয়ান ফন্টেনকে নিজের পাশে বসাল। আমি ফ্রাঙ্কোকে ডেকে বললাম, "এখানে কি হচ্ছে তা সেদিকে একবার দেখেছো? মিসেস খালেদকে ওর জন্য রিজার্ভড টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাও।"

ফ্রাঙ্কো এগিয়ে গিয়ে ফন্টেনকে কি বলল, ফিরে এসে বলল, "না মিঃ ব্লেক, মিসেস খালেদ বললেন উনি আয়ান থেনের সঙ্গেই বসবেন।"

"সেকি?" আমি অবাক হয়ে ফন্টেনের দিকে তাকাতেই তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। ফন্টেন আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, সেই বরফের মত ঠাণ্ডা হাসি। পরক্ষণেই ঘাড় ঘুরিয়ে আয়ানের সঙ্গে গল্পে মেতে গেল।

বুঝতে পারছি আমার পুরো প্ল্যান ভেস্তে গেল। আয়ান ফন্টেনকে জপিয়ে ওর দলে টেনে নিয়েছে, এবং এরপর কোনমতেই ও আমায় নতুন নাইট ক্লাবের পার্টনার করবেনা. যাকগে, মরুকগে। আয়ানের চাইতেও পয়সাওয়ালা লোক আমি চেষ্টা করলে ঠিক খুঁজে বের করব, নাইট ক্লাব খোলার অভাব নেই।

চমকের ওপর চমক। স্যামি ঢুকল ম্যাডির হাত ধরে, তাদের পেছন পেছন ঢুকল অ্যালেক্স আর ম্যাডির দাদা মাইকেল। আহ, অ্যালেক্স শেষকালে সত্যিই এল তাহলে। আহা, অ্যালেক্স, আমার অ্যালেক্স, কতদিন ওকে দেখিনি। ঝলমলে রঙীন জামাকাপড়ে আজ ওকে জলপরীর মত দেখাচ্ছে, আলতো হাতে ওর চিবুকটা তুলে বললাম, 'অ্যালেক্স, আমার সোনা আমার প্রিয়া, তোমার আসার অপেক্ষাতেই বসে আছি।"

অ্যালেক্সের গাল লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। কিছু না বলে মুখ নামিয়ে নিল। পাশ থেকে ম্যাডি বলল, "হেলো টনি, মাইকেল নিউকম্বকে তোমার মনে আছে ত? ও আমার দাদা। শোন, দারুণ খবর আছে। অ্যালেক্স আর মাইকেলের এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে, শীগগিরই ওরা বিয়ে করবে। তার মানে আমি অ্যালেক্সের ননদ হতে যাচ্ছি, কি দারুণ খবর বল ত?"

আমার পায়ের নীচে শেষ মাটিটুকুও যেন ভগবান সরিয়ে নিলেন। অ্যালেক্স শেষকালে মাইকেলকে বিয়ে করবে? আমার ইচ্ছে হল ওদের চারজোড়া চোখের সামনে নিজের দু'গালে ঠাস্ ঠাস্ করে কয়েকটা চড় কষাই। অ্যালেক্সের দিকে অবাক চোখে তাকাতে ও বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল। আমি আর দাঁড়াতে পারলামনা, রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে একটা স্কচের বোতল খুলে নীট গলায় ঢেলে দিলাম। বেশ কয়েক ঢোক গেলার পর শরীর গরম হয়ে উঠতে টলতে টলতে আবার ফিরে এলাম।

কিন্তু এখনো আরেকটা লাথি আমার খেতে বাকি ছিল। কি মনে হতে ফন্টেনের টেবিলের কাছে গিয়ে বললাম,"প্রত্যেককে নববর্ষের শুভ অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

"ধন্যবাদ টনি," ফন্টেন তার শ্যাম্পেনের গ্লাসে আঙ্গুল দিয়ে টোকা মারতে মারতে বলল, "শুনলাম নতুন নাইট ক্লাব খুলতে যাচ্ছ, খুব ভাল কথা, আমার শুভেচ্ছা রইল। কিন্তু আয়ানকে পার্টনার হিসেবে পাচ্ছনা, ও এখানে আমার সঙ্গে হোয়োর পার্টনার হবে ঠিক করেছে। যাক, তোমার মত গুণী ছেলের পার্টনারের অভাব হবে না, তোমার উন্নতি হোক, এটাই চাইব। আর ভাল কথা, আমি ঠিক করেছি এখানে আর তোমায় রাখবনা, তাই আজ এই মুহূর্তে তোমায়

বরখাস্ত করলাম। তোমায় দু'হপ্তার মাইনে আগাম দিতে ক্যাশে বলে দিয়েছি, কাজেই আগামীকাল থেকে তোমার আর কাজে আসার দরকার নেই।"

কথা শেষ করে ও মুখ ফিরিয়ে আয়ানের সঙ্গে ফের গল্পে মেতে গেল। একটা ঘা খাওয়া কুকুরের মত আমি সরে এলাম। বোকা, ওরা সবাই বোকা। আমায় বাদ দিয়ে হোবো যে একদিনও চলবে না, তা ওরা এখনো বুঝতে পারছে না।

কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মত হতভাগ্য পৃথিবীতে আর ক'জন আছে? আমার চাকরি গেল, অ্যালেক্স গেল, দুনিয়া তখন আমার কাছে আঁধার হয়ে গেছে। কয়েক মিনিট চুপ করে বসে ভাবলাম, তারপর হঠাৎ দারুণ আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। আজ বছরের শেষ, কোন্ দুঃখে আমি চুপচাপ বসে থেকে মন খারাপ করব। আমার জন্য আরো অনেক মেয়ে জুটবে, আরো ভাল নাইট ক্লাব জুটবে। বেলুন ফাটিয়ে, নেচে, চিৎকার করে আমি পাগলের মত আত্মহারা হয়ে উঠলাম।

ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ মিরাণ্ডা নামে একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল অ্যালেক্সের চাইতে দেখতে ওকে কম সুন্দরী বলা যায় না। মিরাণ্ডার সঙ্গে নাচতে শুরু করলাম। অ্যালেক্সকে হারানোর দুঃখ আমি ভোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। আর সেই কারণেই হঠাৎ মিরাণ্ডাকে টেনে বুকের কাছাকাছি নিয়ে বললাম, "আজ রাতে তোমার মত কাউকে পাব বলে আশা করিনি।"

"আমিও," আমার বুকে মাথা রেখে মিরাণ্ডা হেসে বলল, "মাত্র গতকাল আমি নিউ ইয়র্ক থেকে এখানে এসে পৌঁছেছি।"

রাত তিনটে বাজার কিছুক্ষণ পর ফাউন্টেন চলে গেল, তার পেছনে পেছনে পোষা কুকুরের মত গেল আয়ান থেন। সম্ভবতঃ বাকি রাতটুকু আজ দু'জন একসঙ্গেই কাটাবে। অ্যালেক্সকে চলে যেতে দেখিনি। ওর চলে যাওয়া দেখার ইচ্ছে আমার ছিল না। আমি প্রাণপণে এখন শুধু ওকে ভুলতে চাইছি।

ভোর ছ'টা নাগাদ আমি মিরাণ্ডার হাত ধরে টলতে টলতে হোবো থেকে বেরিয়ে এলাম। আজ পয়লা জানুয়ারী, আজ থেকে আর আমায় হোবোতে ম্যানেজারী করতে আসতে হবে না।

ওর শরীর আর মুখের গড়ন দুই চমৎকার। ওর দেহ পুরুষের মত সুঠাম, বুকের গড়ন আরো সুন্দর।

"জানো চলে আসার আগে আমার প্রেমিকের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছি," ও বলল, "আসলেও ভীষণ অসভ্য ছিল, সবার সামনে যা তা করার জন্য জোরাজুরি করত। বাবা বললেন, কোথাও ঘুরে বেরিয়ে আয়। আর ওকে ভুলে যা, তাই চলে এলাম।"

"আমার ও একই অবস্থা," আমি বললাম। "আমার প্রেমিকা আমায় ল্যাং মেরে আরেকজনের সঙ্গে ঘর বাঁধতে যাচ্ছে।"

"তাই নাকি? তাহলে ত তোমার সে দুঃখ ভোলার জন্য নিউ ইয়র্কে যাওয়া উচিত," মিরাণ্ডা বলল।

"কি নিয়ে যাব বল," আমি বললাম, "হাতে কাজকর্ম নেই—।"

"আমার কথা শোন," মিরাণ্ডা চলা থামিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি নিউ ইয়র্কে এসে আমার বাবার কাছে কাজ কর। বাবার একগাদা ব্যবসা আছে, কোথাও না কোথাও তোমায় ঠিক লাগিয়ে দেবেন।"

কথা শেষ করার আগেই আমি রাস্তার মধ্যে মিরাণ্ডার বুকে কয়েকবার চুমু খেলাম।

"ওঃ, টনি," মিরাণ্ডা হাসতে হাসতে বলল, "তুমি খুব সুন্দর, চমৎকার একটা টাট্টু [illegible]